ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ

নবম জাতীয় সংসদ

জানুয়ারি ২০০৯ - নভেম্বর ২০১৩

১৮ মার্চ ২০১৪

পার্লামেন্টওয়াচ

নবম জাতীয় সংসদের প্রথম-উনবিংশতিতম অধিবেশন

উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
সভাপতি, টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ড

এম. হাফিজউদ্দিন খান
সদস্য, টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ড

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ এন্ড পলিসি

গবেষণা তত্ত্বাবধান
মো. ওয়াহিদ আলম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা ও প্রতিবেদন রচনা
মোরশেদা আক্তার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
ফাতেমা আফরোজ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
জুলিয়েট রোজেটি, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা
মো. সাইদুল ইসলাম, গবেষণা সহকারি (খন্ডকালীন)
প্রকাশ চন্দ্র রায়, গবেষণা সহকারি (খন্ডকালীন)
এম. মনজুরুল ইসলাম, গবেষণা সহকারি (খন্ডকালীন)

কারিগরি সহযোগিতা
আবু সাঈদ মো. আব্দুল বাতেন, সিনিয়র ম্যানেজার-আইটি; এ এন এম আজাদ রাসেল, ম্যানেজার-আইটি এবং টিআইবি'র অফিস সহকারীরা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা
তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকজন সম্মানিত সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তারা সহযোগিতা করেছেন। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন শাহজাদা এম আকরাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি এবং তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন নীহার রঞ্জন রায়। এছাড়া টিআইবি'র বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাসা # ১৪১, রোড # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮-০২-৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র **পৃষ্ঠা**

মুখবন্ধ **১**
টিকা **২-৩**
সার-সংক্ষেপ **৪-১৬**
অধ্যায় এক : ভূমিকা **১৯-১৯**
প্রসঙ্গ কথা ১৭
সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার ও কার্যকর সংসদ ১৭
গবেষণার পটভূমি ১৯
গবেষণার উদ্দেশ্য ১৯
তথ্য উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি ১৯
গবেষণার সময় ১৯

অধ্যায় দুই : নবম জাতীয় সংসদের মৌলিক তথ্যাবলী **২০-২২**
নবম জাতীয় সংসদ সদস্যদেও দল ভিত্তিক আসন বিন্যাস ২০
নির্বাচিত সদস্যদের পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ ২১
নবম সংসদের অধিবেশনের কার্যকাল ২২
স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন ২২
নবম সংসদেও কার্যসময় ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময় ২২

অধ্যায় তিন : সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরাম সংকট **২৩-২৭**
সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের সার্বিক উপস্থিতি ২৩
সরকারি দলের সদস্যদের উপস্থিতি ২৪
বিরোধী দলের সদস্যদের উপস্থিতি ২৪
প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতার উপস্থিতি ২৪
মন্ত্রীদের উপস্থিতি ২৪
সংসদ বর্জন ২৫
ওয়াকআউট ২৬
কোরাম সংকট ২৭

অধ্যায় চার : আইন প্রণয়ন **২৮-৩৮**
আইন সংক্রান্ত কাজে ব্যয়িত সময় ২৮
নবম সংসদে পাসকৃত বিল ৩০
উল্লেখযোগ্য সরকারি বিল ৩০
উল্লেখযোগ্য বেসরকারি বিল ৩২
আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ওয়াক আউট ৩৩
আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে আলোচিত বিতর্ক ৩৩
আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ ৩৩
বাজেট আলোচনা ৩৫
বাজেট আলোচনায় ব্যায়িত সময় ৩৫
বাংলাদেশে বাজেট অনুমোদন প্রক্রিয়া ও এর সীমাবদ্ধতা ৩৬
বাজেট আলোচনার উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ ৩৭

অধ্যায় পাঁচ : জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে জাতীয় সংসদ **৩৯-৫৬**
প্রশ্নোত্তর পর্ব ৩৯
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ ৩৯
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ ৪০
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব ৪০
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্থাপিত মূল ও সম্পূরক প্রশ্নের সংখ্যা ৪০
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয়িত সময় ৪০
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ ৪০

জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা ৪১
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১ অনুযায়ী আলোচনা) ৪১
সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ ৪১
সিদ্ধান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাহারের কারণ ৪১
সাধারণ আলোচনা ৪১
সাধারণ আলোচনার বিষয়বস্তু ৪১
জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিস ৪২
বিধি ৭১ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা ৪২
বিধি ৭১ (ক) অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা ৪২
মূলতবি প্রস্তাব ৪৩
মূলতবি নোটিসের সংখ্যা ৪৩
মূলতবি নোটিসের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ ৪৩
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ ৪৩
জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কমিটির ভূমিকা ৪৪
বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটির গঠন প্রক্রিয়া, কার্মপরিধি ও ক্ষমতা ৪৪
অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা ৪৫
নবম সংসদের স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যক্রম ৪৫
কমিটি গঠন ৪৫
কমিটির বৈঠক ৪৬
কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতি ৫৪
কমিটি তলব ৫৪
সংসদীয় কমিটির সুপারিশ ও সুপারিশের বাস্তবায়ন ৫৪
সংসদীয় কমিটির সুপারিশের বাস্তবায়ন ও মন্ত্রণালয় প্রসঙ্গ ৫৫
কমিটির প্রতিবেদন ৫৫
সংসদীয় কমিটি শক্তিশালীকরণে পরামর্শক ৫৬
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ ৫৬

অধ্যায় ছয় : রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা ৫৭-৬২
ভাষণের ওপর ধন্যাবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় ব্যয়িত সময় ৫৭
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ ৫৭
প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ৫৮
বিরোধী দলীয় সংসদ নেতার ভাষণ ৬০
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ ৬২

অধ্যায় সাত: অনির্ধারিত আলোচনা ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন ৬৩-৬৪
অনির্ধারিত আলোচনায় ব্যয়িত সময় ৬৩
অনির্ধারিত আলোচনার উল্লেখযোগ্য বিষয় ৬৩
অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন ৬৪
দলীয় প্রশংসা ও বিরোধী পক্ষের সম্পর্কে সমালোচনা ৬৪
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ ৬৪

অধ্যায় আট : সংসদে নারী সংসদ সদস্যের অংশগ্রহণ ৬৫-৬৭
নারী সদস্যদের উপস্থিতি ৬৫
প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ ৬৫
আইন প্রণয়নে নারী সদস্যের অংশগ্রহণ ৬৬
জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিসের ওপর আলোচনায় নারী সদস্যের অংশগ্রহণ ৬৬
অন্যান্য কার্যক্রম ৬৬
সংসদীয় কমিটিতে নারী সংসদ সদস্য ৬৬
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ ৬৬

অধ্যায় নয় : স্পিকারের ভূমিকা ৬৮-৬৯
স্পিকারের ক্ষমতা ৬৮
সংসদের সভাপতিত্ব ৬৮
সংসদ সদস্যদের আচরণ ও স্পিকারের ভূমিকা ৬৮
স্পিকারের রুলিং ৬৯
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ ৬৯

অধ্যায় দশ : উপসংহার ও সুপারিশমালা ৭০-৭৬
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার ও বাস্তবায়নের চিত্র ৭০
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ ৭২
অষ্টম ও নবম সংসদের প্রথম থেকে শেষ অধিবেশনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ ৭৪
সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবি'র সুপারিশ ৭৫

সহায়ক তথ্যসূত্র ৭৬

পরিশিষ্ট ১-১৩ ৭৭-১৩৯

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতি-বিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পথে অন্তরায় এমন বিষয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা টিআইবির মূল লক্ষ্য।

সংসদীয় গণতন্ত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য জাতীয় সততা ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম জাতীয় সংসদ। জন প্রত্যাশার প্রতিফলন, জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন ও জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় সংসদ তার মৌলিক দায়িত্ব পালনে কতটুকু সক্ষম হচ্ছে তার ওপর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণমূলক তথ্য জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে টিআইবি অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে নিয়মিতভাবে পার্লামেন্টওয়াচ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। ইতোমধ্যে এই সিরিজের মোট নয়টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। অষ্টম জাতীয় সংসদের ওপর একটি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি ২০০৭ এ, যা পরবর্তীতে বই আকারে প্রকাশিত হয়। এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে টিআইবি নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম কার্যদিবস থেকে সংসদ পর্যবেক্ষণ করছে। ইতোমধ্যে ৪ জুলাই ২০০৯ তারিখ প্রথম অধিবেশনের ওপর, ২৮ জুন ২০১১ তারিখ দ্বিতীয় থেকে সপ্তম অধিবেশনের ওপর এবং ২ জুন ২০১৩ অষ্টম থেকে পঞ্চদশ অধিবেশন পর্যন্ত মোট তিনটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান প্রতিবেদনটি নবম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে সবশেষ (ঊনবিংশতিতম) অধিবেশন অর্থাৎ সামগ্রীকভাবে নবম সংসদের সার্বিক পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় জন প্রত্যাশার কেন্দ্রস্থল মহান জাতীয় সংসদের কার্যকরতার পথে প্রতিবন্ধকতা অব্যাহত রয়েছে। নবম সংসদে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি ৬৩% যা অষ্টম সংসদে ছিল ৫৫%। মোট কার্যদিবসের তিন- চতুর্থাংশের বেশী সময় অনুপস্থিত ছিলেন ১৪% সদস্য, অষ্টম সংসদেও এই হার ছিল ১৪%। সরকারি দলের ১৫.৬% সদস্য অর্ধেক সময়ের কম কার্যদিবস উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বিরোধী দল ৮১.৮১% কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে যা অষ্টম সংসদে ছিল ৬০%। সংসদ বর্জনের এই সংস্কৃতি সংসদীয় গণতান্ত্রিক চর্চায় বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়, যা একদিকে যেমন বিব্রতকর, অন্যদিকে তেমনি জনগণের ভোট ও রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার পরিচায়ক। সরকারি ও বিরোধী উভয় দলেরই নির্বাচনী অঙ্গীকার ও জনগণের প্রত্যাশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এই বিষয়গুলো সহ এই প্রতিবেদনে সন্নিবিষ্ট অন্যান্য পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট সকল মহল যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন, টিআইবি এই প্রত্যাশা করছে।

এই গবেষণা সার্বিকভাবে পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন মোরশেদা আক্তার, ফাতেমা আফরোজ ও জুলিয়েট রোজেটি। এছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তারা তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি এডভোকেট সুলতানা কামাল, অন্যতম সদস্য এম. হাফিজউদ্দিন খান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জাতীয় সংসদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের জন্য জাতীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের মন্তব্য ও সুপারিশ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

টীকা

স্পিকার: স্পিকার অর্থ সংসদের স্পিকার এবং সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে সাময়িকভাবে স্পিকারের দায়িত্ব সম্পাদনকারী ডেপুটি স্পিকার বা অন্য কোনো ব্যক্তি।

মন্ত্রী: মন্ত্রী বলতে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে।

সদস্য: সদস্য বলতে জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যকে বুঝানো হয়েছে।

বেসরকারি সদস্য: বেসরকারি সদস্য অর্থ কোনো মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো সদস্য।

কার্যপ্রণালী-বিধি: কার্যপ্রণালী-বিধি বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি বোঝানো হয়েছে।

অধিবেশন: অধিবেশন অর্থ সংসদের প্রথম বৈঠকের দিন হতে স্থগিত বা ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত সময়কাল বোঝানো হয়েছে।

বৈঠক: বৈঠক অর্থ সংসদ বা সংসদের কোনো কমিটির বা উপ-কমিটির আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত দিনের কার্যকাল।

ফ্লোর আদান-প্রদান: বলতে একজন সদস্যকে মাইকে কথা বলতে দেওয়ার পর আরেক জনকে দেওয়া বোঝানো হয়েছে।

বুলেটিন: বুলেটিন অর্থ সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন বোঝানো হয়েছে।

এক্সপাঞ্জ: এক্সপাঞ্জ বলতে সংসদে কার্যবাহ থেকে বাতিল করার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়: অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বলতে যে ইস্যুতে কথা বলা হচ্ছে, তা বহির্ভূত অন্য কোনো ইস্যু।

দলীয় প্রশংসা: দলীয় প্রশংসা বলতে কোনো কারণ ছাড়াই দলের সাবেক বা বর্তমান নেতা বা নেত্রীর বা দলের প্রশংসা করাকে বোঝানো হয়েছে।

সমালোচনা: এই প্রতিবেদনে সমালোচনা বলতে সংসদ সদস্য যে বিষয়ে কথা বলছেন সে বিষয়ের সাথে সঙ্গতি নেই বা বিরোধীদের প্রসঙ্গ টানার দরকার না থাকা সত্ত্বেও তা করেন এবং প্রতিপক্ষ দলের সাবেক নেতা বা নেত্রীর সমালোচনা করাকে বোঝানো হয়েছে।

স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন: কার্যপ্রণালী বিধি ৮ অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে যেকোনো সংসদ সদস্যের লিখিত নোটিসের প্রেক্ষিতে অন্য একজন সদস্যের সমর্থনের মাধ্যমে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ পরিচালনা করার জন্য প্রতি অধিবেশনে পাঁচ সদস্যের সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন করা হয়।

বিলের প্রকারভেদ ও পাসের প্রক্রিয়া: আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত প্রস্তাবকে 'বিল' বলে। উত্থাপনের দিক দিয়ে বিলগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) সরকারি বিল - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী দ্বারা উত্থাপিত বিল ও (২) বেসরকারি বিল - মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো সদস্য দ্বারা উত্থাপিত বিল। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে একটি বিল উত্থাপনের পর কখনও কখনও সংশ্লিষ্ট কমিটিতে পাঠানো হয়, আবার কমিটিতে না পাঠিয়েও বিল পাস করা হয়। তবে বিল পাসের পূর্বে বিলের ওপর আপত্তি, সংশোধনী, জনমতের জন্য যাচাই ও বাছাই, কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব ইত্যাদি দেওয়া হয় এবং এ নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়। সংসদে কোনো বিল গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি দানের পরেই তা অতিরিক্ত গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় এবং আইনে পরিণত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব: সপ্তম সংসদ থেকে সংসদ চলাকালে সপ্তাহে একদিন প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য আধা ঘণ্টা সময় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, সংসদ চলাকালে শুধুমাত্র বুধবার প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব অন্তর্ভুক্ত করার বিধান আছে।[১]

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব : সংসদে প্রত্যেক বৈঠকের প্রথম এক ঘণ্টা মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন ও তার উত্তর দানের জন্য নির্দিষ্ট থাকে।[২] যেদিন প্রধানমন্ত্রী ৩০ মিনিট প্রশ্নের উত্তর দেন সেদিন পরবর্তী এক ঘণ্টা অন্য মন্ত্রীরা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রতিটি মূল প্রশ্নের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মূল প্রশ্নকারীসহ অন্যান্য সদস্যরা সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব : কার্যপ্রণালী বিধি ১৩০ অনুযায়ী যেকোন সংসদ সদস্য সাধারণ জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। ১৩৩ বিধি অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রস্তবের নোটিসের বিষয় সরকারের দায়িত্বাধীন বা আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হতে হবে।

সাধারণ আলোচনা: কার্যপ্রণালী বিধি ১৪৬, ১৪৭ অনুযায়ী সংবিধান বা এই সংশ্লিষ্ট বিধান ছাড়া অন্য কোন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে স্পিকারের সম্মতিক্রমে সংসদে আলোচনা হতে পারে। ১৪৮ বিধি অনুসারে আলোচনার প্রস্তাবের নোটিসের বিষয় সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত কোন ঘটনা হতে হবে।

জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিস: জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি ৬৮ অনুযায়ী কোন জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা উত্থাপন করতে ইচ্ছুক কোন সদস্য অন্যুন আরও পাঁচজন সদস্যের স্বাক্ষর এবং বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে উত্থাপনের অন্যূন ২ দিন পূর্বে সচিবের কাছে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করতে পারবেন।

---

[১] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, *বিধি ৪১*

[২] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, *বিধি ৪১*।

৭১(১) এর বিধান সাপেক্ষে স্পিকারের অগ্রিম অনুমতিক্রমে কোনো সদস্য যেকোনো জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের প্রতি কোনো মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। মনোযোগ আকর্ষণ এসব নোটিস থেকে স্পিকার কোনো কোনো নোটিস গ্রহণ করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন। যেসব নোটিস গৃহীত হয়, তার ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বিবৃতি দান করতে পারেন।

উপরোক্ত বিধি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য অথচ ৭১(৩) বিধি অনুযায়ী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, গুরুত্ব অনুযায়ী শুধুমাত্র সেগুলো সম্পর্কে প্রত্যেক নোটিশদাতা সদস্য ৭১-ক বিধি অনুসারে দুই মিনিট করে বক্তব্য রাখতে পারবেন। তবে উক্ত সময় ৩০ মিনিটের অতিরিক্ত হবে না এবং ঐ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যত জন সদস্যের বক্তব্য রাখা সম্ভব তত জনই বক্তব্য রাখতে পারবেন। কোনো সদস্য অনুপস্থিত থাকলে ক্রমানুযায়ী পরবর্তী সদস্য বক্তব্য রাখতে পারেন।

মুলতবি প্রস্তাব: কার্যপ্রণালী বিধির ৬১ বিধি অনুসারে স্পিকারের সম্মতি নিয়ে সমকালীন জরুরি ও জনগুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য সংসদের কাজ মুলতবি রাখার প্রস্তাব সংসদ সদস্যরা করতে পারেন। এই প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষেত্রে সদস্যদের অধিকারের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি কার্যপ্রণালী বিধি ৬৩-এ উল্লেখ করা আছে। ৬৫ বিধি অনুসারে স্পিকার সদস্যদের নোটিসের বিষয়টি বিধিসম্মত মনে করে সম্মতি দিলে সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। আবার ৬৬ বিধি অনুসারে প্রাপ্ত নোটিসের ওপর আলোচনার জন্য সংসদ মুলতবি করার প্রস্তাব ভোটের জন্য প্রস্তাব করতে পারেন।

পয়েন্ট অব অর্ডার বা অনির্ধারিত আলোচনা: কার্যপ্রণালী-বিধি ২৬৯ অনুসারে সংসদ সদস্য উক্ত সময়ের আলোচিত বা অন্য যেকোন বিষয় নিয়ে স্পিকারের অনুমতি সাপেক্ষে অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে পারেন।

সংসদে সদস্যদের ভাষার ব্যবহার: কার্যপ্রণালী-বিধি ২৭০-এর ৪, ৫ ও ৬ উপবিধি অনুসারে কোনো সদস্য বক্তৃতার সময় রহিত করার প্রস্তাব ছাড়া সংসদের কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কটাক্ষপাত কিংবা সংসদের পরিচালনা বা কার্যপ্রবাহ সম্পর্কে কোনো অপ্রীতিকর ভাষা ব্যবহার কিংবা কোনো আক্রমণাত্মক, কটু বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন না।

কোরাম সংকট: সংসদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংসদ কক্ষে সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম উপস্থিতিকে কোরাম বলে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের অধিবেশন চালানোর জন্য কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যকে অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত থাকতে হয়।

বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটির গঠন প্রক্রিয়া, কর্মপরিধি ও ক্ষমতা: কার্যপ্রণালী বিধিতে সংসদীয় কমিটির গঠন, মেয়াদ, কার্যপ্রক্রিয়া ও কর্মপরিধি সম্মন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সংসদে গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক কমিটির সদস্যরা নিযুক্ত হয়ে থাকেন। কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংসদ কর্তৃক গঠিত কোনো বিশেষ কমিটি ছাড়া কমিটির মেয়াদ সংসদের মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে।[৩]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে কমিটিগুলোর কর্মপরিধি ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। সে অনুযায়ী কমিটির কর্মপরিধি ও ক্ষমতা[৪] হলো - কমিটি খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা; আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করা; জনগুরুত্বসম্পন্ন বলে সংসদ কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করলে সে বিষয়ে কোনো মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করা এবং কোনো মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নগুলোর মৌখিক বা লিখিত উত্তর লাভের ব্যবস্থা করা এবং সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

----

[৩] বিস্তারিত জানতে *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি* ১৮৭-২১৮ দ্রষ্টব্য।

[৪] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৬।

সার-সংক্ষেপ

১.১ প্রেক্ষাপট

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানো, এবং সেই সাথে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দেওয়া। সংসদের কাজকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করেন: প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন ও তদারকি।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। সরকার গঠনের পর বিধি মোতাবেক অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলো বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ সংসদে জনগণের হয়ে বিভিন্নভাবে সরকারকে জবাবদিহি করে থাকে।[৫] প্রশ্নোত্তর, আইন প্রণয়ন, মনোযোগ আকর্ষণ নোটিস, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, বিভিন্ন বিধিতে জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্য, সর্বোপরি সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদ নির্বাহী বিভাগের কাজের তদারকি, তত্ত্বাবধান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি চর্চায় সংসদীয় কার্যক্রমের অপরিসীম ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম ও নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে প্রতিটি অধিবেশন পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন পর্যায়ে নয়টি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[৬]

এই প্রতিবেদনটি নবম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে ঊনবিংশতিতম অধিবেশন অর্থাৎ সামগ্রীকভাবে নবম সংসদের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় জাতীয় সংসদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল:

- সামগ্রীকভাবে নবম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যালোচনা
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কার্যক্রমে সংসদ সদস্য ও সংসদীয় কমিটির ভূমিকা বিশ্লেষণ
- আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের ভূমিকা বিশ্লেষণ
- সংসদীয় গণতন্ত্র সুদৃঢ় করতে, সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ

১.৩ তথ্যের উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি

এই প্রতিবেদনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে প্রথম থেকে ঊনবিংশতিতম অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচারিত কার্যক্রম। পরোক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন, সরকারি গেজেট, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য এবং প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ।

প্রথমে সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে সংসদের কার্যক্রম শুনে প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রে সংগৃহীত হয়। এতে সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে আছে কার্যদিবস সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য, কোরাম সংকট এবং সদস্যদের উপস্থিতি, অধিবেশন বর্জন, ওয়াক আউট, স্পিকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির ভাষণ, বাজেট আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস সংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ন, পয়েন্ট অব অর্ডার, বিভিন্ন বিধিতে মন্ত্রীদের বক্তব্য, সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য, সাধারণ আলোচনা, সদস্যদের সংসদীয় আচরণ সংশ্লিষ্ট তথ্য ইত্যাদি। সময় নিরূপণের জন্য স্টপওয়াচ ব্যবহার করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের সংশ্লিষ্ট সামঞ্জস্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র এবং সংসদ সচিবালয়ের তথ্যসূত্র নেওয়া হয়েছে।

---

[৫] জবাবদিহিতার অর্থ জনপ্রতিনিধিদের ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের ব্যাপারে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহি করা, সমালোচনার প্রত্যুত্তরে পদক্ষেপ নেওয়া বা তাদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা, এবং ব্যর্থতা, অদক্ষতা বা মিথ্যাচারের জন্য দায় স্বীকার করা। সূত্র: Ian McLean and Alistair McMillan (ed), *The Concise Dictionary of Politics*, New Delhi, Oxford University Press, 2006. বিস্তারিত জানতে দেখুন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা*, অক্টোবর ২০০৮।

[৬] অষ্টম জতীয় সংসদের প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২২ আগস্ট, ২০০২ তারিখ। দ্বিতীয় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২ মে, ২০০৩ তারিখ। তৃতীয় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৩। চতুর্থ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১ মার্চ, ২০০৫। পঞ্চম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২৭ জুন, ২০০৬। ষষ্ঠ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ তারিখ। নবম সংসদের প্রথম প্রতিবেদন ৪ জুলাই ২০০৯ তারিখ, দ্বিতীয় প্রতিবেদন ২৮ জুন ২০১১ এবং তৃতীয় প্রতিবেদন ২জুন ২০১৩ প্রকাশিত হয়েছে ।

১.৫ গবেষণার সময়

জানুয়ারি ২০০৯ - নভেম্বর ২০১৩ সময়কালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে সবশেষ (ঊনবিংশতিতম) অধিবেশন পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. নবম জাতীয় সংসদের মৌলিক তথ্যাবলী

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও শরীক দল ৮৮%, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও শরীক দল ১১% ও অন্যান্য দল ১% আসনে নির্বাচিত হয়। সরাসরি নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৯৩% পুরুষ এবং ৭% নারী। সংরক্ষিত আসনসহ এই হার যথাক্রমে ৮০% ও ২০%। সরাসরি নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে সার্বিকভাবে ৭১.৪% স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন; অন্যদিকে ৭% সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তার কম পর্যায়ের।[৭] সংসদ সদস্যদের পেশা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সার্বিকভাবে ৫৭% সদস্যের প্রধান পেশা ব্যবসা।[৮]

বিগত কয়েকটি সংসদের সদস্যদের প্রধান পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রথম সংসদে আইনজীবীদের শতকরা হার বেশী থাকলেও ক্রমাগত তা হ্রাস পেয়ে নবম সংসদে ১৪ শতাংশে পৌছেছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের শতকরা হার প্রথম সংসদে ১৭.৫ ভাগ থাকলেও ক্রমাগত এই হার বৃদ্ধি পেয়ে নবম সংসদে শতকরা ৫৭ ভাগে দাড়িয়েছে (চিত্র: ১)।

চিত্র: ১ কয়েকটি সংসদে নির্বাচিত সদস্যের প্রধান পেশা (শতকরা হার)

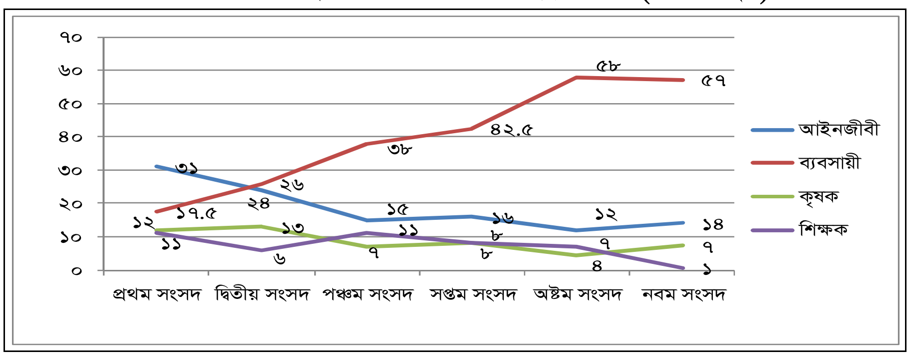

৩. গবেষণার পর্যবেক্ষণ

৩.১ *নবম সংসদের অধিবেশনের কার্যকাল ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়*

নবম সংসদে প্রথম হতে ঊনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত মোট কার্যদিবস ছিল ৪১৮ দিন। বছরে গড় কার্যদিবস ৮৪ দিন। সবচেয়ে বেশী কার্যদিবস (৮৮ দিন) ছিল ২০১০ সালে এবং সবচেয়ে কম (৮০ দিন) ছিল ২০১১ সালে। উল্লেখ্য যুক্তরাজ্যের হাউজ অব কমন্সে ২০১২-১৩ সালে মোট কার্যদিবস ছিল ১৪৩ দিন এবং বছরে গড়ে ১৪০ কার্যদিবস।[৯] ভারতে ২০১১ সালে লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয় আইনসভাতে বছরে গড়ে ৭৩ কার্যদিবস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১০] এই ১৯টি অধিবেশনের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যয়িত মোট সময় ১৩৩১ ঘন্টা ৫৪ মিনিট। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল প্রায় ৩ ঘন্টা ১১ মিনিট।[১১]

চিত্র ২: প্রথম -ঊনবিংশতিতম অধিবেশনে বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার

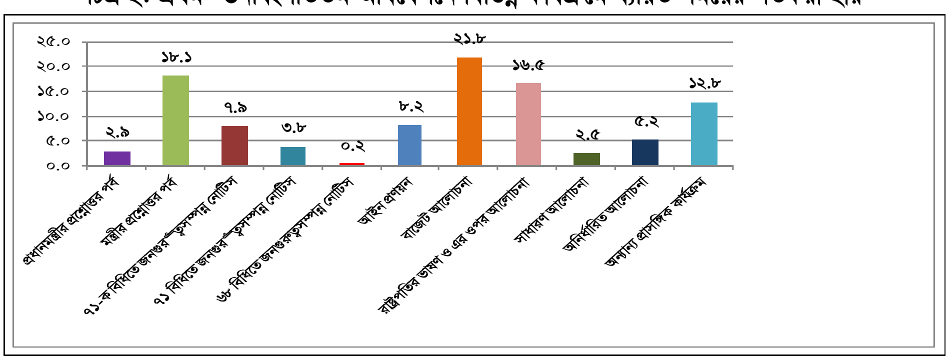

---

[৭] সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্য (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৮)।

[৮] ড. আবুল ফজল হক, *The Ninth Parliament Election: A Socio-political Analysis*, ২০০৯।

[৯] www.publications.parliament.uk

[১০] http://ibnlive.in.com/news/indian-parliament-at-60-years-facts--statistics viewed on 13 March 2014

[১১] যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্সে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে প্রায় ৮ ঘন্টা এবং ভারতে লোকসভায় গড়ে প্রায় ৬ ঘন্টা সংসদ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

সবচেয়ে বেশী ২১.৮% বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত হয়। এছাড়া আইন প্রণয়নে ৮.২%, প্রতিনিধিত্ব ও তদারকি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের মধ্যে মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে তুলনামূলক বেশী ১৮.১% সময় ব্যয়িত হয়।[১২]

৩.২ *সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি*

সার্বিকভাবে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে উপস্থিত ছিলো ২২১ জন যা মোট সদস্যের ৬৩%। সার্বিকভাবে ৪১% সদস্য মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে এবং ১৪% সদস্য ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি দলের সংসদ সদস্যের মধ্যে শতকরা ৪৬.৯ ভাগ সদস্য অধিবেশনের তিন-চতুর্থাংশের বেশী অর্থাৎ মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। সরকারি দলের একজন[১৩] সদস্য নবম সংসদের ১৯টি অধিবেশনের ৪১৮ কার্যদিবসের মধ্যে ৪১৭ কার্যদিবসে (৯৯.৭৬%) সংসদে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের সকলেই ১৯টি অধিবেশনের মোট কার্যদিবসের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবস উপস্থিত ছিলেন। তবে প্রধান বিরোধী দলের বাইরে অন্যান্য বিরোধীদের মধ্য থেকে স্বতন্ত্র সদস্য[১৪] ৬৫.৫ শতাংশ কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত থেকে সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এলডিপি সদস্য[১৫] মোট ৭৪ কার্যদিবস (১৭.৭০%) উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ষষ্ঠদশ অধিবেশন থেকে স্বতন্ত্র সদস্য[১৬] ৮১ কার্যদিবসের মধ্যে মোট ৬২ কার্যদিবস (৭৬.৫৪%) উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম থেকে ঊনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত মোট ৪১৮ কার্যদিবসের মধ্যে সংসদে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন ৩৩৬ দিন (মোট কার্যদিবসের প্রায় ৮০.৩৮%)। অন্যদিকে প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা মোট কার্যদিবসের মধ্যে ১০ দিন (প্রায় ২.৩৯%) উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রীদের উপস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশ কার্যদিবসের বেশী ৩২.৭%, ৫১-৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে প্রায় ৫৩.১% এবং ২৬-৫০ শতাংশ কার্যদিবসে প্রায় ১৪.৩% মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। সংসদে বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রীদের যথাসময়ে উপস্থিত না থাকার বিষয়টি স্পিকার[১৭] ও প্রধানমন্ত্রীর[১৮] আলোচনায় সরাসরি প্রাধান্য পেয়েছে। স্পিকারের ক্ষোভ প্রকাশ এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বসহ আইন প্রণয়ন কার্যক্রমেও তাদের অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।[১৯]

৩.৩ *সংসদ বর্জন*

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১৯টি অধিবেশনের ৪১৮ কার্যদিবসের মধ্যে প্রধান বিরোধী দল ৩৪২ কার্যদিবস বা প্রায় ৮১.৮১% কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে। ২০০৯ সালের ২৮ জানুয়ারি প্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় কার্যদিবসে ওয়াকআউটের মধ্য দিয়ে টানা ১৭ কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে ১৯তম কার্যদিবসে সংসদে ফিরে আসে। প্রথম অধিবেশনের পর দীর্ঘ ৬৪ কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকার পর ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১০ চতুর্থ অধিবেশনে বিরোধী দল সংসদে যোগ দেয় এবং মোট ২০ কার্যদিবস উপস্থিত থাকে। পঞ্চম অধিবেশনে একদিন (১ম কার্যদিবস) উপস্থিত ছিল, এরপর দুইটি অধিবেশন তারা পুরোপুরি বর্জন করে এবং মোট ৪২ কার্যদিবস পর অষ্টম অধিবেশনে আবার সংসদে যোগদান করে। এই অধিবেশনে কেবল সাতদিন উপস্থিত থাকার পর পুনরায় পর পর তিনটি অধিবেশন তারা পুরোপুরি বর্জন করে, মোট ৭৭ কার্যদিবস পর দ্বাদশ অধিবেশনে তারা সংসদে যোগদান করে ৩ দিন উপস্থিত থাকার পর তারা পুনরায় সংসদ বর্জন করে। এরপর ৫টি অধিবেশন (১৩,১৪, ১৫, ১৬, ১৭ তম) অতিবাহিত হলেও প্রধান বিরোধী দল সংসদে যোগ দেয়নি। দীর্ঘ ৮২ কার্যদিবস অতিবাহিত করে অষ্টাদশ অধিবেশনে যোগ দিয়ে ২১ কার্যদিবস উপস্থিত থাকে। ১৪ কার্যদিবস বর্জনের পর নবম সংসদের সর্বশেষ ঊনবিংশতিতম অধিবেশনে ১৩তম কার্যদিবসে মাত্র ১ দিন উপস্থিত থেকে বাকি সময় বর্জন করে।

---

[১২] ২০০৯-১০ সালে যুক্তরাজ্যে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ৫৫%, প্রশ্নোত্তর পর্বে ৮%, বিভিন্ন বিবৃতিতে ৩%, কোন বিষয় সংশ্লিষ্ট বিতর্কে ৩০% এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমে ৪% সময় ব্যয় করা হয়।

[১৩] নরসিংদী-৩ আসনের জহিরুল হক ভূঞা মোহন।

[১৪] নোয়াখালী-৬ আসনের ফজলুল আজিম।

[১৫] চট্টগ্রাম-১৩ আসনের ড. অলি আহমদ বীর বিক্রম।

[১৬] টাঙ্গাইল-৩ আসনের আমানুর রহমান খান রানা।

[১৭] দৈনিক সমকাল, ১২ অক্টোবর ২০০৯ এবং সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

[১৮] দৈনিক যুগান্তর, ১৩ অক্টোবর ২০০৯ এবং সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

[১৯] দৈনিক ইনকিলাব, ৩ এপ্রিল ২০১০ এবং সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

চিত্র ৩: কয়েকটি সংসদে প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের শতকরা হার

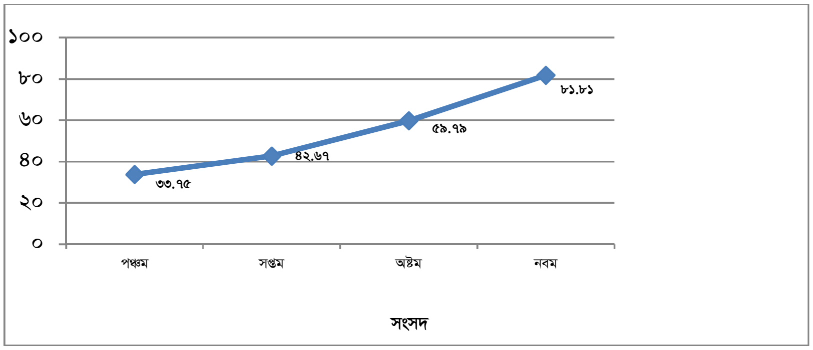

বিগত কয়েকটি সংসদের সংসদ বর্জনের হার পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পঞ্চম সংসদে এই হার ছিলো প্রায় ৩৪%, অষ্টম সংসদে তা বেড়ে হয় ৬০% এবং নবম সংসদের ৫ বছরের ১৯টি অধিবেশনে তা ৮১.৫৮%-এ দাঁড়ায়। বিগত কয়েকটি সংসদের সংসদ বর্জনের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।[২০] সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে স্পিকার একাধিকবার বিরোধী দলীয় চীফ হুইপের সাথে আলোচনা করেন এবং তাদেরকে সংসদে যোগদানের আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে একজন সংসদ সদস্যের এক দিনের অর্থমূল্য ন্যূনতম প্রায় ৩,৫৫৮ টাকা। এ হিসেবে বিরোধিজোটের প্রথম থেকে ঊনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ বর্জনের মোট অর্থমূল্য প্রায় ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা।[২১]

৩.৪ *ওয়াকআউট*

মোট ৩৮টি কার্যদিবসে প্রধান বিরোধী জোটের দলসহ অন্যান্য বিরোধী সদস্য (স্বতন্ত্র) মোট ৫৪ বার ওয়াকআউট করে। প্রধান বিরোধী জোট ৪১ বার এবং স্বতন্ত্র সদস্য ফজলুল আজিম একা ১৩ বার অধিবেশন থেকে বিভিন্ন কারণের প্রেক্ষিতে ওয়াক আউট করেন। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ করা যায় তা নিম্নরূপ:

- রাষ্ট্রপতির ভাষণের প্রতিবাদ
- মন্ত্রী এবং সরকারি দলের সদস্যদের বক্তব্যের প্রতিবাদ
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠনের ওপর প্রতিবাদ
- প্রধান বিরোধী জোটের আসন বিন্যাস যথোপযুক্ত না হওয়ার প্রতিবাদ
- সরকারি দলের সদস্যদের অসৌজন্যমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদ
- বিল সংক্রান্ত বিষয়ে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন এবং বক্তব্য প্রদানের সময় বরাদ্দ না পাওয়ার প্রতিবাদ
- বিল পাসের প্রতিবাদ
- পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য দিতে না দেওয়ার প্রতিবাদ
- মন্ত্রীদের অনুপস্থিতির বিষয়ে প্রতিবাদ
- প্রধান বিরোধী দলের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বিল পাস করার প্রতিবাদ

৩.৫ কোরাম সংকট

সংসদে অধিবেশন শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পর অধিবেশন কক্ষে সদস্যদের দেরিতে উপস্থিত হওয়ার কারণে কোরাম সংকট হয়। সার্বিকভাবে এ ১৯টি অধিবেশনে মোট ২২২ ঘন্টা ৩৬ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়। অর্থাৎ প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ৩২ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়। সংসদ শুরুর নির্ধারিত সময় থেকে শুরুর সময় এবং নামাজ বিরতির পর নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় যুক্ত করে কোরাম সংকটজনিত সময় প্রাক্কলন করা হয়। প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী সংসদ পরিচালনা করতে প্রতি মিনিটে গড়ে প্রায় ৭৮ হাজার টাকা খরচ হয়।[২২] এ হিসাবে প্রথম থেকে ঊনবিংশতিতম অধিবেশন

---

[২০] ৬ষ্ঠ সংসদের অধিবেশন কেবল চারদিন স্থায়ী ছিলো বিধায় তা এই চিত্র থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তথ্যসূত্র: *পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, জালাল ফিরোজ।

[২১] সংসদ সদস্য হিসেবে একজন সংসদ সদস্য মাসিক ভিত্তিতে সম্মানী ২৭,৫০০ টাকা, আপ্যায়ন ভাতা ৩,০০০ টাকা, নির্বাচনী এলাকা ভাতা ৭,৫০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ৭০০ টাকা, টেলিফোন বিল ৭,৮০০ টাকা, নির্বাচনী এলাকায় অফিস খরচ ৯,০০০ টাকা, গাড়ি ভাতা ৪০,০০০ টাকা এবং অন্যান্য (লন্ড্রি, ভ্রমন ভাতা ইত্যাদি) খরচ বাবদ ১১,২৫০ টাকা পেয়ে থাকেন। সংসদে অধিবেশন চলাকালীন দৈনিক প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা, নির্বাচনী এলাকার জন্য থোক বরাদ্দ এবং বীমা বাবদ প্রাপ্য ভাতা এই প্রাক্কলনে সংযোজন করা হয়নি। সংসদ সদস্য হিসেবে মোট যে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন তার ভিত্তিতে প্রাক্কলিত একজন সংসদ সদস্যের এক দিন অনুপস্থিতি বা বর্জনের অর্থমূল্য ন্যূনতম প্রায় ৩,৫৫৮ টাকা। এ হিসেবে বিরোধিজোটের প্রথম থেকে উনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ বর্জনের (৩৪২ কার্যদিবস) মোট অর্থমূল্য প্রায় ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা।

[২২] সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাব করতে জাতীয় সংসদের ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য

পর্যন্ত কোরাম সংকটে ব্যয়িত মোট সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ১০৪ কোটি ১৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা এবং প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকটের সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ২৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা।

৩.৬ আইন প্রণয়ন কার্যক্রম

নবম সংসদের ১৯টি অধিবেশনে ৪১৮টি কার্যদিবসে মোট ২৭১টি বিল পাস করা হয়েছে যার ২৬৮টি সরকারি বিল এবং ৩টি বেসরকারি বিল। আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট প্রায় ১০৯ ঘন্টা ৪৪ মিনিট সময় ব্যয় করা হয় যা অধিবেশনগুলোর ব্যয়িত মোট সময়ের ৮.২ শতাংশ। এই সময়ের মধ্যে সংসদ সদস্যরা ২৭ ঘন্টা ৩৬ মিনিট বিভিন্ন বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী সম্পর্কে বক্তব্য দেন যা আইন প্রণয়নে ব্যয়িত মোট সময়ের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ।[২৩]

চিত্র ৪: আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সদস্যদের অংশগ্রহণের সময়ের শতকরা হার

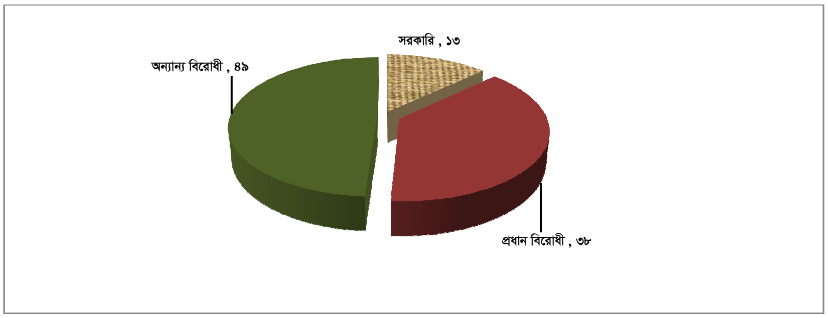

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে উত্থাপিত বিলসমূহের ক্ষেত্রে মোট ১৫ জন সংসদ সদস্য বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং ৫৩ জন সংসদ সদস্য বিলের ওপর সংশোধনী বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ১ জন অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য, ৬ জন প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য এবং ৩ জন সরকারি দলের সদস্য বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী উভয় অলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বিল উত্থাপন এবং বিলের ওপর সংসদ সদস্যদের আলোচনা এবং মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি বিল পাস করতে গড়ে সময় লেগেছে প্রায় ১২ মিনিট।[২৪]

এই সংসদের অধিবেশনগুলোতে পূর্ববর্তী সংসদের মতই সংসদ সদস্য কর্তৃক বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ হওয়ার চর্চা বিদ্যমান।[২৫] সংসদে আইন পাসের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি।[২৬] যেসকল সংশোধনী সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তার মধ্যে বিলের বিভিন্ন দফায় বাক্য পুনর্গঠন এবং সমার্থক শব্দাবলী ও বিরাম চিহ্ন সংযোজন-বিয়োজন প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথম বছরে উল্লেখ্য যে, প্রথম অধিবেশনে বিলের ওপর সংশোধনী, যাচাই-বাছাই প্রস্তাব -এর ক্ষেত্রে সরকারি দলের পাশাপাশি প্রধান বিরোধী দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। পরবর্তীতে তাদের অনুপস্থিতির কারণে তাদের দেওয়া প্রস্তাবসমূহ সংসদে উত্থাপিত-ই হয়নি।[২৭] তবে প্রধান বিরোধী দল অনুপস্থিত থাকলেও অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র সদস্য)-র অংশগ্রহণ ছিল স্বত:স্ফূর্ত।

২০১১-১২ অর্থবছরে জাতীয় সংসদের সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল প্রায় ১১৪ কোটি টাকা, সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ৪.১৮ কোটি টাকা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা ৯৫ লক্ষ টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল ৩.৩১ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছরে সংসদের মোট অধিবেশন চলে ২৩৯ ঘন্টা ৩০ মিনিট। এই হিসেবে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড় অর্থ মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৭৮ হাজার টাকা এবং প্রথম-উনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত ২২২ ঘন্টা ৩৬ মিনিট কোরাম সংকটের মোট অর্থ মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ১০৪.১৮ কোটি টাকা। এ প্রাক্কলিত অর্থমূল্য থেকে বাস্তব অর্থমূল্য আরও বৃদ্ধি পেতে পারে কারণ জাতীয় সংসদের অনুন্নয়ন ব্যয় ও বিদ্যুৎ বিল ছাড়াও সংসদ পরিচালনায় আরো কিছু সেবা খাত রয়েছে যার ব্যয় এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

[২৩] ২০০৯-১০ সালে যুক্তরাজ্যে প্রায় ৫৫% এবং ২০১৩ সালে ভারতে লোকসভায় প্রায় ৫৩% এবং রাজ্যসভায় প্রায় ৪৪% সময় আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত হয়।

[২৪] ২০০৯ সালে ভারতে লোকসভায় ৬০% বিল পাসের ক্ষেত্রে গড়ে প্রতিটি বিলে প্রায় ১-২ ঘন্টা আলোচনা করতে দেখা যায়। www.prsindia.org, *viewed on 27 May 2013*

[২৫]সংসদ অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ৩০ ডিসেম্বর ২০১১।

[২৬] পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করে এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। যেমন আমেরিকায় কোন আইন কমিটিতে আলোচনার আগে বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়া হয়। জনগণকে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ হিসেবে অনেক দেশে খসড়া আইন সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়, ই-মেইলে জনগণকে জানানো হয়, পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় বা সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে জনগণের মতামত আহ্বান করা হয়। এছাড়া ইংল্যান্ডের হাউজ অব কমন্সে আইন পাসের সময় কোন বিল সম্পর্কে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট 'লবি গ্রুপ' সেই আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের মতামত দিয়ে প্রভাবিত করতে পারে। এই লবি গ্রুপসমূহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। http://labspace.open.ac.uk/mod/resource/view.phd?id=367522 (view date - 20 January 2013)

[২৭] *দৈনিক সংবাদ*, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

৩.৬.১ *আলোচিত উল্লেখযোগ্য আইন সম্পর্কিত তথ্য*

'সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১' পাসের ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনী সংক্রান্ত বিশেষ কমিটিতে প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১১ মাসে বিশেষ কমিটির ২৭টি বৈঠক হয় যেখানে সব শ্রেণী-পেশার মানুষের বক্তব্য নেওয়ার দাবি করা হয়। সংসদে ২০১১ সালের ৮ জুন বিশেষ কমিটি ৫১টি সুপারিশসহ এর প্রতিবেদন উপস্থাপন করে যার কোনোটি গৃহীত হয়নি। অধিবেশনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর পাশাপাশি সরকারি পক্ষের দল থেকে আরও ৯ জন বিলের ৫১টি দফায় ৬৫টি সংশোধনী প্রস্তাব করলেও তা সংসদে কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। শুধু স্বতন্ত্র প্রার্থীর ভোটটিই বিভক্তি ভোটের সময় বিপক্ষে পড়েছে। আলোচনার প্রেক্ষিতে আইনটি প্রায় ৪ ঘন্টা সময়ে পাস করা হয়।

উল্লেখযোগ্য কিছু বিল যেমন- 'দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১১' প্রায় ১৮ মিনিট, 'তথ্য অধিকার বিল, ২০০৯' প্রায় ৩মিনিট, 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিল, ২০১০' প্রায় ১৫ মিনিট, 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ২০০৯' প্রায় ১১ মিনিট এবং 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) বিল, ২০১৩' প্রায় ৪ মিনিট, 'আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী দ্রুত বিচার (সংশোধন) বিল, ২০১০' প্রায় ৫ মিনিট, 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) বিল, ২০১১' এবং 'উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১১' প্রায় ১০ মিনিট সময়ে পাস করা হয়। ''সংসদ সদস্যদের আচরণ বিধি বিল, ২০১০" যা পাসের জন্য স্থায়ী কমিটি কর্তৃক ২০১১ সালের ২৪ মার্চ সুপারিশ করা হলেও নবম সংসদ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত পাস হওয়ার জন্য উত্থাপনের অপেক্ষমান তালিকায় থাকলেও এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি হতে দেখা যায়নি।

৩.৬.২ *বাজেট আলোচনা*

বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত মোট সময় প্রায় ২৮৯ ঘন্টা ৫৭ মিনিট যা মোট সময়ের প্রায় ২১.৮%। এই ১৯টি অধিবেশনে মোট ৩১৮ জন সদস্য এক বা একাধিক বাজেট অধিবেশনে আলোচনায় অংশ নেন, ৩২ জন সদস্য (প্রায় ৯%) কোন বাজেট অধিবেশনে-ই আলোচনায় অংশ নেননি। ৫টি অধিবেশনেই বাজেটের ওপর আলোচনার সুযোগ পান ৯১ জন সদস্য, এদের মধ্যে ৯০ জন সরকারি দলের এবং স্বতন্ত্র সদস্য একজন। প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জন করলেও শেষ বাজেট অধিবেশনে প্রধান বিরোধী জোটের ৩৩ জন সদস্য বাজেট আলোচনার বিভিন্ন পর্বে অংশগ্রহণ করেন। তবে প্রধান বিরোধী জোটের বাজেট আলোচনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন, প্রতিপক্ষ দলের সদস্যদের বক্তব্যের সমালোচনা ও প্রতিবাদ, সংসদের বাইরে তাদের দলের নেতা-কর্মীদের ওপর সরকারের আচরণের বিবরণ এই বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। বাজেট আলোচনায় খাত ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, সংশোধনী প্রস্তাব, নতুন পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত অর্থ বছরগুলোর ব্যর্থতা প্রসঙ্গসমূহ আলোচনা প্রাসঙ্গিক বিষয় সংশ্লিষ্টতার ইতিবাচক প্রতিফলন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সদস্যদের বক্তব্যে বাজেট সম্পর্কিত মূল আলোচনার বাইরে দলীয় প্রশংসা, প্রতিপক্ষ দলের সমালোচনা এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ পূর্বের মত বিদ্যমান রয়েছে।

৩.৭ সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা

সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সদস্যরা বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশ্ন, নোটিস উপস্থাপন, জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন, সাধারণ আলোচনা পর্বগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৯-১৩ সালের ১৯টি অধিবেশনে মোট ৩২১জন সংসদ সদস্য এই পর্বগুলোর কোন না কোন পর্বে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ২৯ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ১ জন অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র) সদস্য। সরকারি দলের ৩ জন সদস্য সকল পর্বে অংশ নেন। ৬টি পর্বে অংশ নিয়েছেন এমন সদস্য সংখ্যা ১৬ জন। সর্বনিম্ন ১টি পর্বে অংশ নিয়েছেন এমন সদস্য ৪১ জন। মোট ২৯ জন সদস্য (৮.৩%) কোন পর্বের আলোচনায় অংশ নেননি।

৩.৭.১ *প্রশ্নোত্তর পর্ব*

১৯টি অধিবেশনের মধ্যে ষষ্ঠ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়নি। ৪৭টি কার্যদিবসে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ব্যয়িত সময় প্রায় ৩৮ ঘন্টা ০৭ মিনিট। সরকারি দলের সদস্যরা মূল প্রশ্ন করেন ৯৯টি এবং সম্পূরক প্রশ্ন করেন ২৬১টি। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ৩টি মূল প্রশ্ন এবং ৮টি সম্পূরক প্রশ্ন করেন। অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য কর্তৃক ১০টি মূল প্রশ্ন এবং ১৬টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়।

এই পর্বে যে বিষয়গুলো নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সদস্যরা প্রশ্ন করেন তার মধ্যে, বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো যেন ভারতীয় অনুষ্ঠান প্রচার করতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, উত্তরাঞ্চলে সেচের জন্য বিদ্যুত সুবিধা চালু করা, খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য কৃষি পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, দেশের ভিতরে গ্যাস অনুসন্ধানকারী বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানির গ্রহণযোগ্যতা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদেরকে চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সমুদ্রবন্দরের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা, বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধারে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি অবহিত করা, বেসরকারি টিভি চ্যানেল জঙ্গীবাদকে মদদ দিলে সরকার কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত অবগত করা, দ্রুততম সময়ে পুঁজিবাজার সম্পর্কিত মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ আদালত গঠন করা, পুঁজিবাজার আধুনিকায়নে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা, গৃহহীন জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহায়ন প্রকল্প, সুশিক্ষিত জাতি গঠনে গৃহীত পদক্ষেপ, বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প কারখানা চালু, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, পররাষ্ট্র নীতি, ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মেগাসিটি উন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ, দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, শিশু শ্রম বন্ধে করণীয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত পরিকল্পনা, পদ্মা সেতু প্রকল্পের বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ, নদীর

নাব্যতা বৃদ্ধিকল্পে পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা, জঙ্গীবাদ, বিডিআর বিদ্রোহ, দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক চিত্র, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেতু ও রাস্তা নির্মাণ, আন্তর্জাতিকভাবে জামদানী শাড়ী রপ্তানি পরিকল্পনা, সীমান্তে হত্যাকান্ডের বিষয়ে পদক্ষেপ, ঢাকা-কে বিশ্ব মানের শহরে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ, বেকারত্ব দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ, আর্ন্তজাতিক তহবিল থেকে প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্দ ও তাদের জন্য পরিকল্পনা, প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার জন্য গৃহীত প্রকল্প, বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোর বার্ন ইউনিটকে উন্নত করার পরিকল্পনা, পোশাক শিল্পের প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন দূতাবাসে কর্মকর্তা নিয়োগ, রূপপুর আণবিক শক্তি প্রকল্পের সফলতা, সরকারি অফিসে দুর্নীতিপ্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা, সুন্দরবনের রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ ও এর প্রতিবাদে আন্দোলন, আমদানি ও রপ্তানি খাতে সরকারের সফলতা, ন্যূনতম মুজরির্বোড নির্মাণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯টি অধিবেশনে নির্ধারিত মোট ৩৮৯ কার্যদিবসের মধ্যে ২১৭ কার্যদিবস বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রীরা সরাসরি প্রশ্নোত্তর দেন। বাকি ১৭২ কার্যদিবস সদস্যদের প্রশ্নসমূহ টেবিলে উপস্থাপিত হয়। মন্ত্রীদের কাছে মোট ১৩৮৬টি মূল প্রশ্ন এবং ৪৩৯২টি সম্পূরক প্রশ্ন সরাসরি উত্থাপন করেন। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ২৩টি মূল প্রশ্ন এবং ৮৭টি সম্পূরক প্রশ্ন করেন। উল্লেখ্য অন্যান্য বিরোধী দলের স্বতন্ত্র একমাত্র সদস্য কর্তৃক মোট ২৬টি মূল প্রশ্ন এবং ৪১টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

মোট ৪০টি মন্ত্রনালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরাসরি মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এদের মধ্যে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা মোট ২৬টি এবং অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র) সদস্য ১৭টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রীদের কাছে সরাসরি উপস্থাপন করেন। পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে বেশী (৪৭৮টি) প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে স্বরাষ্ট্র (৪০৮টি), যোগাযোগ (৩৭১টি), বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ এবং অর্থ (৩৬৮টি), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (৩৬০টি, শিক্ষা (৩৩৫টি), অর্থ (৩২৮), পানি সম্পদ (৩১০টি) উল্লেখযোগ্য।

৩.৭.২ *সিদ্ধান্ত প্রস্তাব*

বিধি ১৩১ অনুযায়ী উত্থাপিত ও আলোচিত মোট ১২৮টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মধ্যে ১২৩টি প্রস্তাব উত্থাপনকারীদের সম্মতিক্রমে অন্যান্য সংসদ সদস্যদের কণ্ঠভোটে প্রত্যাহৃত হয়। প্রথম অধিবেশনে ২টি, চতুর্থ অধিবেশনে ১টি এবং দ্বাদশ অধিবেশনে ২টি মোট ৫টি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলো হল -

- বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধা নয় এমন ব্যক্তিদের মুক্তিযোদ্ধা তালিকা হতে নাম বাদ দিয়ে প্রকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা
- দেশের চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের দ্রুত বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা
- সংসদ বাংলাদেশ নামে টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন করা
- যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্য যারা বাঁধাগ্রস্থ করছে তাদের বিরূদ্ধে সংসদে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিধি বিধান গ্রহণ করা
- দেশের সকল উপজেলা সদরে অন্তত একটি করে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করা।

প্রত্যাহৃত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক যেসব কারণ উল্লেখ করা হয় তা হল - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিকল্পনা ইতোমধ্যে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যার ফলে পর্যায়ক্রমে সেগুলো বাস্তবায়িত হবে, একটি স্থানে একই রকম প্রতিষ্ঠান করা যুক্তিযুক্ত নয়, কিছু প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন, পরবর্তীতে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং বিগত সরকারের আমলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করে পরবর্তীতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান।

৩.৭.৩ *জনগুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ নোটিস*

কার্যপ্রণালী বিধি ৭১-এ মোট ৭৩৮০টি নোটিস দেওয়া হয় যার মধ্যে ৬২০৫টি সরকারি দলের, ৯৯৮টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ১৬২টি অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র) সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত হয়। নোটিসগুলোর মধ্যে ৪৪২টি নোটিস আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। গৃহীত নোটিসগুলোর মধ্যে ৪১৯টি নোটিস সরকারি দলের, ১৩টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ১০টি অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত। গৃহীত নোটিসের মধ্যে ২৮৪টি নোটিস ১২৬ জন সদস্য কর্তৃক সংসদে আলোচিত হয় এবং মন্ত্রীরা সরাসরি সেগুলোর উত্তর দেন। নোটিসের বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক নোটিস (৩৫টি) যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত।

বিধি ৭১ (ক) অনুযায়ী যেসকল নোটিস গ্রহণ করা হয়নি তার মধ্যে মোট ২২৫৪টি নোটিসের ওপর মোট ২৭১ জন সদস্য প্রায় ১০৫ ঘন্টা ৪৯ মিনিট তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এদের মধ্যে ২৫ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ৬৬টি নোটিস এবং ১ জন অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য ১৮টি নোটিস সম্পর্কে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত নোটিসের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী (৩৩০টি)।

এছাড়া বিধি-৬৮ অনুযায়ী জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় 'যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষার জন্য মাননীয় বিরোধীদলীয় নেত্রী রোড মার্চের নামে সারাদেশে যে মিথ্যাচার ও আইন বহির্ভূত কাজে লিপ্ত হয়েছেন তা নিবারণ' প্রসঙ্গে

আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিধান থাকলেও পূর্ববর্তী অধিবেশনগুলোর মতই এ পর্যন্ত কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক আলোচনা হয়নি। [২৮]

৩.৭.৪ সাধারণ আলোচনা

সাধারণ আলোচনার বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় ২য় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (খসড়া) এবং জাতীয় শিক্ষানীতি সংশ্লিষ্ট জাতীয় বিষয় আলোচনা করা হয় যা আলোচ্য সময়ের প্রেক্ষাপটে ইতিবাচক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩.৭.৫ মুলতবি প্রস্তাব

মোট ৯১৭টি মুলতবি প্রস্তাবের নোটিস দেওয়া হলেও প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অনুপস্থিতি এবং স্পিকার বিধিসম্মত মনে না করার কারণে বাতিল হয়ে যায়।

সার্বিভাবে দেখা যায় সংসদের মূল তিনটি কাজের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব ও তদারকি নিশ্চিত করার জন্য সরকারি দলের পাশাপাশি প্রধান বিরোধী দলের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে তাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটেনি।

৩.৭.৬ অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডার

১৯১টি কার্যদিবসে অনির্ধারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত ৩০৪টি বিষয়ের ওপর প্রায় ৬৯ ঘন্টা ৫৪ মিনিট আলোচনা করা হয়। আলোচনায় ১১৯ জন সদস্য (সরকারি দলের ১০৩ জন, প্রধান বিরোধী দলের ১৪ জন এবং অন্যান্য বিরোধী ২ জন) অংশগ্রহণ করেন। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সরকারি দলের মধ্যে একজন সদস্য সর্বোচ্চ ৫৬টি বিষয়ের ওপর পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য দেন।

অনির্ধারিত আলোচনার আলোচ্য বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সংসদে বিরোধী দলের অংশগ্রহণের জন্য স্পিকার ও সরকারি দলের সহযোগিতা আহ্বান, সংসদে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহারের প্রতিবাদ, জাতীয় ইস্যুভিত্তিক আলোচনা, আন্তর্জাতিক চুক্তি, দেশের সমসাময়িক পরিস্থিতি, নিজ দলের গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা, প্রতিপক্ষ দলের কার্যক্রমের সমালোচনা ও প্রতিবাদ এই বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। উল্লেখ্য, সংসদের ভিতরে এবং বাইরে সদস্যদের আচরণ এবং অশালীন ও অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গ এই পর্বে আলোচ্য বিষয় থাকলেও সেই আলোচনাতেও অসংসদীয় ও অশালীন ভাষা ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের সমালোচনার চর্চা অব্যহত ছিল।

৩.৭.৭ জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

নবম সংসদে ৫৩টি কমিটি ও ১৮৩টি উপকমিটি গঠন করা হয়। সংবিধান সংশোধনকল্পে ১টি বিশেষ কমিটি এবং ১টি খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যা পরে বিলুপ্ত করা হয়। ৫৩টি কমিটি মোট ২০৪৩টি এবং ১৮৩টি উপ-কমিটি ৬৫০টি বৈঠক করে। সর্বোচ্চ ১৩২টি বৈঠক করে সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি। ১৩টি কমিটি কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী মাসে একটি করে বৈঠক করতে সক্ষম হয়।

৪৫টি কমিটি ১০১টি প্রতিবেদন দিয়েছে। ২২টি কমিটির প্রাপ্ত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী গঠিত হওয়ার পর থেকে ৪৯৩৫টি সুপারিশ করে। ১৭৮৭টি (৪৩.১৭%) সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে। ২৩টি কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। সুপারিশ বাস্তবায়নের হার সর্বোচ্চ (প্রায় ৭৯.৭%) লাইব্রেরী সম্পর্কিত এবং সর্বনিম্ন (প্রায় ১.১৪%) ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির। সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সুপারিশ বাস্তবায়নের হার প্রায় ৬৪% এবং মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যে বাস্তবায়িত প্রায় ৩২%। সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা বা বাধ্যবাধকতা না থাকা কমিটির কার্যকরতায় সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করে।

কমিটির বৈঠকে সদস্যদের উপস্থিতি সম্পর্কিত ২৪টি কমিটির প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, ২৪টি কমিটির প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, সার্বিক গড় উপস্থিতি ৬৩%। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতির গড় হার সবচেয়ে বেশী (৯২%) এবং সর্বনিম্ন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটিতে ৪০%।

২০টিরও অধিক কমিটির (যেমন নৌপরিবহন, যোগাযোগ, বস্ত্র ও পাট, বাণিজ্য) সদস্যদের বিরুদ্ধে কমিটির সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ পাওয়া যায়। দুর্নীতি সম্পর্কিত তদন্তে বিমানের দুর্নীতি, পরিবেশ রক্ষা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য খসড়া কৌশলপত্র প্রণয়ন, পূর্ববর্তী স্পিকারের অনিয়ম ও দুর্নীতি, বিআরটিএ'র অনিয়ম ও দুর্নীতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে পুনর্গঠিত দুদকের যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্য তৎকালীন চেয়ারম্যান, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও তৎকালীন সচিবকে নোটিশ পাঠিয়ে তলব করে।

[২৮] উল্লেখ্য, নবম জাতীয় সংসদ চলাকালীন সরকারের সময় ৩৭টি দেশের সাথে মোট ১৩৮টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক ও প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে। সূত্রঃ *Bangla News 24.com,* ৬ মার্চ ২০১৩।

১০টি কমিটি (মৎস্য ও পশু; কৃষি; শ্রম; সমাজকল্যাণ; শিক্ষা; বিদ্যুত ও জ্বালানী; আইন, বিচার ও সংসদ; সরকারি প্রতিশ্রুতি; বাণিজ্য এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি) এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইউএসএইড, ইউকেএইড এবং ইউএনডিপি'র অর্থায়নে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করে বৈঠক করেছে। শুধু মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কমিটি সরকারি অর্থায়নে বৈঠক আয়োজন করে।

স্থায়ী কমিটিগুলোর সভায় গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার না থাকায় এবং কমিটির প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয় থেকে প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় কমিটি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়না।

৩.৭.৮ রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় প্রায় ২২০ ঘন্টা ৭ মিনিট সংসদ সদস্যরা বক্তব্য রাখেন যা মোট সময়ের ১৬.৫%। ২৯৯ জন কোন না কোন অধিবেশনে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ পান (প্রধান বিরোধী দলের ৩১ জন, সরকারি দলের ২৬৫ জন এবং অন্যান্য বিরোধী (এলডিপি) ও স্বতন্ত্র সদস্য সহ ৩ জন)। সরকারি ও বিরোধী উভয় দল জাতীয় সমস্যাগুলোকে (দুর্নীতি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সমস্যা ইত্যাদি) রাজনীতিকীকরণ করে এক দল আরেক দলকে আক্রমণ করার জন্য ব্যবহার করেন। সংসদ নেতা এবং বিরোধীদলীয় সংসদ নেতার বক্তব্যে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কিছু অংশ ছাড়া পুরো বক্তব্য জুড়েই প্রাধান্য পেয়েছে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের কার্যক্রমের সমালোচনা, নিজের দলের সরকারের আমলের প্রশংসা এবং অন্য দলের শাসনামলের কার্যক্রমের ব্যর্থতার সমালোচনা। সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়ের বাইরে আলোচনার পরিধি ছিল অনেক বেশি। এমনকি কেউ কেউ তাদের জন্য বরাদ্দ পুরো সময়টাই ব্যয় করেন তাদের নির্বাচনী এলাকা সংশ্লিষ্ট বক্তব্য, বিরোধী দলের সমালোচনা ও নিজ দলের প্রশংসা করে।

সারণি ১: অধিবেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ

কার্যক্রম	মোট সদস্য	সরকারি দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র)
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	১১১	১০৩	৭	১
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	২৮৪	২৫৫	২৮	১
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১)	১০৭	১০০	৬	১
সাধারণ আলোচনা (বিধি ১৪৬, ১৪৭)	৯৬	৯৩	২	১
জন-গুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিসের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১)	১২৬	১১৭	৮	১
জন-গুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিসের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১-ক)	২৭১	২৪৫	২৫	১
জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (বিধি ৬৮)	১৪	১৪	-	-
আইন প্রণয়ন	৫৭	৩০	২৫	২
বাজেট আলোচনা	৩১৮	২৮২	৩৩	৩
অনির্ধারিত আলোচনা	১১৯	১০৩	১৪	২
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	২৯৯	২৬৫	৩১	৩

সামগ্রীকভাবে অধিবেশনের সকল কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২ জন সদস্য (নাটোর-৪, নেত্রকোণা-৪) কোন পর্বে অংশ নেননি।

৩.৮ সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশের বেশী সময় উপস্থিত প্রায় ৪৫.৭ % নারী সদস্য (সরকারি দলের ৫১.৬ শতাংশ)। সংসদ বর্জনের কারণে প্রধান বিরোধী দলের নারীদের সকলের উপস্থিতি ছিল মোট কার্যদিবসের এক-চতুর্থাংশ বা তার কম। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে ২১ জন নারী সদস্য ৬০টি প্রশ্ন করতে প্রায় ৫৪ মিনিট ব্যয় করেন যা এই পর্বে প্রশ্ন করার মোট সময়ের ১২%। প্রশ্নের বিষয়বস্তুর মধ্যে অবকাঠামো, প্রশাসন ও নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ৪৯ জন নারী সংসদ সদস্য ১০৫০টি প্রশ্ন উত্থাপন করতে প্রায় ১০ ঘন্টা ৩৪ মিনিট সময় নিয়েছেন যা প্রশ্ন করায় ব্যয়িত মোট সময়ের ১৩.৯%। সর্বোচ্চ (৯৬টি) প্রশ্ন করা হয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত, এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৬৫টি এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৬২টি।

৭১ বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ ৫৬টি গৃহীত নোটিস (সর্বোচ্চ ৭টি করে নোটিস স্বরাষ্ট্র এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট)-এর ওপর আলোচনা হয়। ৭১-ক বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ ৫৮২টি নোটিস (সর্বোচ্চ নোটিস ৬১টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত) আলোচিত হয়।

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে সংসদে সংশ্লিষ্ট আইন উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা, বিল উত্থাপন ও পাসের অনুমতির জন্য অংশগ্রহণ করেন। এর বাইরে অর্থাৎ কোনো আইন উত্থাপনে আপত্তি এবং এর ওপর যাচাই, বাছাই কিংবা সংশোধনে প্রস্তাব করতে ১০ জন নারী সদস্য প্রায় ২ ঘন্টা ৪২ মিনিট অংশগ্রহণ করেন। বাজেটের বিভিন্ন কার্যক্রমে আলোচনায় মোট ৬৭ জন সদস্য প্রায় ৪৩ ঘন্টা ৫৫ মিনিট অংশ নেন। এদের মধ্যে ৮ জন বিরোধী দলের সদস্য। সরাসরি নির্বাচিত ১৯ জন সদস্যদের মধ্যে ৩ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং সংরক্ষিত আসনের ৪৮ জন সদস্যদের মধ্যে ৫ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য।

উত্থাপিত ও আলোচিত মোট ১২৮টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মধ্যে ৩০টি প্রস্তাবের আলোচনায় সরাসরি আসনে নির্বাচিত ৩ জন সদস্য সহ মোট ১৭ জন নারী সদস্য অংশ নেন। অনির্ধারিত আলোচনায় ২১ জন সদস্য ৯ ঘন্টা ২৬ মিনিট অংশ নেন যেখানে ৭ জন সরাসরি নির্বাচিত। মোট ২জন প্রধান বিরোধী দলের নারী সদস্য এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় মোট ৬৩ জন সদস্য বক্তব্য রাখার সুযোগ পান, যাদের মধ্যে ১৬ জন সরাসরি নির্বাচিত (একজন প্রধান বিরোধী দলের)। সংরক্ষিত আসনের ৪৭ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য।

৪৮টি স্থায়ী কমিটিতে মোট ১২ জন নারী সদস্য রয়েছে, যাদের মধ্যে ৩ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। ছয়টি কমিটির সভাপতি হিসেবে ৪ জন নারী সদস্য[২৯] মনোনীত হয়েছেন। নবম সংসদের সপ্তদশ অধিবেশন থেকে সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য বাংলাদেশের সর্বপ্রথম নারী স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এছাড়া মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় ছাড়াও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের[৩০] দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে নারী সদস্যের ওপর।

৩.৯ স্পিকারের ভূমিকা

সভাপতি হিসেবে স্পিকার প্রায় ৭১২ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট (৫৩%), ডেপুটি স্পিকার প্রায় ৫১২ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট (৩৮.৪%) এবং সভাপতি প্যানেলের সদস্যরা প্রায় ১০৬ ঘণ্টা ১৪ মিনিট (৮%) দায়িত্ব পালন করেন।

সদস্যদের অসংসদীয় ও অশালীন ভাষার ব্যবহার বন্ধে মাননীয় স্পিকারের রুলিং এবং দল-মত নির্বিশেষে সকল সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সহযোগিতা ও সহনশীল আচরণ আহ্বান ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যদের সংসদে উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতিতে সরকারি দলের সদস্যদের অসংসদীয় শব্দের ব্যবহার কিংবা বিরোধী দলের সদস্যদের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখার প্রেক্ষিতে অনেক সময় স্পিকারকে নীরব থাকতে দেখা যায়। সংসদীয় কার্যপ্রক্রিয়ায় বৈদ্যুতিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার প্রবর্তন সংসদ পরিচালনায় স্পিকারের সহায়ক হয়েছে। তবে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার উভয়ই সরকার দলীয় হওয়ায় সংসদ পরিচালনার সময় দলীয় প্রভাবমুক্ত থাকার সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম থাকে।

৪. উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

৪.১ ইতিবাচক দিক

- নবম সংসদে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার অষ্টম সংসদের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩% হয়েছে।
- বাজেট আলোচনায় খাত ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, সংশোধনী প্রস্তাব, নতুন পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত অর্থবছরগুলোর ব্যর্থতা প্রসঙ্গে আলোচনা বিষয় সংশ্লিষ্টতার ইতিবাচক প্রতিফলন।
- প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস ইত্যাদি পর্বে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে উল্লেখযোগ্য; সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে বেশি।
- স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে বরাদ্দকৃত সময়ের মধ্যে বক্তব্য উপস্থাপনের চর্চা দেখা যায়, ফলে প্রশ্নোত্তর পর্ব, আইন প্রণয়ন, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে দলীয় প্রশংসা, বিরোধী পক্ষের সমালোচনা, অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার সুযোগ হ্রাস পেয়েছে।
- ৭০ অনুচ্ছেদের প্রতিবন্ধকতা স্বত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ আলোচনায় সরকার দলীয় সদস্যদের অংশগ্রহণ।

[২৯] মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, প্রাথমিক ও গুশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং পিটিশন কমিটি।

[৩০] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কৃষি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

- অধিবেশন কক্ষের বাইরে প্রতিদিনের কার্যসূচি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শনের ফলে সংসদ কার্যক্রমের তথ্য প্রাপ্তি সদস্যদের কাছে সহজতর হওয়া।
- নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সকল সংসদীয় কমিটি গঠিত হয় যেখানে ৩টি কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে নির্বাচন করা হয়।
- কমিটির সভাপতি হিসেবে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যের দায়িত্ব পালন এবং সংসদীয় কমিটির বৈঠকে নিয়মিত অংশগ্রহণ।
- সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটির বৈঠকে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের তদারকি নির্দেশিকা অনুমোদন করা হয় যা অন্যান্য কমিটিগুলোর ক্ষেত্রেও ইতিবাচক নির্দেশনা দিতে পারবে।

৪.২ নেতিবাচক দিক

- প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জন ও এর মাত্রা সংকটজনকভাবে বৃদ্ধি। ফলে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।
- আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি আইন পাসের জন্য গড় সময় অষ্টম সংসদের প্রেক্ষিতে তুলনামূলকভাবে কম; আইন প্রণয়নে খুব কম সংখ্যক সদস্যের (নারী সদস্যসহ) অংশগ্রহণ দেখা যায়।
- সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক আলোচনা সংসদে অনুষ্ঠিত না হওয়া।
- অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের আহ্বান এবং রুলিং সত্ত্বেও একই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি।
- সংসদ অধিবেশনে কোরাম সংকট অব্যাহত, কোরামের অভাবে সংসদীয় কমিটির বৈঠক ব্যাহত।
- সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিধানের অস্পষ্টতা সংসদে সদস্যদের মতামত প্রকাশে প্রতিবন্ধক যা নবম সংসদেও অব্যহত।
- সদস্যদের বিরুদ্ধে কমিটির সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ; মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটিতে পদাধিকার বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সদস্য রয়েছেন যা কার্যপ্রণালী বিধি ১৮৮ (২) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
- সরকারি দল নির্বাচনী ইশতেহারে সদস্যদের আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করলেও নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ বা বাস্তবায়নের প্রতিফলন হতে দেখা যায়নি।
- বিরোধী দলের মধ্য থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের অঙ্গীকার ও স্পিকারের দল থেকে পদত্যাগ করার আলোচনা করলেও পরবর্তীতে সরকার থেকে তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।
- ইস্যুভিত্তিক ওয়াকআউট ছাড়া কোন দল বা জোট সংসদের সেশন বা বৈঠক বর্জন করতে পারবে না, কোনো সংসদ সদস্য সংসদের অনুমোদন ছাড়া ৩০ দিনের অধিক অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ শূন্য হবে - প্রধান বিরোধী দলের ইশতেহারে অঙ্গীকার থাকলেও নবম সংসদে মোট ৩৪২ কার্যদিবস বর্জনের মধ্য দিয়ে এর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়নি।
- বিরোধীদলীয় নেতার গঠনমূলক ভূমিকার মাধ্যমে সরকারকে সহযোগিতা করার আশ্বাস এবং সংসদে সরকারি দলের জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে জনস্বার্থে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার অঙ্গীকারের বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়নি ।
- সংসদের ওয়েবসাইটে সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি।
- সার্বিকভাবে পূর্ববর্তী সংসদের প্রেক্ষিতে নবম সংসদ কার্যক্রমের কার্যকরতার গুণগত পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়নি।

সারণি ২: অষ্টম ও নবম সংসদের প্রথম থেকে শেষ অধিবেশনের তুলনামূলক একটি বিশ্লেষণ দেওয়া হল:

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশন)	নবম সংসদ (প্রথম থেকে উনিশতম অধিবেশন)
সংসদে প্রতিনিধিত্ব	৭২% সদস্য সরকারি ও ২৮% সদস্য বিরোধী দলের।	৮৮% সদস্য সরকারি ও ১২% সদস্য বিরোধী দলের।
সংসদের বৈঠককাল	মোট কার্যদিবস ছিল ৩৭৩ এবং উক্ত কার্যবিদসে মোট ১১৮২ ঘন্টা ২৯ মিনিট সংসদ অধিবেশন চলে। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ছিল ৩ ঘন্টা ১১ মিনিট।	মোট কার্যদিবস ছিল ৪১৮ ও উক্ত কার্যদিবসে মোট ১৩৩১ ঘন্টা ৫৪ মিনিট সংসদ অধিবেশন চলে। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ছিল ৩ ঘন্টা ১১ মিনিট।
সদস্যদের উপস্থিতি	অষ্টম সংসদে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি ৫৫%। মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশের বেশী সময় উপস্থিত ছিলেন ২৫% সদস্য।	নবম সংসদে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি ৬৩%। মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশের বেশী সময় উপস্থিত ছিলেন ৪১% সদস্য।
সংসদ নেতার উপস্থিতি	মোট কার্যদিবসের ৫২.২৭% (১৯৫দিন)	মোট কার্যদিবসের ৮০.৩৮% (৩৩৬ দিন)

প্রধান বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি	মোট কার্যদিবসের ১২.০৬% (৪৫ দিন)	মোট কার্যদিবসের ২.৩৯% (১০ দিন)
প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জন	২৩টি অধিবেশনের ৩৭৩ কার্যদিবসের মধ্যে ২২৩ দিন বা ৬০% কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে।	১৯টি অধিবেশনের ৪১৮ কার্যদিবসের মধ্যে ৩৪২ দিন বা ৮১.৮১% কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে।
বিল পাস	১৮৫টি বিল পাস, ১৮৪টি সরকারি ও ১টি বেসরকারি বিল। একটি বিল পাস করতে গড় সময় প্রায় ২০ মিনিট।	২৭১টি বিল পাস, ২৬৮টি সরকারি ও ৩টি বেসরকারি বিল। একটি বিল পাস করতে গড় সময় প্রায় ১২ মিনিট।
কোরাম সংকট	মোট সময় প্রায় ২২৭ ঘন্টা। প্রতি কার্যদিবসে কোরাম সংকট ছিলো গড়ে ৩৭ মিনিট।	মোট কোরাম সংকট প্রায় ২২২ ঘন্টা। প্রতি কার্যদিবসে কোরাম সংকট ছিলো গড়ে ৩২ মিনিট।
সংসদীয় কমিটি	প্রথম অধিবেশনে মাত্র ৫টি কমিটি গঠিত, সভাপতি হিসেবে বিরোধী দল অনুপস্থিত।	প্রথম অধিবেশনেই সকল কমিটি গঠিত, ৩টি কমিটির সভাপতি বিরোধী দলের।

৫. সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবি'র সুপারিশ

৫.১ সদস্যদের উপস্থিতি সংক্রান্ত

১. সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি প্রতিহত করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করে দলীয় বা জোটগতভাবে সংসদ বর্জন নিষিদ্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে সদস্যপদ বাতিলের বিধান করা যেতে পারে।

২. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অনুপস্থিত থাকার সর্বোচ্চ সময়সীমা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে উদাহরণস্বরূপ ৩০ কার্যদিবস করার বিধান করতে হবে।

৩. বিধি অনুযায়ী সংসদ সদস্যের ছুটির আবেদন স্পিকার এবং সংসদ কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়ার চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। এ সংক্রান্ত একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

৪. অধিবেশনভিত্তিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির জন্য প্রথম দশজনকে স্বীকৃতি প্রদান এবং সর্বনিম্ন উপস্থিত এরূপ দশজনের নাম প্রকাশ করতে হবে। যুক্তিসঙ্গত কারণ সাপেক্ষে স্পিকারের অনুমতি ছাড়া পুরো অধিবেশনে অনুপস্থিত এমন সদস্যরা সদস্য হিসেবে প্রাপ্য ভাতা থেকে বঞ্চিত হবেন - এ রকম বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. সংসদ নেতা এবং বিরোধীদলীয় নেতার সংসদে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হবে।

৫.২ সংসদে সদস্যদের গণতান্ত্রিক আচরণ ও অংশগ্রহণ সংক্রান্ত

৬. সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল, ২০১০' চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৭. সংসদ সদস্যদের বক্তব্যে অসংসদীয় ভাষা পরিহার এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণু মনোভাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা অন্যদের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

৮. সংবিধান সংশোধন, সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব ও বাজেট অনুমোদন ব্যতীত অন্যান্য যেকোন বিষয়ে সদস্যদের স্বাধীন ও আত্মসমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ ও ভোটদানের সুযোগ তৈরীর জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে।

৯. আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদেরকে আরও সক্রিয় হতে হবে।

১০. আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে সংসদে আলোচনা করার বিধান কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫.৩ সংসদের কার্যদিবস ও কার্যসময় সংক্রান্ত

১১. অধিবেশনের কার্যদিবস বছরে কমপক্ষে ১৩০ দিন নির্ধারণ করতে হবে।

১২. প্রতি কার্যদিবসের কার্যসময় কমপক্ষে ছয় ঘণ্টা করতে হবে। সেক্ষেত্রে অধিবেশন বিকালের পরিবর্তে সকালে শুরু করা যেতে পারে।

১৩. সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে।

৫.৩ তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত

১৪. সংসদ অধিবেশন ও স্থায়ী কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে ও সময়মত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। সংসদের ওয়েবসাইটের তথ্য যথা সময়ে হালনাগাদ করতে হবে এবং বুলেটিনসহ বিভিন্ন প্রকাশনাকে আরও তথ্যবহুল করতে হবে।

১৫. সংসদীয় কমিটির সুপারিশসহ কার্যবিবরণী জনগণ তথা সরকারি ও বেসরকারি রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসহ সকল গণমাধ্যমে সহজলভ্য করতে হবে।

৫.৪ সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি সংক্রান্ত

১৫. জনগুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বা জনমত যাচাই করতে হবে। এক্ষেত্রে সংসদের ওয়েবসাইট, সংসদ টিভি, বেসরকারি সংস্থা কিংবা সংবাদপত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

১৬. সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রয়োজনে গণভোটের প্রবর্তন করতে হবে

৫.৫ সংসদীয় কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধিতে

১৯. কমিটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এই প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্তব্য/আপত্তি লিখিতভাবে জানাবে এমন বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

২০. সংসদীয় কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানানোর বিধান করতে হবে, এক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

২১. যেসব কমিটিতে কোনো সদস্যের অন্তর্ভুক্তির ফলে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত সদস্য মন্ত্রী হলেও তিনি সংশ্লিষ্ট আলোচনা বা ভোট দান থেকে বিরত থাকবেন এরকম বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

অধ্যায় এক

ভূমিকা

প্রসঙ্গ কথা

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানো, এবং সেই সাথে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দেওয়া। সংসদের কাজকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করেন: প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন ও তদারকি।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। সরকার গঠনের পর বিধি মোতাবেক অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলো বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ সংসদে জনগণের হয়ে বিভিন্নভাবে সরকারকে জবাবদিহি করে থাকে।[৩১] প্রশ্নোত্তর, আইন প্রণয়ন, মনোযোগ আকর্ষণ নোটিস, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, বিভিন্ন বিধিতে জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্য, সর্বোপরি সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদ নির্বাহী বিভাগের কাজের তদারকি, তত্ত্বাবধান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে।

বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে যেহেতু প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর অংশগ্রহণ ও আলোচনার মাধ্যমে সংসদে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেহেতু স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবম সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (৮৮% আসন) নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রভাব থাকলেও তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী বিরোধী দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাও তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। অন্যদিকে বিরোধী দল অর্থাৎ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকেও সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে আন্তরিক হওয়া প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার ও কার্যকর সংসদ

২০০৭ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নবম সংসদ নির্বাচনে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হয় এবং ১১ জানুয়ারি একটি নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই ১১ জানুয়ারি-পরবর্তী সরকার দুর্নীতি ও কালো টাকার প্রভাব থেকে মুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও নির্বাচনের লক্ষ্যে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় যে রাজনৈতিক সংস্কার কার্যক্রম শুরু হয় তা দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিফলিত হয়।

নবম সংসদ নির্বাচনে যদিও বিভিন্ন দল বিভিন্ন জোটের আওতায় নির্বাচন করে, কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের কাছে তাদের স্ব স্ব নির্বাচনী ইশতেহারের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দেয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সংসদকে কার্যকর করা সম্পর্কিত অঙ্গীকার সকলের নির্বাচনী ইশতেহারেই ছিল। নিম্নে প্রধান কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে কার্যকর জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি আলোচনা করা হল:

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ[৩২]

- জাতীয় সংসদকে কার্যকর ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।
- প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার সদস্য এবং সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতি বছর জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে।
- রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার দেওয়া হবে।
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, শক্তিশালী স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন ও ন্যায়পাল নিয়োগ করা হবে।

[৩১] জবাবদিহিতার অর্থ জনপ্রতিনিধিদের ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের ব্যাপারে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহি করা, সমালোচনার প্রত্যুত্তরে পদক্ষেপ নেওয়া বা তাদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা, এবং ব্যর্থতা, অদক্ষতা বা মিথ্যাচারের জন্য দায় স্বীকার করা। সূত্র: Ian McLean and Alistair McMillan (ed), *The Concise Dictionary of Politics*, New Delhi, Oxford University Press, 2006. বিস্তারিত জানতে দেখুন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা*, অক্টোবর ২০০৮।

[৩২] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮*।

- রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলা হবে। একটি সর্বসম্মত আচরণ বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- নারীর ক্ষমতায়ন, সম-অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত 'নারী উন্নয়ন নীতি' পুনর্বহাল করা হবে।
- জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা হবে।
- নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈষম্যমূলক আইন সংশোধন করা হবে।
- একটি নির্ভরযোগ্য নির্বাচন ব্যবস্থা, নিয়মিত নির্বাচন, সরকারের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হবে। সংসদকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল[৩৩]

সংসদ হবে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। সংসদকে একটি কার্যকর এবং অর্থবহ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বিএনপি নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে -

- জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো সমাধানকল্পে সংসদ বিরোধী দলের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার নীতি অনুসরণ করা।
- সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের মধ্যে গঠন করা হবে এবং বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদেরকেও স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান করা হবে।
- ইস্যুভিত্তিক ওয়াকআউট ছাড়া কোন দল বা জোট সংসদের সেশন বা বৈঠক বর্জন করতে পারবে না।
- কোনো সংসদ সদস্য সংসদের অনুমোদন ছাড়া ৩০ দিনের অধিক অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ শূন্য হবে।
- যিনি স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার হিসাবে নির্বাচিত হবেন, তিনি তার দলীয় পদ থেকে সাথে সাথে ইস্তফা দেবেন এবং সেই দলের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। বিরোধী দলের একজন মনোনীত সংসদ সদস্য ডেপুটি স্পিকার হবেন।
- নির্বাচনের পর সকল সংসদ সদস্য সরকার প্রদেয় সমস্ত সুযোগ-সুবিধা একইভাবে ভোগ করবেন এবং নির্বাচনী এলাকার জন্য সরকারের কোনো ধরনের বরাদ্দে কোনো বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করা হবে না।
- সংসদে বিরোধী দল যাতে একটি সম্মানজনক এবং কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে, সেজন্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

জাতীয় পার্টি[৩৪]

- দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক ধারা প্রবর্তন এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ফিরিয়ে আনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে জাতীয় পার্টি বদ্ধ পরিকর।
- পনের কোটি মানুষের এই সমস্যাসংকুল দেশ এককেন্দ্রিক সরকারের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে শাসন করা সম্ভব নয়। তাই দেশকে ৮টি প্রদেশে বিভক্ত করা হবে। প্রত্যেক প্রদেশে একটি প্রাদেশিক পরিষদ ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা থাকবে। প্রাদেশিক সরকারই সংশ্লিষ্ট প্রদেশের উন্নয়নসহ সার্বিক শাসন কার্য পরিচালনা করবে।
- জাতীয় নির্বাচনে প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত ভোটে আনুপাতিক হারে সংসদ সদস্য নির্বাচন করার ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।
- হরতালসহ সংঘাতময় রাজনৈতিক কর্মকান্ড বন্ধের জন্য আইন প্রণয়ন করা হবে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী[৩৫]

- সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আইনি ও নাগরিক অধিকারের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
- কোন দলীয় বা নির্দলীয় সংসদ সদস্যরা যাতে পার্লামেন্ট অধিবেশনে অনুপস্থিত থেকে সংসদকে অকার্যকর করতে না পারে সে জন্য সংসদের রুলস অব প্রসিডিওর এবং প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করা হবে।
- সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলো সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনেই গঠন করা হবে এবং এ কমিটিগুলোকে কার্যকর ও তৎপর রাখার ব্যবস্থা করা হবে।
- অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নির্বাচনী আইন, বিধিমালা ও পদ্ধতির যথোপযুক্ত সংস্কার করা হবে।

[৩৩] বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮*।

[৩৪] জাতীয় পার্টি, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮*।

[৩৫] বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮*।

- সরকারের বর্তমান কাঠামো, বিশেষ করে রাজধানী-কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন করে প্রশাসনকে ব্যাপকভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।
- সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী শক্তিশালী স্থানীয় সরকার হিসাবে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হবে।

বাস্তব ক্ষেত্রে সরকার দলীয় এবং বিরোধী দলীয় উভয় রাজনৈতিক দল ইশতেহার অনুযায়ী সংসদীয় গণতান্ত্রিক চর্চায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা যায়নি। গণতন্ত্রের একটি প্রধান শর্ত রাজনৈতিক সহনশীলতা। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলো এবং নেতৃবৃন্দের মধ্যে সহনশীল মনোভাব কমই লক্ষ করা যায়। সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অত্যন্ত জরুরি। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অবশ্যই বিরোধিতা থাকবে তবে তা অবশ্যই হবে গঠনমূলক ও ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে জনকল্যাণের জন্য। কিন্তু সংসদে বিভিন্ন কার্যক্রমের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সংসদে সংসদ সদস্যরা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রায়ই যে আক্রমণাত্মক ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করেন, তাতে জনগণ তাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির আচরণ দেখে হতাশ হয়। আবার সংসদের অভ্যন্তরীণ আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে সংসদের বাইরে হরতাল বা অন্য কোনো ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। কোনো বিলের বিষয়ে, নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে, বা অন্য যেকোনো বিষয়ে বিরোধী দল সরকারের সাথে দ্বিমত পোষণ করে ওয়াক-আউট করতে পারে, কিন্তু সংসদ বর্জন কাম্য হতে পারে না।

গবেষণার পটভূমি

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি চর্চায় সংসদীয় কার্যক্রমের অপরিসীম ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে প্রতিটি অধিবেশন পর্যবেক্ষণ করে এবং এর ২৩টি অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পর্যায়ে ছয়টি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[৩৬] এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম কার্যদিবস থেকেই সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নেয়। ইতোমধ্যে ৪ জুলাই ২০০৯ তারিখ প্রথম অধিবেশনের ওপর, ২৮ জুন ২০১১ তারিখ দ্বিতীয় থেকে সপ্তম অধিবেশনের ওপর এবং ২জুন ২০১৩ অষ্টম থেকে পঞ্চদশ অধিবেশন পর্যন্ত মোট তিনটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রতিবেদনটি নবম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে উনবিংশতিতম অধিবেশন অর্থাৎ সামগ্রীকভাবে নবম সংসদের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় জাতীয় সংসদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করা।
সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল:

- সামগ্রীকভাবে নবম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যালোচনা
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কার্যক্রমে সংসদ সদস্য ও সংসদীয় কমিটির ভূমিকা বিশ্লেষণ
- আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের ভূমিকা বিশ্লেষণ
- সংসদীয় গণতন্ত্র সুদৃঢ় করতে, সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ

তথ্যের উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি

এই প্রতিবেদনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে প্রথম থেকে উনবিংশতিতম অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচারিত কার্যক্রম। পরোক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন, সরকারি গেজেট, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য এবং প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ।

প্রথমে সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে সংসদের কার্যক্রম শুনে প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রে সংগৃহীত হয়। এতে সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে আছে কার্যদিবস সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য, কোরাম সংকট এবং সদস্যদের উপস্থিতি, অধিবেশন বর্জন, ওয়াক আউট, স্পিকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির ভাষণ, বাজেট আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস সংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ন, পয়েন্ট অব অর্ডার, বিভিন্ন বিধিতে মন্ত্রীদের বক্তব্য, সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য, সাধারণ আলোচনা, সদস্যদের সংসদীয় আচরণ সংশ্লিষ্ট তথ্য ইত্যাদি। সময় নিরূপণের জন্য স্টপওয়াচ ব্যবহার করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের সংশ্লিষ্ট সামঞ্জস্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র এবং সংসদ সচিবালয়ের তথ্যসূত্র নেওয়া হয়েছে।

গবেষণার সময়

জানুয়ারি ২০০৯ - নভেম্বর ২০১৪ সময়কালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে সবশেষ (উনবিংশতিতম) অধিবেশন পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ।

---

[৩৬] অষ্টম জতীয় সংসদের প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২২ আগস্ট, ২০০২ তারিখ। দ্বিতীয় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২ মে, ২০০৩ তারিখ। তৃতীয় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৩। চতুর্থ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১ মার্চ, ২০০৫। পঞ্চম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২৭ জুন, ২০০৬। ষষ্ঠ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ তারিখ।

অধ্যায় দুই

নবম জাতীয় সংসদের মৌলিক তথ্যাবলী

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের আদেশ বলে দেশে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সেই সরকারের অধীনে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১, ১৯৯৬ (৭ম সংসদ নির্বাচন), ২০০১ ও ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে দায়িত্ব হস্তান্তর হয়।[৩৭] মোট ৯টি সংসদের মধ্যে ৩টি সংসদ (সপ্তম, অষ্টম ও নবম) পুরো ৫বছর মেয়াদ শেষ করে।

সারণি ২.১: বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন সরকারসমূহ

সংসদ নির্বাচন	নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা
প্রথম সংসদ নির্বাচন (১৯৭৩)	স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার (মুজিবনগর সরকার)
দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৭৯)	সামরিক সরকার
তৃতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৮৬)	সামরিক সরকার
চতুর্থ সংসদ নির্বাচন (১৯৮৮)	সামরিক সরকার
পঞ্চম সংসদ নির্বাচন (১৯৯১)	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার
ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন (১৯৯৬)	অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকার
সপ্তম সংসদ নির্বাচন (১৯৯৬)	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার
অষ্টম সংসদ নির্বাচন (২০০১)	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার
নবম সংসদ নির্বাচন (২০০৮)	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার

তথ্যসূত্র: রশিদ (২০০১: ৩৪৪-৩৭৪)

নবম সংসদ সদস্যদের দল ভিত্তিক আসনবিন্যাস

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ১,৫৩৮ জন প্রার্থী সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।[৩৮] নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট ২৬২টি আসনে জয়ী হয় যার মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৩১টি, জাতীয় পার্টি ২৬টি, ওয়াকার্স পার্টি ২টি ও জাসদ ৩টি আসনে জয়ী হয়। বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ৩৩টি আসনে জয়ী হয়, যার মধ্যে বিএনপি ৩০টি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২টি ও বিজেপি ১টি আসনে জয়ী হয়। এছাড়া এলডিপি ১টি এবং চারটি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচিত হয়। উল্লেখ্য স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে নির্বাচিত চারজনের মধ্যে তিন জন পরবর্তীতে আওয়ামী লীগে যোগ দেয়। সংরক্ষিত আসনের মহাজোটের ৪০টি আসনের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৩৬টি, জাতীয় পার্টি ৪টি এবং বিএনপি'র ৫টি আসন। সরাসরি নির্বাচনে ২০ জন নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়। নবম জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত পুরুষ সংসদ সদস্যের শতকরা হার ৯৩ ভাগ এবং নারী সংসদ সদস্যের শতকরা হার ৭ ভাগ। পরবর্তীতে নবম সংসদ শেষ হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আসন শূন্য হওয়ায় উপ-নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ৫টি আসনের ৪টিতে বিএনপি;র সদস্য এবং ১টিতে স্বতন্ত্র সদস্য নির্বাচিত হন। নিম্নের সারণিতে (সারণি ২.২) বর্তমানে সংরক্ষিত নারী আসনসহ নবম সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর আসন সংখ্যা দেওয়া হল[৩৯]:

সারণি ২.২ নবম সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ও আসন সংখ্যা

রাজনৈতিক দল	নির্বাচিত	সংরক্ষিত	মোট
মহাজোট			
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৩৩	৪১	২৭৪
জাতীয় পার্টি	২৪	০৪	২৮
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	০৩	০০	০৩
বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টি	০২	০০	০২

[৩৭] ২৯ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর: অপশন ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দিন খান বলেন (সূত্র: *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ ডিসেম্বর ২০১২)।

[৩৮] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।

[৩৯] আসনভিত্তিক সংসদ সদস্যদের নাম জানতে দেখুন- www.parliament.gov.bd

চারদলীয় ঐক্যজোট			
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩২	০৫	৩৭
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	০২	০০	০২
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	০১	০০	০১
অন্যান্য			
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)	০১	০০	০১
স্বতন্ত্র	০২	০০	০২
মোট	৩০০	৫০	৩৫০

*সূত্র: বাং*লাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত সংসদ সদস্যদের দলভিত্তিক নামের তালিকা, ২৪তম সংস্করণ, ৯ অক্টোবর, ২০১৩।

নির্বাচিত সদস্যদের পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ

নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের হলফনামায় উল্লেখিত প্রধান পেশা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ শতকরা ৫৭ ভাগ সদস্য ব্যবসায়ী এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আইনজীবী শতকরা ১৪ ভাগ। এক্ষেত্রে দলভিত্তিক বিশ্লেষণে আওয়ামী লীগের শতকরা ৫৬ ভাগ, বিএনপির শতকরা ৭৩ ভাগ এবং জাতীয় পার্টির শতকরা ৫২ ভাগ সদস্য ব্যবসায়ী (চিত্র: ২.১)।

চিত্র: ২.১ নবম সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের প্রধান পেশা (শতকরা হার)

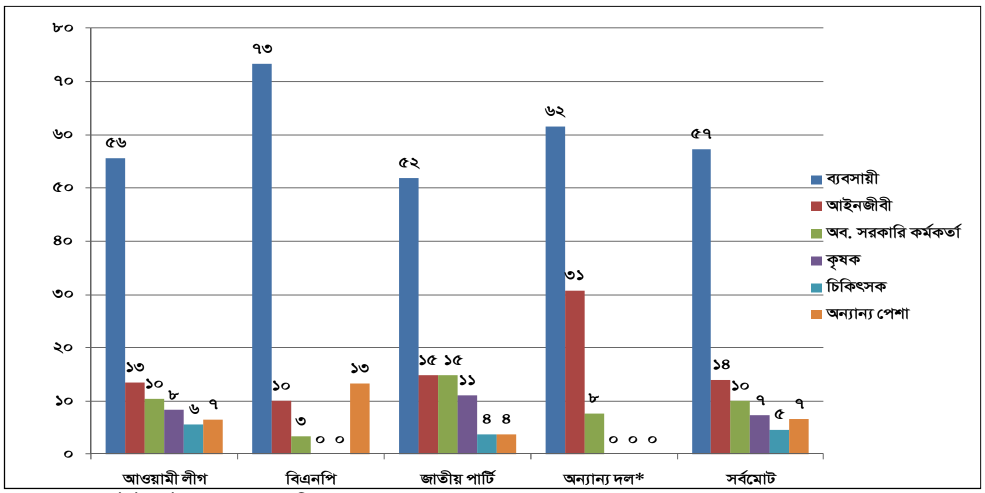

***জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, বিজেপি, এলডিপি**

বিগত কয়েকটি সংসদের সদস্যদের প্রধান পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রথম সংসদে আইনজীবীদের শতকরা হার বেশী থাকলেও ক্রমাগত তা হ্রাস পেয়ে নবম সংসদে ১৪ শতাংশে পৌছেছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের শতকরা হার প্রথম সংসদে ১৭.৫ ভাগ থাকলেও ক্রমাগত এই হার বৃদ্ধি পেয়ে নবম সংসদে শতকরা ৫৭ ভাগে দাড়িয়েছে (চিত্র: ২.২)।

চিত্র: ২.২ কয়েকটি সংসদে নির্বাচিত সদস্যের প্রধান পেশা (শতকরা হার)

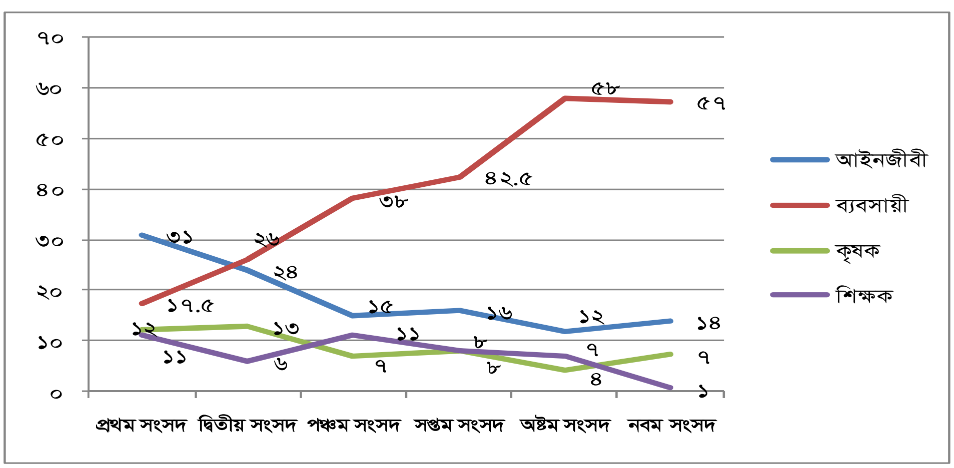

নবম সংসদের অধিবেশনের কার্যকাল

সংবিধানের ৭২ (১) এর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সব অধিবেশন আহবান করেন। নবম সংসদে প্রথম হতে উনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত মোট কার্যদিবস ছিল ৪১৮ দিন। বছরে গড় কার্যদিবস ৮৪ দিন। সবচেয়ে বেশী কার্যদিবস (৮৮ দিন) ছিল ২০১০ সালে এবং সবচেয়ে কম (৮০ দিন) ছিল ২০১১ সালে। উল্লেখ্য যুক্তরাজ্যের হাউজ অব কমন্সে ২০১২-১৩ সালে মোট কার্যদিবস ছিল ১৪৩ দিন এবং বছরে গড়ে ১৪০ কার্যদিবস।[৪০] ভারতে ২০১১ সালে লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয় আইনসভাতে বছরে গড়ে ৭৩ কার্যদিবস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[৪১] নবম সংসদ ২৫ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ২০ নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে। মোট ১৯টি অধিবেশনের মধ্যে ৫টি বাজেট অধিবেশন বসেছে। বছরে গড়ে ৪টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ১)

স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিন্ডলী নির্বাচন

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়ে কিশোরগঞ্জ-৪ আসন থেকে নির্বাচিত অ্যাডভোকেট মো. আবদুল হামিদ স্পিকার এবং শরীয়তপুর ২ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য কর্ণেল (অব.) শওকত আলী ডেপুটি স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রাষ্টপতির মৃত্যুর পর মাননীয় স্পিকারকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হলে সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী (মহিলা আসন-৩১) ৩০ এপ্রিল ২০১৩ বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ পরিচালনা করার জন্য পাঁচ সদস্যের সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন করা হয়। নবম জাতীয় সংসদের প্রথম হতে উনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ পরিচালনা করার জন্য প্রতি সংসদ অধিবেশনে মহাজোট (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ) থেকে তিন জন, মহাজোট (জাতীয় পার্টি) থেকে একজন এবং চারদলীয় ঐক্যজোট (জাতীয়তাবাদী দল) থেকে একজন সদস্য নির্বাচিত করা হয়। (পরিশিষ্ট-২)

নবম সংসদের কার্যসময় ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়

নবম জাতীয় সংসদের প্রথম হতে উনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যয়িত মোট সময় ১৩৩১ ঘন্টা ৫৪ মিনিট। নবম সংসদের ১৯টি অধিবেশনে ব্যয়িত সময় পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশী সময় ব্যয়িত হয় প্রথম অধিবেশনে এবং সবচেয়ে কম দশম অধিবেশনে।[৪২] প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল প্রায় ৩ ঘন্টা ১১ মিনিট। সবচেয়ে বেশী ২১.৮% বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত হয়। এছাড়া আইন প্রণয়নে ৮.২%, প্রতিনিধিত্ব ও তদারকি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের মধ্যে মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে তুলনামূলক বেশী ১৮.১% সময় ব্যয়িত হয়। উল্লেখ্য, ২০০৯-১০ সালে যুক্তরাজ্যে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ৫৫%, প্রশ্নোত্তর পর্বে ৮%, বিভিন্ন বিবৃতিতে ৩%, কোন বিষয় সংশ্লিষ্ট বিতর্কে ৩০% এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমে ৪% সময় ব্যয় করা হয়।[৪৩]

চিত্র ২.১: প্রথম -উনবিংশতিতম অধিবেশনে বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার

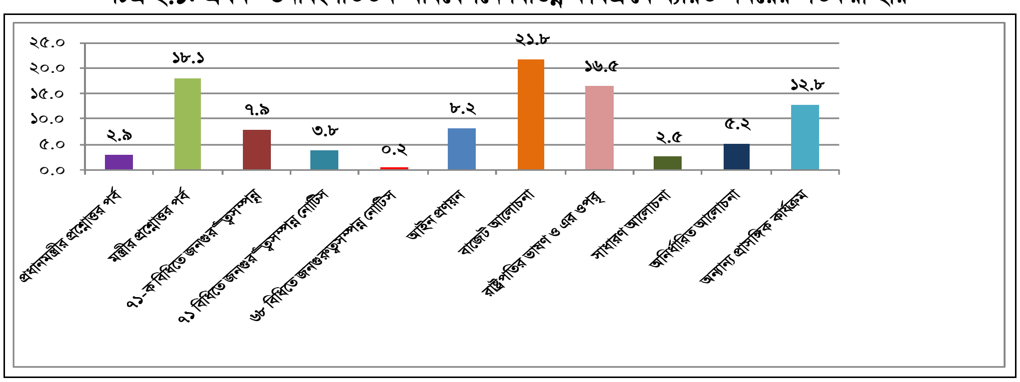

বাংলাদেশের সংসদের কার্যকাল অন্যান্য দেশের কার্যকালের তুলনায় অনেক কম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংসদের অধিবেশন সকালে শুরু হয় এবং দীর্ঘক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্সে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে প্রায় ৮ ঘন্টা[৪৪] এবং ভারতে লোকসভায় গড়ে প্রায় ৬ ঘন্টা[৪৫] সংসদ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

---

[৪০] www.publications.parliament.uk

[৪১] http://ibnlive.in.com/news/indian-parliament-at-60-years-facts--statistics viewed on 13 March 2014

[৪২] বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩।

[৪৩] 'The Work of the House of Lords 2009–10'; *www.parliament.uk/lords, viewed on 21 May 2013*

[৪৪] www.parliament.uk, *viewed on 4 February 2014*

[৪৫] www.prsindia.org, *viewed on 27 May 2013*

অধ্যায় তিন

সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরাম সংকট

সংসদকে কার্যকর করার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সংসদে জনপ্রতিনিধি অর্থাৎ সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি। এ বিষয়টি সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। টিআইবি পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায়, শতকরা প্রায় ৯৫ শতাংশ জনগণ সংসদ অধিবেশন চলাকালে সংসদে সরকারি ও বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতির প্রয়োজন আছে বলে মনে করে। এছাড়া শতকরা ৯৬ শতাংশ জনগণ মনে করে সংসদ অধিবেশন চলাকালে সংসদে সদস্যদের নিয়মিত উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।[৪৬]

সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের সার্বিক উপস্থিতি

নবম সংসদের ১৯টি অধিবেশনে সদস্যদের ৪১৮ কার্যদিবসের উপস্থিতির তথ্য বিশ্লেষণ করে সার্বিকভাবে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি সারণিতে উল্লেখ করা হলো। (সারণি ৩.১)

সারণি ৩.১: সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি[৪৭]

অধিবেশন	**গড় উপস্থিতি** (জন)
প্রথম অধিবেশন	২৪১
দ্বিতীয় অধিবেশন	২৪৮
তৃতীয় অধিবেশন	২৩৮
চতুর্থ অধিবেশন	২৩৩
পঞ্চম অধিবেশন	২১০
ষষ্ঠ অধিবেশন	২২৪
সপ্তম অধিবেশন	২২৩
অষ্টম অধিবেশন	২১৯
নবম অধিবেশন	২১৮
দশম অধিবেশন	২১৬
একাদশ অধিবেশন	২০৩
দ্বাদশ অধিবেশন	২০৯
ত্রয়োদশ অধিবেশন	২২০
চতুর্দশ অধিবেশন	২২৫
পঞ্চদশ অধিবেশন	২০১
ষষ্ঠদশ অধিবেশন	২০০
সপ্তদশ অধিবেশন	২২৬
অষ্টদশ অধিবেশন	২৩৩
উনবিংশতিতম অধিবেশন	২০৭
মোট	**২২১**

সারণিতে লক্ষ্যণীয় গড় উপস্থিতি সবচেয়ে বেশী (২৪৮ জন) ছিলো দ্বিতীয় অধিবেশনে। আর গড় উপস্থিতি সবচেয়ে কম (২০০ জন) ছিলো ষষ্ঠদশ অধিবেশনে। তবে সার্বিকভাবে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে উপস্থিত ছিলো **২২১** জন যা মোট সদস্যের ৬৩%। সার্বিকভাবে ৪১% সদস্য মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে এবং ১৪% সদস্য ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন।

[৪৬] আকরাম ও অন্যান্য, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা*, টিআইবি, ঢাকা, ২০০৯।

[৪৭] তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সরকারি দলের সদস্যদের উপস্থিতি:

সরকারি দলের সংসদ সদস্যের মধ্যে শতকরা ৪৬.৯ ভাগ সদস্য অধিবেশনের তিন-চতুর্থাংশের বেশী অর্থাৎ মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া শতকরা ৩৭.৫ ভাগ সদস্য মোট কার্যদিবসের ৫১ থেকে ৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন।[৪৮] (চিত্র ৩.১)

চিত্র: ৩.১ সংসদে সরকারি দলের সদস্যের উপস্থিতির শতকরা হার

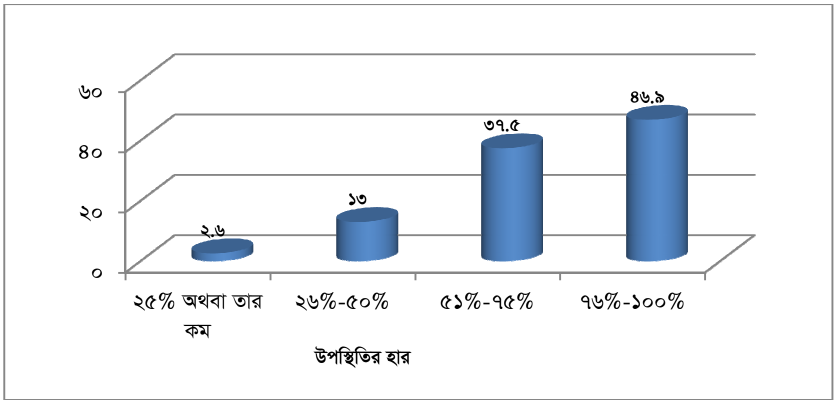

সরকারি দলের একজন[৪৯] সদস্য নবম সংসদের ১৯টি অধিবেশনের ৪১৮ কার্যদিবসের মধ্যে ৪১৭ কার্যদিবসে (৯৯.৭৬%) সংসদে উপস্থিত ছিলেন।

বিরোধী দলের সদস্যদের উপস্থিতি

প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের সকলেই ১৯টি অধিবেশনের মোট কার্যদিবসের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবস উপস্থিত ছিলেন। তবে প্রধান বিরোধী দলের বাইরে অন্যান্য বিরোধীদের মধ্য থেকে স্বতন্ত্র সদস্য[৫০] ৬৫.৫ শতাংশ কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত থেকে সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এলডিপি সদস্য[৫১] মোট ৭৪ কার্যদিবস (১৭.৭০%) উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ষষ্ঠদশ অধিবেশন থেকে স্বতন্ত্র সদস্য[৫২] ৮১ কার্যদিবসের মধ্যে মোট ৬২ কার্যদিবস (৭৬.৫৪%) উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতার উপস্থিতি

প্রথম থেকে উনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত মোট ৪১৮ কার্যদিবসের মধ্যে সংসদে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন ৩৩৬ দিন (মোট কার্যদিবসের প্রায় ৮০.৩৮%)। অন্যদিকে প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা মোট কার্যদিবসের মধ্যে ১০ দিন (প্রায় ২.৩৯%) উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য অষ্টম সংসদের মোট ৩৭৩ কার্যদিবসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ১৯৫ কার্যদিবস উপস্থিত ছিলেন যা মোট কার্যকালের শতকরা ৪৮ ভাগ এবং প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা ৪৫ কার্যদিবস উপস্থিত ছিলেন যা মোট কার্যকালের শতকরা প্রায় ১২ ভাগ।

মন্ত্রীদের উপস্থিতি

মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশ কার্যদিবসের বেশী ৩২.৭%, ৫১-৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে প্রায় ৫৩.১% এবং ২৬-৫০ শতাংশ কার্যদিবসে প্রায় ১৪.৩% মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। সংসদে বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রীদের যথাসময়ে উপস্থিত না থাকার বিষয়টি স্পিকার[৫৩] ও প্রধানমন্ত্রীর[৫৪] আলোচনায় সরাসরি প্রাধান্য পেয়েছে। স্পিকারের ক্ষোভ প্রকাশ এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বসহ আইন প্রণয়ন কার্যক্রমেও তাদের অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।[৫৫]

---

[৪৮] অষ্টম জাতীয় সংসদে ১১৩ জন সংসদ সদস্য শতকরা ৫০ ভাগ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে ১৮.১% সংসদ সদস্য মাত্র এক-চতুর্থাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। মাত্র ৭৪ জন সংসদ সদস্য ৭৬% বা এর বেশি কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। ১০৪ জন সংসদ সদস্য অর্ধেকের বেশি কার্যদিবসে অনুপস্থিত ছিলেন যাদের মধ্যে ৪৭ জন ছিলেন সরকারি দলের সংসদ সদস্য। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন তানভীর মাহমুদ, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১-২০০৬)*, টিআইবি, ২০০৭।

[৪৯] নরসিংদী-৩ আসনের জহিরুল হক ভূঞা মোহন।

[৫০] নোয়াখালী-৬ আসনের ফজলুল আজিম।

[৫১] চট্টগ্রাম-১৩ আসনের ড. অলি আহমদ বীর বিক্রম।

[৫২] টাঙ্গাইল-৩ আসনের আমানুর রহমান খান রানা।

[৫৩] দৈনিক সমকাল, ১২ অক্টোবর ২০০৯ এবং সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

[৫৪] দৈনিক যুগান্তর, ১৩ অক্টোবর ২০০৯ এবং সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

[৫৫] দৈনিক ইনকিলাব, ৩ এপ্রিল ২০১০ এবং সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

সংসদ বর্জন

জাতীয় সংসদকে সব কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু করার প্রতিশ্রুতি থাকলেও নবম সংসদের প্রথম দুইটি বছর মূলত বিরোধী দল ছাড়াই সংসদ চলে। সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের পর থেকে নবম সংসদের প্রথম দুই বছর পর্যন্ত প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক সংসদ বর্জনের ধারাবাহিক উর্ধ্বগতি লক্ষ করা যায়। পঞ্চম সংসদে এই হার ছিলো প্রায় ৩৪%, অষ্টম সংসদে তা বেড়ে হয় ৬০% এবং নবম সংসদের ৫ বছরের ১৯টি অধিবেশনে তা ৮১.৫৮%-এ দাঁড়ায়। বিগত কয়েকটি সংসদের সংসদ বর্জনের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।[৫৬] (চিত্র: ৩.২)

চিত্র ৩.২: কয়েকটি সংসদে প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের শতকরা হার

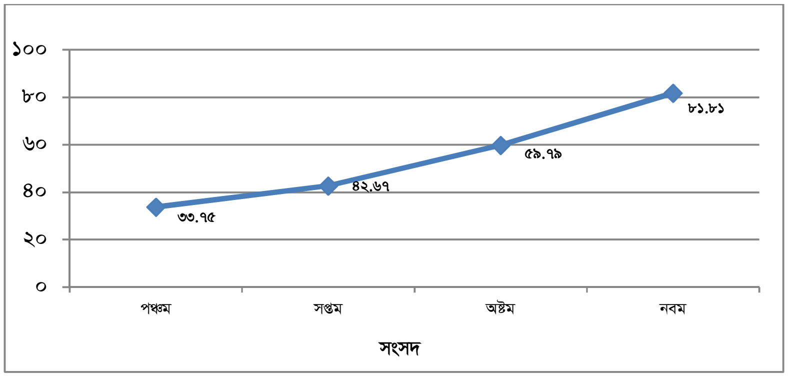

নবম সংসদের ১৯টি অধিবেশনের ৪১৮ কার্যদিবসের মধ্যে প্রধান বিরোধী দল ৩৪২ কার্যদিবস বা প্রায় ৮১.৮১% কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে। ২০০৯ সালের ২৮ জানুয়ারি প্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় কার্যদিবসে ওয়াকআউটের মধ্য দিয়ে টানা ১৭ কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে ১৯তম কার্যদিবসে সংসদে ফিরে আসে। প্রথম অধিবেশনের পর দীর্ঘ ৬৪ কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকার পর ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১০ চতুর্থ অধিবেশনে বিরোধী দল সংসদে যোগ দেয় এবং মোট ২০ কার্যদিবস উপস্থিত থাকে। পঞ্চম অধিবেশন যদিও ৩৩ কার্যদিবসের একটি দীর্ঘ অধিবেশন ছিলো তথাপি এই অধিবেশনে কেবল একদিন (১ম কার্যদিবস) উপস্থিত ছিল প্রধান বিরোধী দল। উল্লেখ্য ওই দিন তারা দুইবার ওয়াকআউট করেছিলো। এরপর দুইটি অধিবেশন তারা পুরোপুরি বর্জন করে এবং মোট ৪২ কার্যদিবস পর অষ্টম অধিবেশনে আবার সংসদে যোগদান করে। এই অধিবেশনে কেবল সাতদিন উপস্থিত থাকার পর পুনরায় পর পর তিনটি অধিবেশন তারা পুরোপুরি বর্জন করে, মোট ৭৭ কার্যদিবস পর দ্বাদশ অধিবেশনে তারা সংসদে যোগদান করে। তবে এ অধিবেশনে ৩দিন উপস্থিত থাকার পর তারা পুনরায় সংসদ বর্জন করে। এর পর ৫টি অধিবেশন (১৩,১৪, ১৫, ১৬, ১৭ তম) অতিবাহিত হলেও প্রধান বিরোধী দল সংসদে যোগ দেয়নি। দীর্ঘ ৮২ কার্যদিবস অতিবাহিত করে অষ্টাদশ অধিবেশনে যোগ দিয়ে ২১ কার্যদিবস উপস্থিত থাকে। ১৪ কার্যদিবস বর্জনের পর নবম সংসদের সর্বশেষ উনবিংশতিতম অধিবেশনে ১৩তম কার্যদিবসে মাত্র ১ দিন প্রধান বিরোধী দল উপস্থিত ছিল।

প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদের অনুমোদন ছাড়া সংসদ সদস্যরা ৩০ দিনের বেশি সংসদ বর্জন করবে না – করলে সদস্যপদ বাতিল হবে বলে উল্লেখ করে। কিন্তু আগের সংসদগুলোর মতোই নবম সংসদে প্রধান বিরোধী দল ব্যাপক হারে সংসদ বর্জন করে। প্রধান বিরোধী দলের সংসদে উপস্থিতির বছরভিত্তিক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বর্তমান সংসদ গঠিত হবার পর থেকে প্রথম চার বছরে প্রধান বিরোধী দলের সংসদে উপস্থিতি ক্রমান্বয়ে কমেছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় প্রথম বছরের তুলনায় দ্বিতীয় বছরে উপস্থিতি কম ছিলো। আবার দ্বিতীয় বছরের তুলনায় তৃতীয় বছরে উপস্থিতি এক-তৃতীয়াংশে নেমে যায় এবং চতুর্থ বছরে তা আরও কমে যায়। তবে পঞ্চম বছরে এই হার প্রথম বছরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে দেখা যায়। (চিত্র: ৩.৩)

[৫৬] ৬ষ্ঠ সংসদের অধিবেশন কেবল চারদিন স্থায়ী ছিলো বিধায় তা এই চিত্র থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তথ্যসূত্র: *পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, জালাল ফিরোজ।

চিত্র ৩.৩: প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের উপস্থিতির বছরভিত্তিক বিশ্লেষণ

(কার্যদিবসের শতকরা হার)

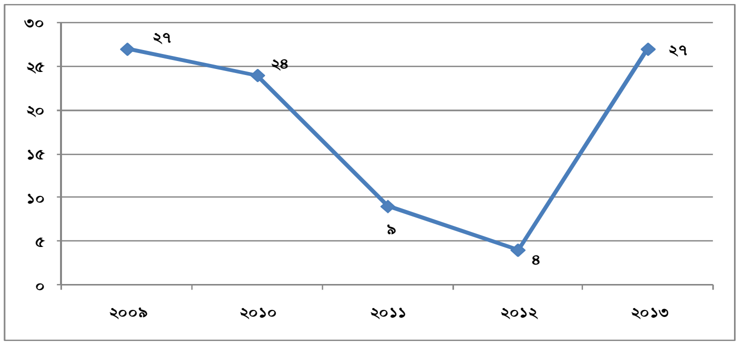

কিন্তু সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। প্রধান বিরোধী দল ২০০৯ সালের বাজেট অধিবেশনে অংশগ্রহণ না করায় তাদের অনুপস্থিতিতেই সরকারের প্রথম বাজেট পাস হয়। ২০১০ সালের বাজেট অধিবেশন (পঞ্চম অধিবেশন) প্রথম কার্যদিবসে উপস্থিত থাকলেও বাকি কার্যদিবস বিরোধী দল বর্জন করে। ফলে তাদের অংশগ্রহণ ছাড়া মহাজোট সরকারের দ্বিতীয় বাজেটও পাস হয়। এরপর একইভাবে নবম সংসদের তৃতীয় বাজেট অর্থাৎ ৯ম অধিবেশনে অনুষ্ঠিত ২০১১-১২ অর্থ বছরের বাজেট এবং চতুর্থ বাজেট অর্থাৎ ১৩তম অধিবেশনে অনুষ্ঠিত ২০১২-১৩ অর্থ বছরের বাজেট অধিবেশন প্রধান বিরোধী দল পুরোপুরি বর্জন করে। নবম সংসদের শেষ বাজেট অধিবেশন অর্থাৎ অষ্টাদশ অধিবেশনে মোট ২১ কার্যদিবস প্রধান বিরোধী দল উপস্থিত ছিল।

বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে স্পিকার অনেক বার সংসদ অধিবেশনে বিরোধী দলকে আসার আহ্বান জানান। এক্ষেত্রে একাধিকবার বিরোধী দলীয় চীফ হুইপের সাথে আলোচনা করেন এবং তাদেরকে সংসদে যোগদানের আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে একজন সংসদ সদস্যের এক দিনের অর্থমূল্য ন্যূনতম প্রায় ৩,৫৫৮ টাকা। এ হিসেবে বিরোধিজোটের প্রথম থেকে উনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ বর্জনের মোট অর্থমূল্য প্রায় ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা।[৫৭]

ওয়াকআউট

প্রথম থেকে উনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত কার্যদিবসগুলোর মধ্যে মোট ৩৮টি কার্যদিবসে প্রধান বিরোধী জোটের দলসহ অন্যান্য বিরোধী সদস্য (স্বতন্ত্র) মোট ৫৪ বার ওয়াকআউট করে। প্রধান বিরোধী জোট ৪১ বার এবং স্বতন্ত্র সদস্য ফজলুল আজিম একা ১৩ বার অধিবেশন থেকে বিভিন্ন কারণের প্রেক্ষিতে ওয়াক আউট করেন। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ করা যায় তা নিম্নরূপ:

- রাষ্ট্রপতির ভাষণের প্রতিবাদ
- মন্ত্রী এবং সরকারি দলের সদস্যদের বক্তব্যের প্রতিবাদ
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠনের ওপর প্রতিবাদ
- প্রধান বিরোধী জোটের আসন বিন্যাস যথোপযুক্ত না হওয়ার প্রতিবাদ
- সরকারি দলের সদস্যদের অসৌজন্যমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদ
- বিল সংক্রান্ত বিষয়ে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন এবং বক্তব্য প্রদানের সময় বরাদ্দ না পাওয়ার প্রতিবাদ
- বিল পাসের প্রতিবাদ
- পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য দিতে না দেওয়ার প্রতিবাদ
- মন্ত্রীদের অনুপস্থিতির বিষয়ে প্রতিবাদ
- প্রধান বিরোধী দলের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বিল পাস করার প্রতিবাদ

তবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, পঞ্চদশ এবং ষষ্ঠদশ অধিবেশনে ওয়াক আউট হতে দেখা যায়নি।

---

[৫৭] সংসদ সদস্য হিসেবে একজন সংসদ সদস্য মাসিক ভিত্তিতে সম্মানী ২৭,৫০০ টাকা, আপ্যায়ন ভাতা ৩,০০০ টাকা, নির্বাচনী এলাকা ভাতা ৭,৫০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ৭০০ টাকা, টেলিফোন বিল ৭,৮০০ টাকা, নির্বাচনী এলাকায় অফিস খরচ ৯,০০০ টাকা, গাড়ি ভাতা ৪০,০০০ টাকা এবং অন্যান্য (লন্ড্রি, ভ্রমন ভাতা ইত্যাদি) খরচ বাবদ ১১,২৫০ টাকা পেয়ে থাকেন। সংসদে অধিবেশন চলাকালীন দৈনিক প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা, নির্বাচনী এলাকার জন্য থোক বরাদ্দ এবং বীমা বাবদ প্রাপ্য ভাতা এই প্রাক্কলনে সংযোজন করা হয়নি। সংসদ সদস্য হিসেবে মোট যে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন তার ভিত্তিতে প্রাক্কলিত একজন সংসদ সদস্যের এক দিন অনুপস্থিতি বা বর্জনের অর্থমূল্য ন্যূনতম প্রায় ৩,৫৫৮ টাকা। এ হিসেবে বিরোধিজোটের প্রথম থেকে উনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ বর্জনের (৩৪২ কার্যদিবস) মোট অর্থমূল্য প্রায় ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা।

কোরাম সংকট

সংসদে অধিবেশন শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পর অধিবেশন কক্ষে সদস্যদের দেরিতে উপস্থিত হওয়ার কারণে কোরাম সংকট হয়। মন্ত্রীদের বিলম্বে উপস্থিতি প্রশ্নোত্তর পর্ব, আইন প্রণয়ন ইত্যাদি সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালনায় বাধার সৃষ্টি করে। প্রায় সকল কার্যদিবসে কোরাম সংকটের কারণে অধিবেশন বিলম্বে শুরু হয়। সার্বিকভাবে এ ১৯টি অধিবেশনে মোট ২২২ ঘন্টা ৩৬ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়। অর্থাৎ প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ৩২ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়। সারণিতে অধিবেশন অনুযায়ী কোরাম সংকটের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি ৩.২: কোরাম সংকট

অধিবেশন	**মোট কোরাম সংকট** (ঘন্টা/মিনিট)	**প্রতি কার্যদিবসে গড় কোরাম সংকটের** (মিনিট)
প্রথম অধিবেশন	২৫ ঘন্টা ১৭ মিনিট	৩৮ মিনিট
দ্বিতীয় অধিবেশন	১৩ ঘন্টা ১৪ মিনিট	৩১ মিনিট
তৃতীয় অধিবেশন	৮ ঘন্টা ১২ মিনিট	২২ মিনিট
চতুর্থ অধিবেশন	২৫ ঘন্টা ৫০ মিনিট	৩৯ মিনিট
পঞ্চম অধিবেশন	১৭ ঘন্টা ৫৫ মিনিট	৩২ মিনিট
ষষ্ঠ অধিবেশন	৬ ঘন্টা ৪৭ মিনিট	৩৭ মিনিট
সপ্তম অধিবেশন	৩ ঘন্টা ১৬ মিনিট	৩৯ মিনিট
অষ্টম অধিবেশন	১২ ঘন্টা ৪১ মিনিট	২৩ মিনিট
নবম অধিবেশন	১১ ঘন্টা ২১ মিনিট	২২ মিনিট
দশম অধিবেশন	২৯ মিনিট	৭ মিনিট
একাদশ অধিবেশন	৭ ঘন্টা ১৯মিনিট	৩৪ মিনিট
দ্বাদশ অধিবেশন	১৫ ঘন্টা ৫৮ মিনিট	২৮ মিনিট
ত্রয়োদশ অধিবেশন	১৬ ঘন্টা ৪৭ মিনিট	৩৫ মিনিট
চতুর্দশ অধিবেশন	৪ ঘন্টা ২৭ মিনিট	২৭ মিনিট
পঞ্চদশ অধিবেশন	৪ ঘন্টা ৩০ মিনিট	২৭ মিনিট
ষষ্ঠদশ অধিবেশন	১৫ ঘন্টা ১৭ মিনিট	৩৪ মিনিট
সপ্তদশ অধিবেশন	৩ ঘন্টা ৩৭ মিনিট	২৮ মিনিট
অষ্টদশ অধিবেশন	১৮ ঘন্টা ১৫ মিনিট	৪৬ মিনিট
ঊনবিংশতিতম অধিবেশন	১১ ঘন্টা ২৩ মিনিট	২৯ মিনিট
মোট	**২২২ ঘন্টা ৩৬ মিনিট**	**৩২ মিনিট**

সংসদ শুরুর নির্ধারিত সময় থেকে শুরুর সময় এবং নামাজ বিরতির পর নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় যুক্ত করে কোরাম সংকটজনিত সময় প্রাক্কলন করা হয়। প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী সংসদ পরিচালনা করতে প্রতি মিনিটে গড়ে প্রায় ৭৮ হাজার টাকা খরচ হয়।[৫৮] এ হিসাবে প্রথম থেকে ঊনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত কোরাম সংকটে ব্যয়িত মোট সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ১০৪ কোটি ১৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা এবং প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকটের সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ২৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা।

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

- নবম সংসদে সংসদ অধিবেশনে উপস্থিতির ক্ষেত্রে সরকারি দলের সদস্যদের মধ্যে ইতিবাচক অবস্থান লক্ষ করা যায়। এ বিষয়টি সবচেয়ে বেশী লক্ষ কর যায় প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের দিন অর্থাৎ প্রতি বুধবার।
- বেসরকারি সদস্যদের দিবসে সদস্যদের তুলনামূলক কম উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়।
- সার্বিকভাবে বলা যায় সরকারি দলের সদস্যদের উপস্থিতি ছিলো সর্বোচ্চ। তবে অনেক সময় দলের প্রথম সারির সিনিয়র সদস্যদেরকেও অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

[৫৮] সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাব করতে জাতীয় সংসদের ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১১-১২ অর্থবছরে জাতীয় সংসদের সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল প্রায় ১১৪ কোটি টাকা, সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ৪.১৮ কোটি টাকা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা ৯৫ লক্ষ টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল ৩.৩১ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছরে সংসদের মোট অধিবেশন চলে ২৩৯ ঘন্টা ৩০ মিনিট। এই হিসেবে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড় অর্থ মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৭৮ হাজার টাকা এবং প্রথম-উনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত ২২২ ঘন্টা ৩৬ মিনিট কোরাম সংকটের মোট অর্থ মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ১০৪.১৮ কোটি টাকা। এ প্রাক্কলিত অর্থমূল্য থেকে বাস্তব অর্থমূল্য আরও বৃদ্ধি পেতে পারে কারণ জাতীয় সংসদের অনুন্নয়ন ব্যয় ও বিদ্যুৎ বিল ছাড়াও সংসদ পরিচালনায় আরো কিছু সেবা খাত রয়েছে যার ব্যয় এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

অধ্যায় চার

আইন প্রণয়ন

সংসদের বহুবিধ কাজের মধ্যে আইন প্রণয়ন অন্যতম প্রধান কাজ। যেকোনো আইনের চূড়ান্ত বৈধতার জন্য সংসদের অনুমোদনের প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে নবম সংসদের আইন প্রণয়ন কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম সংসদের শেষ থেকে নবম সংসদের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে জরুরি প্রয়োজন বিবেচনা করে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মোট ১২২টি অধ্যাদেশ জারি করেন। এর মধ্যে ২০০৬ সালে তিনটি, ২০০৭ সালে ৪২টি, ২০০৮ সালে ৭২টি এবং ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পূর্ব পর্যন্ত ৫টি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া অবস্থায় বা অধিবেশনকাল ছাড়া রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারেন এবং এ অধ্যাদেশ সংসদের আইনের মত ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। তবে শর্ত থাকে যে, অধ্যাদেশে এমন কোনো বিধান করা যাবে না - (ক) যা সংবিধানের অধীন সংসদের আইন দ্বারা আইনসঙ্গতভাবে করা যায় না, (খ) যাতে সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হয়ে যায়, (গ) যার দ্বারা পূর্বে প্রণীত কোনো অধ্যাদেশের যে কোনো বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায়। তবে এসব প্রণীত বা জারিকৃত অধ্যাদেশের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে এবং ত্রিশ দিনের মধ্যে অনুমোদিত হতে হবে, অন্যথায় অধ্যাদেশের কার্যকরতা লোপ পাবে।[৫৯] এরই পরিপ্রেক্ষিতে নবম সংসদ নির্বাচনের পর সরকার অধ্যাদেশগুলো সরাসরি সংসদে পাস করার পরিবর্তে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন। অধ্যাদেশগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ করার জন্য বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন করা হয়। সেই অধ্যাদেশগুলো থেকে মোট ৫৪টি অধ্যাদেশ আইন হিসাবে পাস করা হয়।

আইন সংক্রান্ত কাজে ব্যয়িত সময়

নবম সংসদের ১৯টি অধিবেশনে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট প্রায় ১০৯ ঘন্টা ৪৪ মিনিট সময় ব্যয় করা হয় যা অধিবেশনগুলোর ব্যয়িত মোট সময়ের ৮.২ শতাংশ। এই সময়ের মধ্যে সংসদ সদস্যরা ২৭ ঘন্টা ৩৬ মিনিট বিভিন্ন বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী সম্পর্কে বক্তব্য দেন যা আইন প্রণয়নে ব্যয়িত মোট সময়ের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ।

সারণি ৪.১: আইন সংক্রান্ত কার্যক্রমে অধিবেশন ভিত্তিক মোট ব্যয়িত সময়

অধিবেশন	মোট ব্যয়িত সময় (ঘন্টা/মিনিট)
প্রথম অধিবেশন	১৩ ঘন্টা ৭ মিনিট
দ্বিতীয় অধিবেশন	৪ ঘন্টা ০৯ মিনিট
তৃতীয় অধিবেশন	৪ ঘন্টা ৫৯ মিনিট
চতুর্থ অধিবেশন	১৩ ঘন্টা ৫৫ মিনিট
পঞ্চম অধিবেশন	৭ ঘন্টা ৩৮ মিনিট
ষষ্ঠ অধিবেশন	৪ ঘন্টা ৫৫ মিনিট
সপ্তম অধিবেশন	৪৭ মিনিট
অষ্টম অধিবেশন	১ ঘন্টা ৫১ মিনিট
নবম অধিবেশন	৬ ঘন্টা ৫৮ মিনিট
দশম অধিবেশন	৪৭ মিনিট
একাদশ অধিবেশন	২ ঘন্টা ১৫ মিনিট
দ্বাদশ অধিবেশন	৬ ঘন্টা ৩২ মিনিট
ত্রয়োদশ অধিবেশন	৭ ঘন্টা ২৯ মিনিট
চতুর্দশ অধিবেশন	৪ ঘন্টা ৯ মিনিট
পঞ্চদশ অধিবেশন	২ ঘন্টা ৪৭ মিনিট
ষষ্ঠদশ অধিবেশন	৪ ঘন্টা ৪৩ মিনিট

[৫৯] বিস্তারিত জানতে দেখুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩।

সপ্তদশ অধিবেশন	৩ ঘন্টা ১৬ মিনিট
অষ্টদশ অধিবেশন	১০ ঘন্টা ৩১ মিনিট
উনবিংশতিতম অধিবেশন	৮ ঘন্টা ৫৫ মিনিট
মোট	**১০৯ ঘন্টা ৪৪ মিনিট**

২০০৯-১০ সালে যুক্তরাজ্যে[৬০] প্রায় ৫৫% এবং ২০১৩ সালে ভারতে[৬১] লোকসভায় প্রায় ৫৩% এবং রাজ্যসভায় প্রায় ৪৪% সময় আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত হয়।

চিত্র ৪.১: অধিবেশনভিত্তিক মোট সময়ের সাপেক্ষে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার

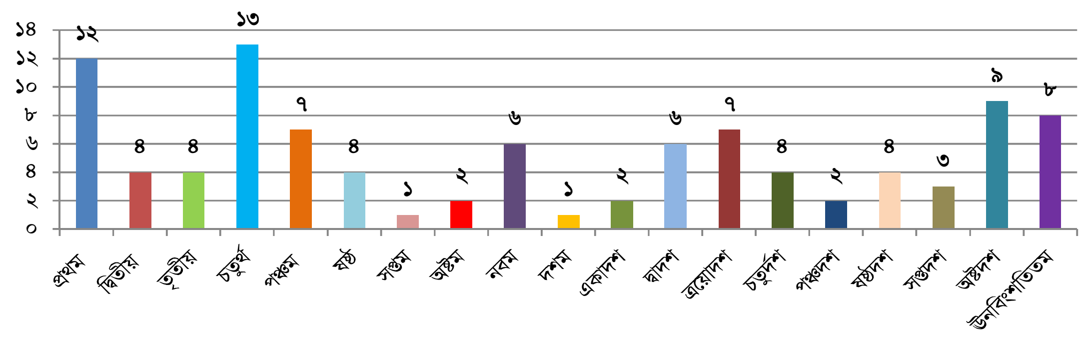

এই ১৯টি অধিবেশনে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে উত্থাপিত বিলসমূহের ক্ষেত্রে মোট ১৫ জন সংসদ সদস্য বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং ৫৩ জন সংসদ সদস্য বিলের ওপর সংশোধনী বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ১ জন অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য, ৬ জন প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য এবং ৩ জন সরকারি দলের সদস্য বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী উভয় অলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র ৪.২: আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সদস্যদের অংশগ্রহণের সময়ের শতকরা হার

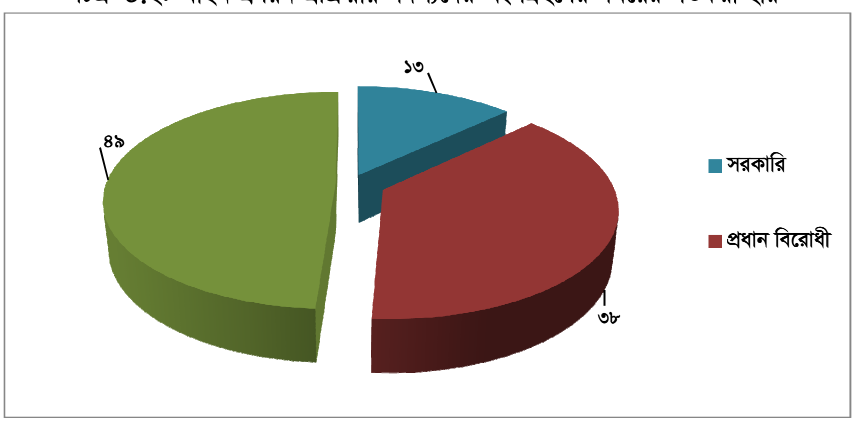

সময়ের পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিলের ওপর আপত্তির ক্ষেত্রে প্রায় ২ ঘন্টা ৯ মিনিট অন্যান্য বিরোধী একজন স্বতন্ত্র সদস্য, প্রধান বিরোধী দলের ৯ জন সদস্য প্রায় ৪০ মিনিট এবং সরকারি দলের ৫ জন সদস্য প্রায় ২১ মিনিট আলোচনা করেন। বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাই এবং দফাওয়ারী সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় ২৯ জন সরকারি দলের সদস্য প্রায় ৩ ঘন্টা ৮ মিনিট, প্রধান বিরোধী দলের ২৩ জন সদস্য প্রায় ৯ ঘন্টা ৫৮ মিনিট এবং অন্যান্য বিরোধী ২ জন সদস্য প্রায় ১১ ঘন্টা ১৭ মিনিট অংশগ্রহণ করেন। বিল উত্থাপন এবং বিলের ওপর সংসদ সদস্যদের আলোচনা এবং মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি বিল পাস করতে গড়ে সময় লেগেছে প্রায় ১২ মিনিট। ২০০৯ সালে ভারতে লোকসভায় ৬০% বিল পাসের ক্ষেত্রে গড়ে প্রতিটি বিলে প্রায় ১-২ ঘন্টা আলোচনা করতে দেখা যায়।[৬২]

---

[৬০] 'The Work of the House of Lords 2009–10'; *www.parliament.uk/lords, viewed on 21 May 2013*

[৬১] *http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/rising-judicial-stature-sinking-parliamentary-authority; viewed on 4 February 2014*

[৬২] www.prsindia.org, *viewed on 27 May 2013*

নবম সংসদে পাসকৃত বিল

নবম সংসদের ১৯টি অধিবেশনে ৪১৮টি কার্যদিবসে মোট ২৭১টি বিল পাস করা হয়েছে যার ২৬৮টি সরকারি বিল এবং ৩টি বেসরকারি বিল। এর মধ্যে প্রথম অধিবেশনে ৩২টি, দ্বিতীয় অধিবেশনে ২৩টি, তৃতীয় অধিবেশনে ১১টি, চতুর্থ অধিবেশনে ২৩টি, পঞ্চম অধিবেশনে ২৪টি, ষষ্ঠ অধিবেশনে ১৩টি, সপ্তম অধিবেশনে ৪টি, অষ্টম অধিবেশনে ৬টি, নবম অধিবেশনে ৮টি, দশম অধিবেশনে ২টি, একাদশ অধিবেশনে ৭টি, দ্বাদশ অধিবেশনে ১৫টি , ত্রয়োদশ অধিবেশনে ১৫টি , চতুর্দশ অধিবেশনে ১৩টি, পঞ্চদশ অধিবেশনে ৬টি, ষষ্ঠদশ অধিবেশনে ১৩টি, সপ্তদশ অধিবেশনে ৭টি, অষ্টাদশ অধিবেশনে ১২টি এবং ঊনবিংশতিতম অধিবেশনে ৩৭টি বিল পাস হয়। ২৭১টি বিলের মধ্যে বিধি অনুযায়ী ৫টি বাজেট অধিবেশনের ২১টি অর্থ বিল সরাসরি পাস করা হয় এবং বাকী বিলসমূহের মধ্যে ২৪০টি বিল স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে পাস করা হয়। উল্লেখ্য, ১০টি বিল স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়নি। স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয় বিলসমূহের ধরন বিশ্লেষণে ১৩৩টি সংশোধনী বিল এই ১৯টি অধিবেশনে পাস হয়েছে।[৬৩] কমিটির সুপারিশসহ পাসকৃত বিলের শতকরা হার প্রায় ৯২ ভাগ।

উল্লেখযোগ্য সরকারি বিল

প্রথম অধিবেশনে পাসকৃত অধিকাংশ আইন বিগত তত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদেশ। প্রথম অধিবেশনে পাসকৃত আইনের মধ্যে The Citizenship (Amendment) Act, 2009; মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯; সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯; তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিল, ২০০৯ ও The Code of Criminal Procedure and Privileges) (Amendment) Act, 2009 জনগণের দ্বারা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। এছাড়া দেশে স্বচ্ছতা, সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী বেশ কিছু অধ্যাদেশ পাস করা হয়নি। এর মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০০৭[৬৪], জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০০৭; The Micro-Credit Regulatory Authority Act[65]; the Public Procurement Act (Amendment) 2007; the Government Attorney Service Ordinance 2008; Supreme Judicial Commission (amendment) Ordinance 2008; The Mobile Court Ordinance 2007 উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় অধিবেশনে পাসকৃত আইনের মধ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) বিল, ২০০৯; আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) বিল, ২০০৯; বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন সম্প্রচার সুবিধা সংরক্ষণ বিল, ২০০৯; The Public Servants (Marriage with Foreign Nationals) (Amendment) Bill, 2009; The Members of the Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) (Amendment) Bill, 2009; The International Crimes (Tribunals) (Amendment) Bill, 2009 উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় অধিবেশনে পাসকৃত আইনের মধ্যে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) বিল, ২০০৯; মোবাইল কোর্ট বিল, ২০০৯; স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) বিল, ২০০৯; স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) বিল, ২০০৯; জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা আইন, ২০০৯; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, ২০০৯; The Representation of the People (Second Amendment) Bill, 2009 উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থ অধিবেশনে পাসকৃত আইনের মধ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১০; বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি আইন, ২০১০; বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (বান্সডক) আইন, ২০১০; অর্থ ঋণ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১০; ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চম অধিবেশনে পাসকৃত আইনের মধ্যে চার্টার্ড সেক্রেটারীজ বিল, ২০১০; Income-tax (Amendment) Bill, 2010; ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা (শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট) নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী (সংশোধন) বিল, ২০১০; আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) বিল, ২০১০; বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০১০;

[৬৩] বিস্তারিত: পরিশিষ্ট ৪।

[৬৪] এ অধ্যাদেশ বলে দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন, স্বশাসিত ও নিরপেক্ষ কমিশন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

[৬৫] এ অধ্যাদেশ ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) বিল, ২০১০; এসিড নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) বিল, ২০১০; বাংলাদেশ গ্যাস বিল, ২০০৯; বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) বিল, ২০১০; বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল বিল, ২০১০; ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক বিল, ২০১০; Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem (Amendment) Bill, 2010; Bangladesh Rifles (Amendment) Bill, 2010 উল্লেখযোগ্য।

ষষ্ঠ অধিবেশনে পাসকৃত আইনের মধ্যে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিল, ২০১০; বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) বিল, ২০১০; স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) বিল, ২০১০; বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) বিল, ২০১০; প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক বিল, ২০১০; পরিবেশ আদালত বিল, ২০১০; জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট বিল, ২০১০; পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিল, ২০১০; স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) বিল, ২০১০; পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিল, ২০১০ উল্লেখযোগ্য।

সপ্তম অধিবেশনে পাসকৃত আইনের মধ্যে বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল বিল, ২০১০; বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিল, ২০১০; ভোটার তালিকা (সংশোধন) বিল, ২০১০ উল্লেখযোগ্য।

অষ্টম অধিবেশনে পাসকৃত আইনের মধ্যে Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2011; Administrative Tribunals (Amendment) Act, 2011; Christian Religious Welfare Trust (Amendment) Act, 2011 উল্লেখযোগ্য।

নবম অধিবেশনে পাসকৃত আইনের মধ্যে জনস্বার্থ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১; Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council (Amendment) Act, 2010; ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহন) আইন, ২০১১ ; সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১ উল্লেখযোগ্য।

দশম অধিবেশনে পাসকৃত ২টি আইন হল ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যাক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ এবং পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১।

একাদশ অধিবেশনে পাসকৃত আইনের মধ্যে আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১১; উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১০; স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০১১ ; অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যপর্ণ (সংশোধন) আইন, ২০১১ উল্লেখযোগ্য।

দ্বাদশ অধিবেশনে পাসকৃত আইনের মধ্যে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২; অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২; মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২; সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২; পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২; আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন, ২০১২; Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2012; Members of Parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Act, 2012 উল্লেখযোগ্য।

ত্রয়োদশ অধিবেশনে পাসকৃত আইনের মধ্যে Prime Minister (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2012; Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2012; International Crimes (Tribunals)(Amendment) Act, 2012; অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১২; পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকুরীর শর্তাবলী) আইন, ২০১২; বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন, ২০১২; পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক (অবসর গ্রহণ)(বিশেষ বিধান) আইন, ২০১২; প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ উল্লেখযোগ্য।

চতুর্দশ অধিবেশনে পাসকৃত আইনের মধ্যে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বিল, ২০১২; Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 2012; Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2012; The Members of the Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) (Amendment) Bill, 2012; International Crimes (Tribunals) (Second Amendment) Bill, 2012; অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, ২০১২; হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিল, ২০১২ উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চদশ অধিবেশনে পাসকৃত বিলের মধ্যে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১২; মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিল, ২০১২; Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council (Amendment) Bill, 2012 উল্লেখযোগ্য।

ষষ্ঠদশ অধিবেশনে পাসকৃত বিলের মধ্যে International Crimes (Tribunals) (Amendment) Bill, 2013; আদালত অবমাননা বিল, ২০১১; ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) বিল, ২০১৩; ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) বিল, ২০১৩ উল্লেখযোগ্য।

সপ্তদশ অধিবেশনে পাসকৃত বিলের মধ্যে ভোটার তালিকা (সংশোধন) বিল, ২০১৩; অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) বিল, ২০১৩; ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) বিল, ২০১৩ উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ অধিবেশনে পাসকৃত বিলের মধ্যে সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) বিল, ২০১৩; জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বিল, ২০১৩; বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) বিল, ২০১৩ উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশতিতম অধিবেশনে পাসকৃত বিলের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) বিল, ২০১৩; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিল, ২০১৩; মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০১৩; পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার (সংশোধন) বিল, ২০১৩; মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং কার্যক্রম (নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০১৩; বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী বিল, ২০১৩; Representation of the People (Amendment) Bill, 2013; ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিল, ২০১৩; নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (সংশোধন) বিল, ২০১৩; দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১৩; আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) বিল, ২০১৩; ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০১৩; গ্রামীণ ব্যাংক বিল, ২০১৩ উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখযোগ্য বেসরকারি বিল

নবম সংসদের ১৯টি অধিবেশনে মোট ২১টি বেসরকারি বিলের নোটিস পাওয়া যায়। ১৪টি বিল সংসদে উত্থাপিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। ৫টি বিল সংসদে উত্থাপন না করেই স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। বাকি ২টি বিলের মধ্যে ১টি বিলের নোটিস কর্তৃপক্ষের পরীক্ষাধীন রয়েছে এবং অন্যটি অর্থ বিল বলে রাষ্ট্রপতির সুপারিশসহ পুনরায় নোটিস প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অবহিত করা হয়। বিলের নোটিস স্থায়ী কমিটিতে গেলেও কমিটি বিলগুলো পাসের সুপারিশ করেনি এমন বিলের সংখ্যা ২টি। যেসকল বেসরকারি বিলের নোটিস দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে *সংসদ সদস্য আচরন বিল, নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল, ২০০৯, ২০১০; রাষ্ট্রপতির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের বিধান বাতিলকরণ; তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা; পারিবারিক সহিংসতা(প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিল, ২০১০; সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) বিল, ২০১০; জনস্বার্থ বিল, ২০১০(হরতাল বন্ধ সম্পর্কিত), সুপিরিয়র জুডিসিয়াল কমিশন বিল, ২০১২, Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2010, জাতীয় সংসদের কার্যবাহের রিপোর্ট (প্রকাশনা ও সম্প্রচার) বিল,২০১৩* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে ৫টি বিল সংবিধান সংশোধন সংশ্লিষ্ট হওয়ায় সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১ পাস হয়ে যাওয়ার কারণে বিলেগুলোর নোটিস নিষ্পত্তি হয়। নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ক ১টি বিলের নোটিস সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর সরকারি বিল 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিল ২০১০'-এর সাথে সংযুক্ততার থাকায় এবং ষষ্ঠ অধিবেশনে বিলটি পাস হওয়ার কারণে নোটিসটি নিষ্পত্তি হয়ে যায়। উত্থাপিত এবং স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিত বেসরকারি বিলসমূহের মধ্যে স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে ***The Lepers Act amendment Bill, 2010***-এর ওপর স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট সংসদে উত্থাপন করা হয় এবং পাস করার সুপারিশ করা হয় যা একাদশ অধিবেশনে সংসদে পাস হয়। এছাড়া উনবিংশতিতম অধিবেশনে ***পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিল, ২০১৩ এবং নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল, ২০১৩*** নামে আরও ২টি বেসরকারি বিল পাস করা হয়। স্থায়ী কমিটির সুপারিশসহ বিল পাসের অপেক্ষায় আছে এমন বিলের সংখ্যা ৮টি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ''সংসদ সদস্যদের আচরণ বিধি বিল, ২০১০" যা পাসের জন্য স্থায়ী কমিটি কর্তৃক ২০১১ সালের ২৪ মার্চ সুপারিশ করা হলেও নবম সংসদ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত পাস হওয়ার জন্য উত্থাপনের অপেক্ষমান তালিকায় থাকলেও এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি হতে দেখা যায়নি।

আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ওয়াক আউট

অন্যান্য বিরোধীদের মধ্যে স্বতন্ত্র সদস্য ***সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) বিল, ২০১১; বাংলাদেশ পরামানু শক্তি নিয়ন্ত্রণ বিল, ২০১২; Grameen Bank (Amendment) Bill, 2012*** *এই* তিনটি বিলের পাস প্রক্রিয়ায় তার প্রস্তাবনা সংসদে গৃহীত না হওয়ার প্রতিবাদে মোট ৯ বার ওয়াক আউট করেন। উল্লেখ্য, ***সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) বিল, ২০১১***-এর ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র সদস্য মোট ৪ বার ওয়াক আউট করেন। এছাড়া প্রধান বিরোধী জোটের সদস্যরা যে অধিবেশনগুলোতে সংসদে যোগদান করেন তার মধ্যে আইন বিষয়ক কার্যক্রমে মানিলন্ডারিং ***প্রতিরোধ বিল, ২০০৯; শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল (সংশোধন) বিল,*** **২০১০; *"The Members of Parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Bill, 2010"; "সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) বিল, ২০১৩"*** ইত্যাদি বিলের ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য গৃহীত না হওয়ায় মোট ৪ বার ওয়াক আউট করে প্রতিবাদ জানান।

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে আলোচিত বিতর্ক

প্রথম অধিবেশনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে জারিকৃত ১২২টি অধ্যাদেশের মধ্য থেকে ৫৪টি অধ্যাদেশকে আইন করার নীতিগত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এর বৈধতা নিয়ে প্রতিবাদ স্বরূপ প্রধান বিরোধী জোট অধিবেশন বর্জন করে।

চতুর্থ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির জন্য উত্থাপিত বিল ৩টির ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দলের নেতা সহ অন্যান্য সদস্যদের আপত্তির বিষয়টি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আপত্তির কারণ হিসাবে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনের ব্যর্থতা, জনগণের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় বিভিন্ন ধরণের নেতিবাচক প্রভাবের বিষয় উল্লেখ করা হয়। এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির বিলটি প্রত্যাহার করার জন্য বিরোধী দল বিল ৩টিতে আপত্তি জানায়। এই আপত্তি সংশ্লিষ্ট আলোচনায় প্রধান বিরোধী দলের নেতা এবং সংসদ নেতার বিতর্কের এক পর্যায়ে বিলটি প্রত্যাহৃত না হওয়ার প্রতিবাদে প্রধান বিরোধী দল ওয়াক আউট করে। পরবর্তীতে ঐ কার্যদিবসে প্রধান বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে বিল ৩টি পাস করা হয়।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সকল দলের মতামতের প্রতিফলনের ভিত্তিতে হয়নি। কারণ ২০১০ সালের ২১ জুলাই গঠিত সংবিধান সংশোধনী সংক্রান্ত বিশেষ কমিটিতে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব আহ্বান করা হলেও তাদের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১১ মাসে বিশেষ কমিটির ২৭টি বৈঠক হয় যেখানে সব শ্রেণী-পেশার মানুষের বক্তব্য নেওয়ার দাবি করা হয়। সংসদে ২০১১ সালের ৮ জুন বিশেষ কমিটি ৫১টি সুপারিশসহ এর প্রতিবেদন উপস্থাপন করে যার কোনোটি গৃহীত হয়নি।[৬৬] আইন মন্ত্রণালয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন পাওয়ার পর তা সংসদে উপস্থাপন করে । পরবর্তীতে সংসদ তা আইন মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠায় এবং ৯ম অধিবেশনের ২৭ তম দিবসে অর্থাৎ ২০১১ সালের ৩০ জুন উক্ত প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপিত হয় ও আইন হিসেবে পাস হয়। প্রধান বিরোধী দল অনুপস্থিত থাকলেও অন্যান্য বিরোধীদের মধ্যে স্বতন্ত্র সদস্য এবং ৯ জন সরকার দলীয় সদস্য বিলের ৫১টি দফায় ৬৫টি সংশোধনী প্রস্তাব করলেও তা সংসদে কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। [৬৭] সংশোধনী প্রস্তাবগুলো যেসকল বিষয়ের ওপর ছিল তার মধ্যে 'সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম উল্লেখ করা'; 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিলুপ্তি'-এর বিপক্ষে প্রস্তাব এবং 'জাতীয়তা ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংজ্ঞা'-র সংশোধনীর পক্ষে ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আলোচনা শেষে প্রথমে কণ্ঠভোটে ও পরে বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে (২৯১-১ ভোটে) আইন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) বিল, ২০১১ সংসদে পাস হয়।

একাদশ অধিবেশনে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) বিল, ২০১১ এবং উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১১ এই দু'টি বিল প্রায় ১০ মিনিট সময়ের মধ্যে পাস করা হয়। এই বিলের ওপর প্রধান বিরোধী দলের মোট ১৪ জন, অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য ১জন এবং সরকার দলের ৪জন সদস্য জনমত যাচাই এবং সংশোধনী প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রধান বিরোধী দল অনুপস্থিত থাকায় তাদের প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়নি। অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত থাকলেও তাদের প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়।

[৬৬] দৈনিক নয়া দিগন্ত, ৩০ ডিসেম্বর ২০১১।

[৬৭] দৈনিক যুগান্তর, ১ জুলাই ২০১১।

দ্বাদশ অধিবেশনে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন বিল ২০১২ এবং অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা বিল ২০১২ প্রায় ১২ মিনিট সময়ে জনমত যাচাই এবং সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর আলোচনা ছাড়া কণ্ঠভোটে পাস করা হয়। এই অধিবেশনে সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) বিল ২০১২-এর ক্ষেত্রেও জনমত যাচাই না করে বিলটি পাস করা হয়।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

- এই সংসদের অধিবেশনগুলোতে পূর্ববর্তী সংসদের মতই সংসদ সদস্য কর্তৃক বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ হওয়ার চর্চা বিদ্যমান।[৬৮] সংসদে আইন পাসের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি।[৬৯]
- প্রথম বছরে উল্লেখ্য যে, প্রথম অধিবেশনে বিলের ওপর সংশোধনী, যাচাই-বাছাই প্রস্তাব -এর ক্ষেত্রে সরকারি দলের পাশাপাশি প্রধান বিরোধী দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ এবং সপ্তম অধিবেশনে তাদের অনুপস্থিতির কারণে তাদের দেওয়া প্রস্তাবসমূহ সংসদে উত্থাপিত-ই হয়নি। প্রধান বিরোধী দল অষ্টম থেকে পঞ্চদশ অধিবেশন পর্যন্ত অষ্টম এবং দ্বাদশ অধিবেশনে মোট ১০ কার্যদিবস উপস্থিত থাকলেও আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ দেখা যায়নি। তাদের অনুপস্থিতির কারণে তাদের দেওয়া প্রস্তাবসমূহ সংসদে উত্থাপিত-ই হয়নি।[৭০] তবে প্রধান বিরোধী দল অনুপস্থিত থাকলেও অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র সদস্য)-র অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফুর্ত।
- প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সময়ের হার অধিবেশনের মোট সময়ের সাপেক্ষে বৃদ্ধি পেলেও প্রতিটি আইন পাসের জন্য গড় সময় হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া প্রধান বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তুলনামূলক কম বিতর্ক ও সময়ের মধ্যে বিল পাস হয়েছে।[৭১]
- বিলসমূহ উত্থাপনে আপত্তি ও জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী সংশ্লিষ্ট অলোচনায় সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে সরকারি দলের সদস্য বেশী হলেও সময়ের পর্যালোচনায় অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য তুলনামূলকভাবে বেশী সময় আলোচনায় অংশগ্রহণ করে।
- 'সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১' পাসের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র প্রার্থীর পাশাপাশি সরকারি পক্ষের দল থেকে আরও ৯ জন সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করলেও শুধু স্বতন্ত্র প্রার্থীর ভোটটিই বিভক্তি ভোটের সময় বিপক্ষে পড়েছে। আলোচনার প্রেক্ষিতে আইনটি প্রায় ৪ ঘন্টা সময়ে পাস করা হয়। সর্বনিম্ন ২-৪ মিনিট সময়ে প্রায় ২৮.৭৮% বিল আলোচনা ও পাস করা হয়।[৭২]
- উল্লেখযোগ্য কিছু বিল যেমন- দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) বিল ২০১১ প্রায় ১৮ মিনিট, তথ্য অধিকার বিল ২০০৯ প্রায় ৩মিনিট, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিল ২০১০ প্রায় ১৫ মিনিট, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ২০০৯ প্রায় ১১ মিনিট এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) বিল ২০১৩ প্রায় ৪ মিনিট, আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী দ্রুত বিচার (সংশোধন) বিল ২০১০ প্রায় ৫ মিনিট সময়ে পাস করা হয়।
- পাসকৃত বিলের ওপর যেসকল সংশোধনী সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তার মধ্যে বিলের বিভিন্ন দফায় বাক্য পুনর্গঠন এবং সমার্থক শব্দাবলী ও বিরাম চিহ্ন সংযোজন-বিয়োজন প্রাধান্য পেয়েছে।
- যেসব বিল পাস হয়ে আইন করা হয়েছে সেগুলোর ধরন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এই ৫ বছরে ১৯টি অধিবেশনে প্রায় ৫১ শতাংশ (১৩৮টি) নতুন বিল পাস করে আইন হিসাবে প্রণীত হয়েছে। সরকারি বিল হিসাবে উত্থাপিত এবং পাসকৃত

---

[৬৮] সংসদ অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ৩০ ডিসেম্বর ২০১১।

[৬৯] পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করে এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। যেমন আমেরিকায় কোন আইন কমিটিতে আলোচনার আগে বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়া হয়। জনগণকে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ হিসেবে অনেক দেশে খসড়া আইন সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়, ই-মেইলে জনগণকে জানানো হয়, পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় বা সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে জনগণের মতামত আহ্বান করা হয়। এছাড়া ইংল্যান্ডের হাউজ অব কমন্সে আইন পাসের সময় কোন বিল সম্পর্কে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট 'লবি গ্রুপ' সেই আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের মতামত দিয়ে প্রভাবিত করতে পারে। এই লবি গ্রুপসমূহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। http://labspace.open.ac.uk/mod/resource/view.phd?id=367522 (view date - 20 January 2013)

[৭০] *দৈনিক সংবাদ*, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

[৭১] সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ৩০ নভেম্বর ২০১১।

[৭২] পরিশিষ্ট- ৪.১ এ বিস্তারিত।

আইনগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ৪২টি আইন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের, ৪১টি অর্থ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট, ২৬টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এবং বাকি ১৬২টি অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের যাদের মধ্যে স্বরাষ্ট্র, স্থানীয় সরকার, জনপ্রশাসন, ভূমি, কৃষি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, তথ্য, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শ্রম, বন ও পরিবেশ উল্লেখযোগ্য।[৭৩]

- অন্যান্য অধিবেশনগুলোতে সংশোধনী বিলের আধিক্য থাকলেও ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশতিতম অধিবেশনে নতুন আইন প্রণয়নের জন্য নতুন বিল উত্থাপন ও পাস তুলনামূলকভাবে বেশী হয়েছে।[৭৪]

কণ্ঠভোটে আইন পাসের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সরকার দলীয়দের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে প্রধান বা অন্যান্য বিরোধীদের বিল উত্থাপনে কোন আপত্তি বা জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার চর্চা বাংলাদেশের সংসদ ব্যবস্থায় তেমন দেখা যায়না। অলোচনার সুযোগ থাকলেও প্রধান বিরোধী দলের অনুপস্থিতির কারণে তাদের প্রস্তাবগুলো সংসদে উত্থাপন করা হয়না। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিধানের অস্পষ্টতার কারণে সরকার দলীয় সদস্যদের পক্ষ থেকে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। ফলে একটি বিলের বিভিন্ন দফায় বাক্য পুনর্গঠন এবং সমার্থক শব্দাবলী ও বিরাম চিহ্ন সংযোজন-বিয়োজন ছাড়া মূল বিষয়ে কোন বড় পরিবর্তনের জন্য সরকার দলীয় সদস্যরাও কোন সংশোধনী দেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ বোধ করেননা। এছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর উত্থাপিত বেসরকারি বিল স্থায়ী কমিটি কর্তৃক পাসের জন্য সুপারিশ করা হলেও পাসের প্রক্রিয়ার গতি পূর্ববর্তী সংসদের মতই মন্থর।

বাজেট আলোচনা

সংবিধানের ৮৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যেক অর্থ বছরের জন্য অনুমিত আয় ও ব্যয় সংবলিত যে বিবৃতি প্রদান করা হয় তা বাজেট নামে পরিচিত। সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যেকোন সরকারের একটি অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই বাজেটের মাধ্যমে। সংসদ কার্যক্রমের নবম ও ত্রয়োদশ অধিবেশনে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের বাজেট পেশ ও এ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। নবম সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রথম বাজেট (২০০৯-১০ অর্থ বছরের) ও পূর্ববর্তী বছরের সম্পূরক বাজেট (২০০৮-০৯ ও ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের), পঞ্চম অধিবেশনে দ্বিতীয় বাজেট (২০১০-১১ অর্থ বছরের), নবম অধিবেশনে তৃতীয় বাজেট (২০১১-১২ অর্থ বছরের), ত্রয়োদশ অধিবেশনে চতুর্থ বাজেট (২০১২-১৩ অর্থ বছরের) এবং ষষ্ঠদশ অধিবেশনে এই সংসদের শেষ বাজেট (২০১৩-১৪ অর্থ বছরের) উত্থাপন ও পাস করা হয়।

বাজেট অলোচনায় ব্যয়িত সময়

অর্থমন্ত্রী ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপন করতে সময় নেন ৩ ঘন্টা ৫২ মিনিট। সংসদ সদস্যরা ২০০৮-০৯-এর সম্পূরক বাজেটের উপর প্রায় ৬ ঘন্টা ৬ মিনিট এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটের উপর প্রায় ৪০ ঘন্টা ৫৯ মিনিট আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী ১ঘন্টা ২৫ মিনিট এবং অর্থমন্ত্রী ৫৪ মিনিট বক্তব্য দেন। এছাড়া মঞ্জুরী দাবি উত্থাপন ও এ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রায় ৩ ঘন্টা ২৬ মিনিট ব্যয় হয়। সামগ্রিকভাবে বাজেট সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোচনায় মোট ব্যয়িত সময় ৫৭ ঘন্টা ২৫মিনিট। মোট ২৪৫ জন সদস্য বাজেট আলোচনায় অংশ নেন।

অর্থমন্ত্রী ২০১০-১১ অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপন করতে সময় নেন ২ ঘন্টা ২৩ মিনিট। সংসদ সদস্যরা ২০০৯-১০-এর সম্পূরক বাজেটের উপর প্রায় ১ ঘন্টা ৫৩ মিনিট এবং ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটের উপর প্রায় ৩৭ ঘন্টা ৪৭ মিনিট আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী ১ঘন্টা ২ মিনিট এবং অর্থমন্ত্রী ১ ঘন্টা ৩ মিনিট বক্তব্য দেন। এছাড়া মঞ্জুরী দাবি উত্থাপন ও এ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রায় ৩ ঘন্টা ৪ মিনিট ব্যয় হয়। সামগ্রিকভাবে বাজেট সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোচনায় মোট ব্যয়িত সময় ৪৭ ঘন্টা ৪১ মিনিট। মোট ২১৮ জন সদস্য বাজেট আলোচনায় অংশ নেন।

অর্থমন্ত্রী ২০১১-১২ অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপন করতে সময় নেন ৩ ঘন্টা ১৯ মিনিট। সংসদ সদস্যরা ২০১০-১১-এর সম্পূরক বাজেটের উপর প্রায় ২ ঘন্টা ২১ মিনিট এবং ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটের উপর প্রায় ৪৭ ঘন্টা ২১ মিনিট আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেট আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী ১ ঘন্টা ১২ মিনিট এবং অর্থমন্ত্রী ৪০ মিনিট বক্তব্য দেন। এছাড়া মঞ্জুরী দাবি উত্থাপন ও এ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রায় ২ ঘন্টা ৪৪ মিনিট সময় ব্যয় হয়। সামগ্রিকভাবে

[৭৩] বিস্তারিত জানতে দেখুন পরিশিষ্ট- ৪।

[৭৪] প্রাগুক্ত

বাজেট সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোচনায় মোট ব্যয়িত সময় ৫৭ ঘন্টা ৫৯ মিনিট। মোট ২১৯ জন সদস্য বাজেট আলোচনায় অংশ নেন।

অর্থমন্ত্রী ২০১২-১৩ অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপন করতে সময় নেন ৩ ঘন্টা ২২ মিনিট। সংসদ সদস্যরা ২০১১-১২ -এর সম্পূরক বাজেটের উপর প্রায় ৪ ঘন্টা ৩৮ মিনিট এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটের উপর প্রায় ৪৩ ঘন্টা ০১ মিনিট আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেট আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী ৪৯ মিনিট এবং অর্থমন্ত্রী ৩৮ মিনিট বক্তব্য দেন। এছাড়া মঞ্জুরী দাবি উত্থাপন ও এ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রায় ৩ ঘন্টা ৫০ মিনিট ব্যয় হয়। সামগ্রিকভাবে বাজেট সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোচনায় মোট ব্যয়িত সময় ৫৫ ঘন্টা ৪৩ মিনিট। মোট ১৯৯ জন সদস্য বাজেট আলোচনায় অংশ নেন।

অর্থমন্ত্রী ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপন করতে সময় নেন ৩ ঘন্টা ১৯ মিনিট। সংসদ সদস্যরা ২০১২-১৩ -এর সম্পূরক বাজেটের উপর প্রায় ৪ ঘন্টা ৫২ মিনিট এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটের উপর প্রায় ৫৩ ঘন্টা ২৪ মিনিট আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেট আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী ১ ঘন্টা ৪৬ মিনিট এবং অর্থমন্ত্রী ১ ঘন্টা ৬ মিনিট বক্তব্য দেন। এছাড়া মঞ্জুরী দাবি উত্থাপন ও এ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রায় ৪ ঘন্টা ২৭ মিনিট ব্যয় হয়। সামগ্রিকভাবে বাজেট সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোচনায় মোট ব্যয়িত সময় ৭১ ঘন্টা ৯ মিনিট। মোট ২০৬ জন সদস্য বাজেট আলোচনায় অংশ নেন।

এই ১৯টি অধিবেশনে মোট ৩১৮ জন সদস্য এক বা একাধিক বাজেট অধিবেশনে আলোচনায় অংশ নেন, ৩২ জন সদস্য (প্রায় ৯%) কোন বাজেট অধিবেশনে-ই আলোচনায় অংশ নেননি।

চিত্র ৪.৩: বাজেট আলোচনায় বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার

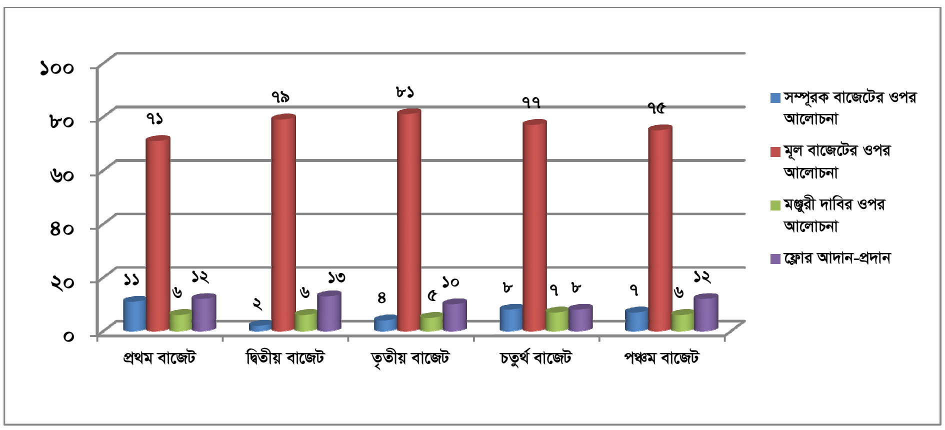

বাংলাদেশে বাজেট অনুমোদন প্রক্রিয়া ও এর সীমাবদ্ধতা

আমাদের দেশের পার্লামেন্ট মূলত বাজেট প্রণয়নে প্রভাব সৃষ্টিকারী পার্লামেন্ট। এ ধরণের পার্লামেন্টের সংখ্যাই বেশী সংখ্যক দেশে দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত বাজেট প্রণয়নকারী দেশের সংখ্যা খুব কম।[৭৫] গণতান্ত্রিক কাঠামোতে তাত্তিকভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয় ও বাজেট প্রণয়ন স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক হবে এবং এক্ষত্রে জনগণ, জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মতামত প্রদানের সুযোগ থাকে এবং জাতীয় সংসদে বাজেট অনুমোদিত হতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশের বাজেটের ক্ষেত্রে নির্বাহী কর্তৃক বাজেট প্রস্তুতি অর্থ বছরের অনেকটা সময় নিয়ে নেয়, যা বাকি স্বল্প সময়ে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মহলের অংশগ্রহণকে সীমিত করে দেয়। অর্থ বিলে সংশোধনীর সুযোগ না থাকায় সংসদকে সার্বিকভাবে বাজেট অনুমোদন দিতে হয়, যা নির্বাহী কর্তৃত্বের ইঙ্গিতবাহী।[৭৬] এই প্রসঙ্গে নবম জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার তার একটি বক্তব্যে বলেন, বাজট তৈরী করেন আমলারা, বাস্ড়বায়নও করেন তারাই। অর্থাৎ তাদের কাজটা তারা করেন। কিন্তু সংসদ সদস্যরা তাদের কাজ সেভাবে করতে পারছেন না।

[৭৫] '*কেন বাজেট অধিবেশন*' - আসিফ রশীদ; দৈনিক যুগান্তর, ১৩ মে, ২০১০
[৭৬] '*বাংলাদেশের বাজেট*' - ড. আল মাসুদ হাসানুজ্জামান; দৈনিক যুগান্তর, ১০ জুন, ২০১০

রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই আমলারা দলিলপত্র তৈরী করেন। তারপরও আমলাতন্ত্রের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার পথ সংসদ সদস্যদেরকেই খুঁজে বের করতে হবে।[৭৭]

নবম জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত সময় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, কার্যপ্রণালী বিধির নিয়ম অনুযায়ী ৪০ ঘন্টা বাজেট আলোচনা করা হয়। কিন্তু বাজেট আলোচনার ক্ষেত্রে সংসদ অধিবেশনে ইংল্যান্ডে ৩ মাস, অস্ট্রেলিয়ায় ২ মাস এবং ভারতে ১ মাস সময় দেওয়া হয়।[৭৮] এমনকি সংসদ সদস্যরা সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের বাধ্যবাধকতার কারণেও কার্যকরী আলোচনা থেকে বিরত থাকেন। এ প্রসঙ্গে সরকার দলীয় সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, বাজেট আলোচনায় আরও সময় পেলে ভাল হত। কিন্তু সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ ও সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধির নিষেধাজ্ঞার কারণেও বাজেট প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া যায়না।[৭৯]

বাজেট আলোচনার উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

- নবম জাাতীয় সংসদের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ বাজেট অধিবেশনের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জন। দ্বিতীয় বাজেট অধিবেশনে প্রথম দিন উপস্থিত থাকলেও বাকি কার্যদিবসগুলো বর্জন করে। তবে শেষ বাজেট অধিবেশনে প্রধান বিরোধী জোটের ৩৩ জন সদস্য বাজেট আলোচনার বিভিন্ন পর্বে অংশগ্রহণ করেন।
- বাজেট আলোচনায় খাত ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, সংশোধনী প্রস্তাব, নতুন পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত অর্থ বছরগুলোর ব্যর্থতা প্রসঙ্গসমূহ আলোচনা প্রাসঙ্গিক বিষয় সংশ্লিষ্টতার ইতিবাচক প্রতিফলন।
- বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সদস্যদের বক্তব্যে বাজেট সম্পর্কিত মূল আলোচনার বাইরে দলীয় প্রশংসা, প্রতিপক্ষ দলের সমালোচনা এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ পূর্বের মত বিদ্যমান রয়েছে।
- কার্যনির্বাহী প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায়, বিগত ১০ বছরের বাজেট অধিবেশনে শতকরা ৬৩ ভাগ সংসদ সদস্য বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণ করেননা। বাজেট সম্পর্কিত আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং প্রবীণ জ্যেষ্ঠ নেতারা ২০-২৫ মিনিট এবং অধিবেশন কক্ষের পেছনের সারির সংসদ সদস্যরা ৫-৭ মিনিট করে সময় বরাদ্দ পান।[৮০]
- প্রথম থেকে চতুর্থ বাজেট অধিবেশন পর্যন্ত প্রধান বিরোধী দল অনুপস্থিত থাকায় তাদের দেওয়া ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো উত্থাপিত হয়নি। তবে শেষ বাজেট অধিবেশনে প্রধান বিরোধী দল উপস্থিত থাকলেও তাদের প্রস্তাবগুলো কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের ছাটাই প্রস্তাবগুলোর ক্ষেত্রেও উত্থাপন করা হলেও কণ্ঠভোটে তা নাকচ হয়ে যায় এবং সম্পূরক বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে সংসদে পাস হয়।
- তৃতীয় বাজেট অধিবেশন থেকে বাজেট বক্তব্যের অনেক তথ্য-উপাত্ত কম্পিউটারের সাহায্যে স্ক্রিনে উপস্থাপন করার পাশাপাশি অধিবেশন কক্ষে স্থাপিত ডিজিটাল টাইম কিপারের সাহায্যে সংসদ সদস্যদের আলোচনার জন্য বরাদ্দ সময় গণনা করা হয়।
- ডিজিটাল টাইম কিপারের সাহায্যে বরাদ্দ সময় গণনা করার ফলে নির্দিষ্ট সদস্যের জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হওয়া মাত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিজিটাল টাইম কিপারের সময় শূন্য হয়ে যায় এবং সাথে সাথে মাইক বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সংসদ সদস্যদের স্পীকারকে অনুরোধ করে বরাদ্দ সময়ের অতিরিক্ত সময় চাওয়ার প্রবণতা কম দেখা যায়।
- পঞ্চম অর্থাৎ শেষ বাজেট অধিবেশনে বাজেট বক্তৃতার সময় উপস্থিত না থাকলেও বাজেট আলোচনায় প্রধান বিরোধী জোটের সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্যণীয়। তবে প্রধান বিরোধী জোটের বাজেট আলোচনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন, প্রতিপক্ষ দলের সদস্যদের বক্তব্যের সমালোচনা ও প্রতিবাদ, সংসদের বাইরে তাদের দলের নেতা-কর্মীদের ওপর সরকারের আচরণের বিবরণ এই বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে।

[৭৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২২ মার্চ, ২০১০

[৭৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৭ মার্চ, ২০১০

[৭৯] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৭ মার্চ, ২০১০

[৮০] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২২ মার্চ, ২০১০।

সংসদে আলোচনার মাধ্যমে বাজেটের সুযোগ-সুবিধাগুলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌছানোর লক্ষ্যে বাজেট অধিবেশনের মেয়াদ ৬০ দিন করার পরামর্শ দিয়েছেন সংসদ সদস্য এবং দেশের বিশিষ্ট নাগরিকরা।[৮১] জাতীয় বাজেট পাসের প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি বিরোধী দলের অংশগ্রহণ একটি কার্যকর সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ইতিবাচক দিক। কিন্তু নবম জাতীয় সংসদে ৪টি বাজেট অধিবেশনেই এর প্রতিফলন দেখা যায়নি। বাজেট প্রণয়নে এজন্য দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে গিয়ে সকল সদস্যদের অংশগ্রহণ বাজেট প্রণয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

[৮১] দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৪ জুন ২০১২।

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিস জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ

প্রথম থেকে উনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার জন্য প্রায় ৭ ঘন্টা ৩০ মিনিট সময় নেন। নবম সংসদের ১৯টি অধিবেশনের মধ্যে ষষ্ঠ অধিবেশনে এই পর্ব অনুষ্ঠিত হয়নি (সারণি ৫.১)। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও সপ্তম অধিবেশনে প্রধান বিরোধী দল সংসদ অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকায় প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে তাদের অংশগ্রহণ ছিলনা। চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম, দ্বাদশ, অষ্টাদশ এবং উনবিংশতিতম অধিবেশনে প্রধান বিরোধী দল যথাক্রমে ২২, ১, ৭, ৪, ২১ এবং ১ কার্যদিবস উপস্থিত থাকলেও প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে তাদের অংশগ্রহণ ছিলনা। প্রধান বিরোধী দল প্রথম অধিবেশনে এই পর্বে অংশ নেন। এই ১৯টি অধিবেশনে মোট ১১১ জন সংসদ সদস্য এই পর্বে অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে ১০৩ জন সরকারি দলের ৭ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং একজন অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য। সরকারি দলের সদস্যরা মূল প্রশ্ন করেন ৯৯টি এবং সম্পূরক প্রশ্ন করেন ২৬১টি। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ৩টি মূল প্রশ্ন এবং ৮টি সম্পূরক প্রশ্ন করেন। অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য কর্তৃক ১০টি মূল প্রশ্ন এবং ১৬টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর নির্ধারিত কার্যদিবস ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উত্তরদানে ব্যয়িত সময়

এই ১৯টি অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ব্যয়িত সময় প্রায় ৩৮ ঘন্টা ০৭ মিনিট। প্রধানমন্ত্রী মোট ৪৭ কার্যদিবস সরাসরি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ব্যয় করেন প্রায় ২৪ ঘন্টা ২৬ মিনিট।

সারণি ৫.১: প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত কার্যদিবস

অধিবেশন	নির্ধারিত (কার্যদিবস)	সরাসরি উত্তর প্রদান (কার্যদিবস)	টেবিলে উপস্থাপিত (কার্যদিবস)	অনুপস্থিত (কার্যদিবস)
প্রথম	৮	৭	১	-
দ্বিতীয়	৪	২	২	-
তৃতীয়	৪	৪	-	-
চতুর্থ	৭	৩	৪	-
পঞ্চম	৭	৪	৩	-
ষষ্ঠ	২	-	১	১
সপ্তম	১	১	-	-
অষ্টম	৬	৫	১	-
নবম	৬	৩	৩	-
দশম	১	১	-	-
একাদশ	১	১	-	-
দ্বাদশ	৫	২	৩	-
ত্রয়োদশ	৫	২	৩	-
চতুর্দশ	৩	৩	-	-
পঞ্চদশ	৩	২	১	-
ষষ্ঠদশ	৫	২	৩	-
সপ্তদশ	১	১	-	-
অষ্টাদশ	৪	১	৩	-
উনবিংশতিতম	৫	৩	২	-
মোট	**৭৮**	**৪৭**	**৩০**	**১**

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ

এই পর্বে যে বিষয়গুলো নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সদস্যরা প্রশ্ন করেন তার মধ্যে, বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো যেন ভারতীয় অনুষ্ঠান প্রচার করতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, উত্তরাঞ্চলে সেচের জন্য বিদ্যুত সুবিধা চালু করা, খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য কৃষি পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, দেশের ভিতরে গ্যাস অনুসন্ধানকারী বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানির গ্রহণযোগ্যতা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদেরকে চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সমুদ্রবন্দরের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা, বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধারে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি অবহিত করা, বেসরকারি টিভি চ্যানেল জঙ্গীবাদকে মদদ দিলে সরকার কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত অবগত করা, দ্রুততম সময়ে পুঁজিবাজার সম্পর্কিত মামলা নিস্পত্তির জন্য বিশেষ আদালত গঠন করা, পুঁজিবাজার আধুনিকায়নে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা, গৃহহীন জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহায়ন প্রকল্প, সুশিক্ষিত জাতি গঠনে গৃহীত পদক্ষেপ, বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প কারখানা চালু, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, পররাষ্ট্র নীতি, ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মেগাসিটি উন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ, দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, শিশু শ্রম বন্ধে করণীয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত পরিকল্পনা, পদ্মা সেতু প্রকল্পের বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিকল্পে পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা, জঙ্গীবাদ, বিডিআর বিদ্রোহ, দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক চিত্র, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেতু ও রাস্তা নির্মাণ, আন্তর্জাতিকভাবে জামদানী শাড়ী রপ্তানি পরিকল্পনা, সীমান্তে হত্যাকান্ডের বিষয়ে পদক্ষেপ, ঢাকা-কে বিশ্ব মানের শহরে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ, বেকারত্ব দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ, আর্ন্তজাতিক তহবিল থেকে প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্দ ও তাদের জন্য পরিকল্পনা, প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার জন্য গৃহীত প্রকল্প, বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোর বার্ন ইউনিটকে উন্নত করার পরিকল্পনা, পোশাক শিল্পের প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন দূতাবাসে কর্মকর্তা নিয়োগ, রূপপুর আণবিক শক্তি প্রকল্পের সফলতা, সরকারি অফিসে দুর্নীতিপ্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা, সুন্দরবনের রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ ও এর প্রতিবাদে আন্দোলন, আমদানি ও রপ্তানি খাতে সরকারের সফলতা, ন্যূনতম মুজরির্বোড নির্মাণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব

নবম সংসদের ১৯টি অধিবেশনে নির্ধারিত মোট ৩৮৯ কার্যদিবসের মধ্যে ২১৭ কার্যদিবস মন্ত্রীরা সরাসরি প্রশ্নোত্তর দেন। বাকি ১৭২ কার্যদিবস সদস্যদের প্রশ্নসমূহ টেবিলে উপস্থাপিত হয়।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্থাপিত মূল ও সম্পূরক প্রশ্নের সংখ্যা

নবম সংসদে এই পর্বে মোট ২৮৪ জন সংসদ সদস্য বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রীদের কাছে মোট ১৩৮৬টি মূল প্রশ্ন এবং ৪৩৯২টি সম্পূরক প্রশ্ন সরাসরি উত্থাপন করেন। সরকারি দলের ২৫৫ জন, প্রধান বিরোধী দলের ২৮জন এবং অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ২৩টি মূল প্রশ্ন এবং ৮৭টি সম্পূরক প্রশ্ন করেন। উল্লেখ্য অন্যান্য বিরোধী দলের স্বতন্ত্র একমাত্র সদস্য কর্তৃক মোট ২৬টি মূল প্রশ্ন এবং ৪১টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয়িত সময়

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ১৯টি অধিবেশনে মোট প্রায় ২৪০ ঘন্টা ৫৮ মিনিট সময় ব্যয়িত হয় যেখানে সদস্যরা প্রশ্ন করতে প্রায় ৭৬ ঘন্টা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রায় ১১৮ ঘন্টা সময় নেন।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ

এই ১৯টি অধিবেশনে সংসদ সদস্যরা মোট ৪০টি মন্ত্রনালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরাসরি মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এদের মধ্যে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা মোট ২৬টি এবং অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র) সদস্য ১৭টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রীদের কাছে সরাসরি উপস্থাপন করেন। পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে বেশী (৪৭৮টি) প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে স্বরাষ্ট্র (৪০৮টি), যোগাযোগ (৩৭১টি), বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ এবং অর্থ (৩৬৮টি), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (৩৬০টি, শিক্ষা (৩৩৫টি), অর্থ (৩২৮), পানি সম্পদ (৩১০টি) এবং বাকি ৩২টি মন্ত্রনালয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন তুলনামূলকভাবে কম উত্থাপিত হয়েছে।[৮২]

[৮২] বিস্তারিত- পরিশিষ্ট -৫।

জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১ অনুযায়ী আলোচনা)

প্রথম থেকে উনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত মোট ৪৮টি কার্যদিবসে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সপ্তম, দশম, ষষ্ঠদশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ অধিবেশনে কোন সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। এই ১৯টি অধিবেশনে মোট ১২৮টি নোটিস আলোচিত হয়।

উত্থাপিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ

উত্থাপিত ও আলোচিত মোট ১২৮টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মধ্যে ১২৩টি প্রস্তাব[৮৩] উত্থাপনকারীদের সম্মতিক্রমে অন্যান্য সংসদ সদস্যদের কণ্ঠভোটে প্রত্যাহৃত হয়। প্রথম অধিবেশনে ২টি, চতুর্থ অধিবেশনে ১টি এবং দ্বাদশ অধিবেশনে ২টি মোট ৫টি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাবগুলো হল -

- বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধা নয় এমন ব্যক্তিদের মুক্তিযোদ্ধা তালিকা হতে নাম বাদ দিয়ে প্রকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা
- দেশের চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের দ্রুত বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা
- সংসদ বাংলাদেশ নামে টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন করা
- যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্য যারা বাঁধাগ্রস্থ করছে তাদের বিরুদ্ধে সংসদে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিধি বিধান গ্রহণ করা
- দেশের সকল উপজেলা সদরে অন্তত একটি করে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করা।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাহারের কারণ

প্রত্যাহৃত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক যেসব কারণ উল্লেখ করা হয় তা হল - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিকল্পনা ইতোমধ্যে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যার ফলে পর্যায়ক্রমে সেগুলো বাস্তবায়িত হবে, একটি স্থানে একই রকম প্রতিষ্ঠান করা যুক্তিযুক্ত নয়, কিছু প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন, পরবর্তীতে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং বিগত সরকারের আমলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করে পরবর্তীতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান ।

সাধারণ আলোচনা

বিধি ১৪৬, ১৪৭ অনুযায়ী সাধারণ আলোচনায় ব্যয়িত সময়

প্রথম অধিবেশনে ১টি কার্যদিবস, তৃতীয় অধিবেশনে মোট ৬টি কার্যদিবস, চতুর্থ অধিবেশনে ১টি কার্যদিবস, ৬ষ্ঠ অধিবেশনে ১টি কার্যদিবস, ৭ম অধিবেশনের মোট ৩টি কার্যদিবস, অষ্টম অধিবেশনে ১টি কার্যদিবস, একাদশ অধিবেশনে ১টি কার্যদিবস, দ্বাদশ অধিবেশনে ১টি কার্যদিবস এবং উনবিংশতিতম অধিবেশনে ১টি কার্যদিবস মোট ১৬টি কার্যদিবসে প্রায় ৩৫ ঘন্টা সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনায় সরকারি দলের মোট ৯৩ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। প্রধান বিরোধী বিরোধী দলের ২ জন এবং অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র ১জন সদস্য এই পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

সাধারণ আলোচনার বিষয়বস্তু

সাধারণ আলোচনার বিষয়সমূহ ছিল-

- ***প্রথম অধিবেশনে*** - বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘ সচিবালয়ে প্রেরণ করা প্রসঙ্গে
- *তৃতীয় অধিবেশনে*
  - কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশনে বাংলাদেশ সংসদের সদস্যপদ পুনর্বহাল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত
  - ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ) এ বাংলাদেশ সংসদের সদস্যপদ পুনর্বহাল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রসঙ্গে
  - জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ৬৪তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর বাংলায় ভাষণ দেওয়াতে তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে
  - সংসদীয় কমিটি কর্তৃক ৮ম সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও চীফ হুইপ -এর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহার সংক্রান্ত তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে

---

[৮৩] বিস্তারিত- পরিশিষ্ট- ৬।

  - ২য় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (খসড়া) নিয়ে আলোচনা
  - এমপি ফজলে নূর তাপসের ওপর বোমা হামলার প্রতিবাদে নিন্দা জ্ঞাপন
  - সংবিধান দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা
- ***৪র্থ অধিবেশনে*** - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যার বিচারের রায় কার্যকর হওয়ায় ধন্যবাদ প্রস্তাব।
- ***৬ষ্ঠ অধিবেশনে*** - সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে সাফল্যের জন্য পদক পাওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে ধন্যবাদ প্রস্তাব।
- ***৭ম অধিবেশনে*** -
  - জাতীয় শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে
  - আন্তর্জাতিক মানবিক উন্নয়নে অনন্য অবদান রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করায় অভিনন্দন জ্ঞাপন
  - আণবিক বিদ্যুত কেন্দ্র স্থাপন প্রসঙ্গে
- ***অষ্টম অধিবেশনে***- 'ঐতিহাসিক দিবস হিসেবে ৭ মার্চ ' প্রসঙ্গে।
- ***একাদশ অধিবেশনে*** - 'মহিলা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ সাউথ সাউথ পুরস্কারে ভূষিত হওয়ায় অভিনন্দন জ্ঞাপন'।
- ***দ্বাদশ অধিবেশনে*** - '১৯৭১ সালের ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ' প্রসঙ্গে।
- ***উনবিংশতিতম অধিবেশনে*** - ''ইন্টারন্যাশনাল ডে অব ডেমোক্রেসি" উপলক্ষ্যে গনতান্ত্রিক চর্চায় গণতন্ত্রের দাবিকে জোরালো করা সম্পর্কে আলোচনা।

জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিস

বিধি-৬৮ অনুযায়ী জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

একাদশ অধিবেশনের ৫ম কার্যদিবসে 'যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষার জন্য মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী রোড মার্চের নামে সারাদেশে যে মিথ্যাচার ও আইন বহির্ভুত কাজে লিপ্ত হয়েছেন তা নিবারন' প্রসঙ্গে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১৪ জন সরকার দলীয় সংসদ সদস্য প্রায় ২ ঘন্টা ২৮ মিনিট আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

বিধি ৭১ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা:

এই ১৯টি অধিবেশনে কার্যপ্রণালী বিধি ৭১-এ মোট ৭৩৮০টি নোটিস দেওয়া হয় যার মধ্যে ৬২০৫টি সরকারি দলের, ৯৯৮টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ১৬২টি অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র) সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত হয়। নোটিসগুলোর মধ্যে ৪৪২ টি নোটিস আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। গৃহীত নোটিসগুলোর মধ্যে ৪১৯টি নোটিস সরকারি দলের, ১৩টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ১০টি অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত। গৃহীত নোটিসের মধ্যে ২৮৪টি নোটিস ১২৬ জন সদস্য কর্তৃক সংসদে আলোচিত হয় এবং মন্ত্রীরা সরাসরি সেগুলোর উত্তর দেন। নোটিসের বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক নোটিস (৩৫টি) যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত।[৮৪]

উল্লেখ্য, যেসকল নোটিস গৃহীত হলেও সদস্যদের অনুপস্থিতির কারণে সংসদে আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়না সেগুলোর বিষয়বস্তু জানা সম্ভব হয় না।

গৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনায় মোট ব্যয়িত সময়ের মধ্যে সংসদ সদস্যরা প্রায় ২৩ ঘন্টা ০৪মিনিট এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা বিবৃতি দিতে প্রায় ২৩ ঘন্টা ৪১ মিনিট সময় ব্যয় করেন। এ পর্বে সরকারি দলের ১১৭ জন সদস্য ২৭০টি, প্রধান বিরোধী দলের ৮ জন সদস্য ৮টি এবং অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য ৬টি নোটিস নিয়ে আলোচনা করেন।

বিধি ৭১ (ক) অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা:

উপস্থাপিত নোটিসের মধ্যে যেসকল নোটিস গ্রহণ করা হয়নি তার মধ্যে মোট ২২৫৪টি নোটিসের ওপর মোট ২৭১ জন সদস্য প্রায় ১০৫ ঘন্টা ৪৯ মিনিট তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এদের মধ্যে ২৫ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ৬৬ টি নোটিস এবং ১ জন অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য ১৮টি নোটিস সম্পর্কে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের

[৮৪] বিস্তারিত: পরিশিষ্ট ৭।

কার্যক্রম সম্পর্কিত নোটিসের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী (৩৩০টি)।[৮৫] উল্লেখ্য এই বিধিতে নোটিস সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবেও সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অবগত করা হয়।

সারণি ৫.২: সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব

কার্যক্রম	মোট সদস্য	সরকারি দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র)
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	১১১	১০৩	৭	১
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	২৮৪	২৫৫	২৮	১
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১)	১০৭	১০০	৬	১
সাধারণ আলোচনা (বিধি ১৪৬, ১৪৭)	৯৬	৯৩	২	১
জন-গুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিসের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১)	১২৬	১১৭	৮	১
জন-গুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিসের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১-ক)	২৭১	২৪৫	২৫	১
জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (বিধি ৬৮)	১৪	১৪	-	-

মুলতবি প্রস্তাব

মূলতবি নোটিসের সংখ্যা

নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনে ১১৫টি, দ্বিতীয় অধিবেশনে ৭টি, তৃতীয় অধিবেশনে ৫৯টি, ৪র্থ অধিবেশনে ৯৯টি, ৫ম অধিবেশনে ১৫টি, ৬ষ্ঠ অধিবেশনে ৩৫টি এবং ৭ম অধিবেশনে ৬০টি, অষ্টম অধিবেশনে ১৪৪টি, নবম অধিবেশনে ৩৪টি, দশম অধিবেশনে ১১টি, একাদশ অধিবেশনে ৬৬টি, দ্বাদশ অধিবেশনে ৮৭টি, ত্রয়োদশ অধিবেশনে ২০টি, চতুর্দশ অধিবেশনে ২৫টি, পঞ্চদশ অধিবেশনে ৫টি, ষষ্ঠদশ অধিবেশনে ৩৬টি, সপ্তদশ অধিবেশনে ৭টি, অষ্টাদশ অধিবেশনে ৭৩টি এবং উনবিংশতিতম অধিবেশনে ১৯টি মুলতবি প্রস্তাবের নোটিস পাওয়া যায় ।

মূলতবি নোটিসের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ

কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী স্পিকার কর্তৃক বিধিসম্মত মনে না হওয়ার কারণে এবং নোটিসদাতা সদস্যরা অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকায় উত্থাপিত না হওয়ার কারণে নোটিসগুলো (মোট ৯১৭টি) বাতিল হয়ে যায়।

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

- প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের ফলে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে তাদের অনুপস্থিতি সংসদে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালনে প্রতিবন্ধক।
- সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সদস্যরা বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশ্ন, নোটিস উপস্থাপন, জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন, সাধারণ আলোচনা পর্বগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৯-১৩ সালের ১৯টি অধিবেশনে মোট ৩২১ জন সংসদ সদস্য এই পর্বগুলোর কোন না কোন পর্বে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ২৯ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ১ জন অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র) সদস্য। সরকারি দলের ৩ জন সদস্য সকল পর্বে অংশ নেন। ৬টি পর্বে অংশ নিয়েছেন এমন সদস্য সংখ্যা ১৬ জন। সর্বনিম্ন ১টি পর্বে অংশ নিয়েছেন এমন সদস্য ৪১ জন। মোট ২৯ জন সদস্য (৮.৩%) কোন পর্বের আলোচনায় অংশ নেননি।
- মুলতবি প্রস্তাব সংসদে আলোচনার জন্য গৃহীত না হওয়াকে প্রধান বিরোধী দল তাদের সংসদ বর্জনের কারণ হিসাবে উল্লেখ করে থাকে। অন্যদিকে আরেকটি পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সংসদে আলোচনার জন্য যেসকল মুলতবি প্রস্তাবের নোটিস দেওয়া হয় তার অনেকগুলো অধিবেশনের অন্য কার্যক্রমে (জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস ও প্রশ্নোত্তর পর্বে) আলোচিত হওয়ার

[৮৫] বিস্তারিত- পরিশিষ্ট ৮।

সুযোগ রয়েছে। তাই এক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জন পরিহার করে সংসদে উপস্থিত থেকে আলোচনা পর্বে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অনেক গুরুত্ব বহন করে।

- সাধারণ আলোচনার বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় ২য় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (খসড়া) এবং জাতীয় শিক্ষানীতি সংশ্লিষ্ট জাতীয় বিষয় আলোচনা করা হয় যা আলোচ্য সময়ের প্রেক্ষাপটে ইতিবাচক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

- সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধনী)-এর ১৪৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন চুক্তি ছাড়া বিদেশিদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান থাকলেও পূর্ববর্তী অধিবেশনগুলোর মতই এধরণের কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি। উল্লেখ্য বর্তমান সরকারের সময় ৩৭টি দেশের সাথে মোট ১৩৮টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক ও প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে।[৮৬]

- সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের নোটিসগুলোর মধ্যে ***''দেশের চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের দ্রুত বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা'' এবং 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্য যারা বাঁধাগ্রস্থ করছে তাদের বিরূদ্ধে সংসদে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিধি বিধান গ্রহণ করা'***-র প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়া বর্তমান সরকারি দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের ক্ষেত্রে একটি পদক্ষেপ।

সার্বিকভাবে সংসদের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রধান বিরোধী দলের ধারাবাহিক সংসদ বর্জন সংসদ কার্যকর করার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রতিবন্ধক। সংসদের মূল তিনটি কাজের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব ও তদারকি নিশ্চিত করার জন্য সরকারি দলের পাশাপাশি প্রধান বিরোধী দলের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে তাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটেনি।

জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কমিটির ভূমিকা

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় কমিটি ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের ৭৬ ধারায় সংসদ সদস্যদের নিয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠনের বিষয় বর্ণিত আছে।[৮৭] এছাড়া কার্যপ্রণালী বিধিতেও এবিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।[৮৮] দেশের নির্বাহী ও আইন বিভাগের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরিতে সহায়তা করে সংসদীয় কমিটি। এই কমিটিগুলো সংসদের পক্ষে নির্বাহী বিভাগের কাজের যেমন পর্যালোচনা করে তেমনি প্রয়োজনীয় তদন্ত সাপেক্ষে বিকল্প নির্দেশ প্রদান করতে পারে। একটি দেশের কমিটি ব্যবস্থা যত বেশি শক্তিশালী ও কার্যকর, সে দেশের পার্লামেন্টও তত বেশি গতিশীল ও সফল। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি গঠন প্রক্রিয়া, কমিটির প্রকারভেদ ও কর্মপরিধি এবং নবম সংসদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটির গঠন প্রক্রিয়া, কর্মপরিধি ও ক্ষমতা

কার্যপ্রণালী বিধিতে সংসদীয় কমিটির গঠন, মেয়াদ, কার্যপ্রক্রিয়া ও কর্মপরিধি সম্মন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সংসদে গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক কমিটির সদস্যরা নিযুক্ত হয়ে থাকেন। কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। সংসদ পূর্ব হতে মনোনীত না করে থাকলে সদস্যরা তাদের মধ্য হতে একজনকে কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করবেন। সভাপতি যদি কমিটির কোনো বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, কিংবা অন্য কোনো কারণে তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন, তা হলে কমিটি অপর কোনো সদস্যকে উক্ত বৈঠকের সভাপতি নির্বাচিত করবে। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংসদ কর্তৃক গঠিত কোনো বিশেষ কমিটি ছাড়া কমিটির মেয়াদ সংসদের মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে।[৮৯]

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাজ হচ্ছে সংসদ কর্তৃক কমিটিতে প্রেরিত যেকোনো বিল বা বিষয় পরীক্ষা করা, কমিটির আওতাধীন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যালোচনা করা, মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা এবং কমিটি যথোপযুক্ত মনে করলে উক্ত কমিটির আওতাধীন যেকোনো বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা করা ও সুপারিশ প্রদান করা।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে কমিটিগুলোর কর্মপরিধি ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। সে অনুযায়ী কমিটির কর্মপরিধি ও ক্ষমতা[৯০] নিম্নরূপ -

---

[৮৬] *Bangla News 24.com,* ৬ মার্চ, ২০১৩।

[৮৭] অনুচ্ছেদ ৭৬(১); *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*।

[৮৮] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, অনুচ্ছেদ ১৮৭-২৬৬।

[৮৯] বিস্তারিত জানতে *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি* ১৮৭-২১৮ দ্রষ্টব্য।

[৯০] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৬।

- কমিটি খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করতে পারবে;
- আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করতে পারবে;
- জনগুরুত্বসম্পন্ন বলে সংসদ কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করলে সে বিষয়ে কোনো মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করতে পারবে এবং কোনো মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তর লাভের ব্যবস্থা করতে পারবে; এবং
- সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করবে।

সংবিধানের ৭৬ (৩) অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে নিম্নোক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে-
(১) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোনো উপায়ে অধীন করে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণের, এবং
(২) দলিলপত্র দাখিল করতে বাধ্য করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে।

অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা

বিভিন্ন দেশে সংসদীয় কমিটির গঠন ও কর্মপদ্ধতি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, যেমন

- ভারত এবং যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে সরকারি হিসাব সংক্রান্ত কমিটিতে সভাপতি হিসাবে বিরোধী দলের একজন সদস্যকে নির্বাচিত করা হয়। অন্যান্য সংসদীয় কমিটির সভাপতির ক্ষেত্রে সরকার এবং বিরোধী দলীয় সদস্যদের পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়। এই সংসদীয় কমিটিগুলোর সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংসদের স্পীকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ যেখানে প্রত্যক্ষভাবে তিনি তাদেরকে মনোনয়ন দেন।
- যুক্তরাষ্ট্রে সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন করা হয় গোপন ভোটের ভিত্তিতে এবং কমিটির শুনানিসমূহ সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।
- ভারত এবং অস্ট্রেলিয়াতে সংসদীয় কমিটির সুপারিশ যদি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী অগ্রাহ্য করেন তবে এই সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার জন্য তাকে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে।
- অস্ট্রেলিয়াতে সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপনের ৩ মাসের মধ্যে, ভারতে ৬ মাসের মধ্যে এবং কানাডাতে ২ মাসের মধ্যে এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর গৃহীত পদক্ষেপ সংসদে জানাতে হয়।
- সুইডেন এবং স্পেনে সাংবাদিকরা কমিটির অধিবেশন গুলোতে উপস্থিত থাকতে পারেন।
- কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কেম্যান আইল্যান্ডে সংসদীয় কমিটির কার্যবিবরণী জনগণের জন্য উন্মুক্ত।
- কানাডাতে সংসদ সদস্য যিনি কমিটির সদস্য নয় তিনিও কমিটির কার্যবিবরণীতে অংশ নিতে পারবেন কিন্তু তার ভোটাধিকার থাকবে না বা তিনি কমিটির কোরাম পূরণে সহায়তা করতে পারবেননা। এখানে ক্যামেরাতে ধারণকৃত কমিটি মিটিং ছাড়া অন্যান্য মিটিংগুলো সরাসরি ইন্টারনেটে সম্প্রচারিত হয়। কমিটিগুলো তাদের রিপোর্ট প্রদানের ১২০ দিনের মধ্যে তাদের সুপারিশমালার প্রেক্ষিতে সরকারের কাছে মতামত জানতে চাইতে পারেন।
- দক্ষিণ অফ্রিকাতে সংসদীয় কমিটিগুলো জনগণ এবং গণমাধ্যমের কাছে উন্মুক্ত।

নবম সংসদে স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যক্রম

নবম সংসদে ৫৩টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংসদীয় কমিটির কর্মপরিধি ও ক্ষমতার প্রেক্ষিতে কমিটির সফলতা যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলো হচ্ছে কমিটির বৈঠক, কমিটির সদস্যদের উপস্থিতি, কমিটির সুপারিশ ও সুপারিশ বাস্তবায়ন, কমিটির প্রতিবেদন, আলোচনার বিষয়বস্তু ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল।

কমিটি গঠন

নবম সংসদ গঠনের পর সংসদকে কার্যকর করার লক্ষ্যে যে ইতিবাচক পদক্ষেপ দেখা যায় তার মধ্যে অন্যতম ছিলো প্রথম অধিবেশনেই সবগুলো কমিটি গঠন, কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্যদের রাখা, দুইটি কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্যের সভাপতিত্ব ইত্যাদি। কমিটি বেশ কয়েকবার পুনর্গঠিত হয়। মন্ত্রণালয় ও কমিটির সর্বশেষ পুনর্গঠন অনুযায়ী কমিটির সংখ্যা ৫৩টি। তন্মধ্যে ৪০টি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি। তবে এর বাইরে আরো একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছিলো সংবিধান সংশোধনকল্পে এবং ১টি খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যা পরে বিলুপ্ত করা হয়। এছাড়া খাদ্য, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিভক্ত হয়ে ২টি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠিত হওয়ার পর এ সম্পর্কিত ২টি পৃথক স্থায়ী কমিটিও গঠন করা হয়। সংসদে বিশেষ উদ্দেশ্যে উপ-কমিটিও গঠন করা হয়। নবম সংসদ গঠিত হবার পর থেকে শেষ পর্যন্ত ১৮৩টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির বৈঠক

কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটির মাসে অন্তত একটি বৈঠকে মিলিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে[৯১]। সার্বিকভাবে ৫৩টি কমিটি মোট ২০৪৩টি এবং গঠিত ১৮৩টি উপ-কমিটি ৬৫০টি বৈঠক করে।[৯২] (বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ৯)
নবম সংসদের কমিটি গঠনের পর থেকে পাঁচ বছরে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর মধ্যে ১৩টি কমিটি কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রতি মাসে ১টি করে বৈঠক করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সর্বনিম্ন তিনটি বৈঠক করেছে। ৫৩টি কমিটির মধ্যে সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ ১৩২টি বৈঠক করে। আর সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯১টি বৈঠক করে। তবে এক্ষেত্রে অষ্টম সংসদের তুলনায় ইতিবাচক অবস্থান লক্ষ করা যায়। কারণ অষ্টম সংসদের ২০০১ সালের অক্টোবরে শুরু হলেও এর প্রায় এক বছর ছয়মাস অতিক্রান্ত হবার পর ২০০৩ সালের ৩১ জুলাই কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৯৩] তবে কমিটির বৈঠকের ক্ষেত্রে অষ্টম সংসদের ন্যায় একই বাস্তবতা লক্ষ করা যায়।

১০টি কমিটি (মৎস্য ও পশু; কৃষি; শ্রম; সমাজকল্যাণ; শিক্ষা; বিদ্যুত ও জ্বালানী; আইন, বিচার ও সংসদ; সরকারি প্রতিশ্রুতি; বাণিজ্য এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি) এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইউএসএইড, ইউকেএইড এবং ইউএনডিপি'র অর্থায়নে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করে বৈঠক করেছে। শুধু মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কমিটি সরকারি অর্থায়নে বৈঠক আয়োজন করে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলোতে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু, কমিটির পুনর্গঠন, বৈঠক সংখ্যা, বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও তা বাস্তবায়ন এবং সংসদে উপস্থাপিত প্রতিবেদন সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি: ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ৪র্থ বারের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৪৬ টি বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু চলমান রয়েছে। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তরের প্রকল্পভিত্তিক সার্বিক কাজের সর্বশেষ অগ্রগতি, VGD বরাদ্দ, CEDAW বাস্তবায়ন ও এর প্রতিবন্ধকতা, শিশুর কল্যাণমূখী ও সংবেদনশীল বাজেট, শিশু আইন এবং পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইনের ওপর আলোচনা ইত্যাদি।

ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি: ধর্ম মন্ত্রনালয়ে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ২য় বারের মত পুনর্গঠিত হয়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই কমিটি সর্বমোট ৪৫টি বৈঠকে মিলিত হয়ে ১৯৩ টি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসহ ৩২টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তার মধ্যে বাস্তবায়ন হয় ২৪টি। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের গড় হার ৭৫%। কমিটির বৈঠকে আলোচিত বিষয়বস্তু মধ্যে হজ্জ, ওয়াকফ প্রশাসন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, Islamic Foundation (Amendment) এবং Waqfs (Amendment) Bill পরীক্ষা-নিরীক্ষা, জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকার্‌রম এর খতিবের চাকুরীর বয়স সীমা নির্ধারণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি: উক্ত কমিটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ২৬টি বৈঠকে মিলিত হয়ে ১৩৭ টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার মধ্যে ৬২টি বাস্তবায়িত, ৫৪টি বাস্তবায়নাধীন এবং ২১টি বাস্তবয়িত হয় নি। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের গড় হার ৭৫%। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পেশাগত দক্ষতা, যুগোপযোগিতা ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড এ কমিটি পর্যালোচনা করছে। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল প্রতিরক্ষা নীতির খসড়া, তিন বাহিনীর পুরাতন বিধি/বিধান, SPARSO, সমিরিক ভূমি, সেনানিবাস, জিজিডিপি, ক্যাডেট কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকান্ডের ওপর আলোচনা ইত্যাদি।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি: ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ৪র্থ বারের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে সংসদের মেয়াদ পর্যন্ত মোট ২৪টি বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত ও তা বাস্তবায়িত হয় এবং কিছু চলমান রয়েছে। প্রতি বৈঠকে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার ছিল ৫৮%। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু হলো- জুট মিল (কওমি), বিশ্ববাজারের চাহিদার প্রেক্ষিতে দেশীয় কাঁচা পাটের উৎপাদন, দপ্তর/অধিদপ্তরে সংঘটিত দুর্নীতি,

[৯১] *কার্যপ্রণালী বিধির* ২৪৮ বিধি অনুযায়ী।
[৯২] ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত (জাতীয় সংসদ সচিবালয় থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী)।
[৯৩] অষ্টম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রথম রিপোর্ট, নভেম্বর ২০০৫।

বিটিএমসি এর সার্বিক পরিস্থিতি, পাট ক্রয় ও গুদামজাত করণ, প্রান্তিক কৃষকদের জন্য পাটের স্বাভাবিক বাজারদর নিশ্চিতকরণ, রেশম বোর্ড এবং বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ এর সর্বিক পরিস্থিতি ও কার্যক্রম ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ ১০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি ১ম বারের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ২৯টি বৈঠকে মিলিত হয়ে ১৪০টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার মধ্যে ৭৭টি বাস্তবায়িত, ৩৫টি বাস্তবায়নাধীন এবং ২৮টির বাস্তবায়ন হয় নি। প্রতি বৈঠকে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার ছিল ৬৩%। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে উপজাতি ও বাঙ্গালীদের বসতবাড়িতে অগ্নি সংযোগসহ উদ্ভত পরিস্থিতি, ঘটনার কারণ ও সম্ভাব্য সমাধান, উপজাতীয় ছাত্র-ছত্রীদের শিক্ষার মান, চাকুরীতে কোটা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে বিশেষ সুবিধা, বিদ্যুৎ ও পানি ববস্থার উন্নয়ন, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতার প্রতিষ্ঠা, এনজিও ও মনিটরিং সেলের কার্যক্রম, পর্যটন শিল্প স্থাপন, তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সমস্যাসহ সার্বিক পরিস্থিতির ওপর আলোচনা।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ৩য় বারের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ২৮টি বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকে ৬৮টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার মধ্যে ২২টি বাস্তবায়িত এবং কিছু চলমান রয়েছে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের গড় হার ৩২.৩৫%। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল- বাউল শিল্পীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন, বিদেশে শিল্পী প্রেরণ, শিল্পীদের সম্মানী ভাতা, জেলা শিল্পকলা একাডেমি অফিস গুলোর সার্বিক কার্যক্রম, জাতীয় আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অনিয়ম, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর উন্নয়ন, বৈশাখী মেলা আয়োজন, বরাদ্দকৃত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপর আলোচনা ইত্যাদি।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ ১০ সদস্য বিশিষ্ট উক্ত কমিটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাট ৩৭টি বৈঠকে মিলিত হয়ে ২৮৫টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার মধ্যে ১০১টি বাস্তবায়িত, ১৩৮ টি বাস্তবায়নাধীন এবং ৪৬টির বাস্তবায়ন হয় নি। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের গড় হার ৩৫.৪৩%। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল- মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত সংস্থাগুলোর বিভিন্ন ক্রটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করে সমস্যাবলীর বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ, টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি, বিকেএসপি এর সার্বিক কার্যক্রম, বিভিন্ন জেলার ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ, বাংলাদেশে বিলুপ্তপ্রায় খেলাধুলার পুনঃপ্রচলন, ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ সহ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোচনা।

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ উক্ত কমিটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৪২টি বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু চলমান রয়েছে। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তরের প্রকল্পভিত্তিক সার্বিক কাজের সর্বশেষ অগ্রগতি, গ্রামীণ অবকাঠামো, রোহিঙ্গা ইস্যু, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলার আগাম সতর্কীকরণ সংক্রান্ত, কাবিখা, কাবিটা, টি আর, বিশেষ বরাদ্দ প্রকল্পের ওপর আলোচনা ইত্যাদি।

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ৪র্থ বারের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৬৬টি বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু চলমান রয়েছে। প্রতি বৈঠকে গড় উপস্থিতির হার ছিল ৫২%। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল- জাতীয় রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, পুঁজিবাজার কার্যক্রম, বাংলাদেশ ক্ষুদ্রঋণ, Public-Private Partnership বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা, জাতীয় বাজেট. বীমা শিল্প, ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম, বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি এবং বিদ্যমান মূল্যস্ফীতি, দেশের সামষ্ঠিক অর্থনীতির মূল গতিধারাসমূহের বর্তমান হালচাল, বাংলাদেশের সকল সরকারি ব্যাংকের কার্যক্রম সহ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোচনা।

ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ৩য় বারের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৫৪টি বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু চলমান রয়েছে। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল- ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওয়তাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর/সংস্থা, ভূমি রের্কড ও জরীপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড এর দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত নানাবিধ জটিল সমস্যারসমূহ, Land Zoning এর অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত, Land Resume এর পরিমাণ, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের AC Land

Office তদন্ত না করা, বনভূমির রেকর্ডীয় জমির গেজেট প্রকাশ, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আরএম রেকর্ড সংরক্ষণ সহ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোচনা।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৫৯টি বৈঠকে মিলিত হয়। ৫৯টি বৈঠকের ওপর ভিত্তি করে মোট ৩টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপিত হয়। উক্ত বৈঠকসমূহে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু চলমান। প্রতি বৈঠকে গড় উপস্থিতির হার ছিল ৬১%। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল ঢাকা সহ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে যানযট নিরসনকল্পে স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা ওয়াসা, রোড টান্সপোর্ট অথোরিটি (বিআরটিএ), ঢাকা টান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন বোর্ড (বিটিসিবি) এর সার্বিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ এর উৎপাদন ও বিপনন, উপজেলা পরিষদ আইন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি, জনবল নিয়োগ, একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি, এলজিইডি চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পসহ সার্বিকভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তর পরিদপ্তরের কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন ও দুর্নীতি প্রতিরোধে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার ওপর আলোচনা ইত্যাদি।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ৪র্থ বারের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৫৩টি বৈঠকে মিলিত হয়। ৫৩টি বৈঠকের ওপর ভিত্তি করে মোট ৪টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপিত হয়। উক্ত বৈঠকসমূহে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু চলমান। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের এবং মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও ভবিষৎ পরিকল্পনা, বর্তমান অবস্থা, চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি ও রূপকল্প ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া ২০১২-২০১৩ বছরের এডিপি খাতওয়ারী ব্যায়ের পর্যালোচনা এবং ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল্যায়ন এবং অর্জন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ ১০ সদস্য উক্ত কমিটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৪৫টি বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকে ১৪৬টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার ২২টি বাস্তবায়িত এবং কিছু চলমান রয়েছে । সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের গড় হার ১৫.০৭%। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল- বিআইডব্লিউটিসি এর সার্বিক কার্যক্রম, বিআইডব্লিউটিসি এর ড্রেজিং, মংলা বন্দরের ডেজিং ও Outer anchorage (Bar) সহ সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম, স্থলবন্দরের সার্বিক কার্যক্রম, বিআইডব্লিউটিসি এর উন্নয়ন কার্যক্রম, খানপুরে আইসিডির অগ্রগতি, মেরিন একাডেমীর সার্বিক কার্যক্রম, বন্দরের সার্বিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা।

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ৪র্থ বারের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৩৬টি বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু চলমান রয়েছে। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল উপকূলীয় এলাকার দূর্গত মানুষের সাহায্যার্থে দেড়গুন ভাতা, অসমাপ্ত প্রকল্প রাজস্ব খাতে স্থানান্তর, প্রশিক্ষণ, বেসরকারী সমাজকল্যান প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী, উপজেলা পর্যায়ে রোগীদের রোগীকল্যাণ এর আওয়তায় আনা, শিশু পরিবার কেন্দ্রগুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনা সহ বিভিন্ন অনুদান ভাতার ওপর আলোচনা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ ১০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি ৩য় বারের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ২৮টি বৈঠকে মিলিত হয়ে ৮১ টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার মধ্যে ৬০% বাস্তবায়িত, ৬% আংশিক বাস্তবায়িত, ১৯% বাস্তবায়নাধীন এবং ১৫% বাস্তবায়ন হয় নি। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা, বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, বিজ্ঞন ও তথ্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিল যেমন- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধনী) বিল, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিল, ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি বিল যাচাই-বাছাই, মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থাগুলোর কার্যক্রমে জবাবদিহিতা ও

স্বচ্ছতা আনয়ন, কম্পিউটারসহ আনুষঙ্গিক সারঞ্জামাদি প্রদান, ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র, অর্গানোগ্রাম যুগোপযোগি, এইআরই শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, ইনষ্টিটিউট অব মাইনিং মিনারোলজি এন্ড মেটালার্জির কার্যক্রম ও ভবিষৎ পরিকল্পনার ওপর আলোচনা ইত্যাদি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি: ১১ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি **১**ম বারের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট **১২**টি বৈঠকে মিলিত হয়ে ৬৫টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রতি বৈঠকে গড় উপস্থিতির হার ছিল ৬৩%। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল তথ্য মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত সংস্থার বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণসহ সমস্যার সমাধান এবং কিভাবে সেগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি: ১০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি ২য় বারের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৩৬টি বৈঠকে মিলিত হয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রতি বৈঠকে গড় উপস্থিতির হার ছিল ৬৯%। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত সংস্থার বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণসহ সমস্যার সমাধান এবং কিভাবে সেগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান। তাছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের (বিআর) সার্বিক কার্যক্রম, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতি, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) এর সার্বিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি: ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি মাত্র **১** বারের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৫১টি বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু চলমান রয়েছে। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল- মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত বিভিন্ন দপ্তর এর সার্বিক কার্যক্রম, কিভাবে এ দপ্তর ও সংস্থাগুলোকে জনগণের সেবা প্রদানের পাশাপাশি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা ও সুপারিশ প্রদান। তাছাড়া, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে যুগোপযোগি ৩টি আইন, ২জি, ৩জি লাইসেন্স, কুরিয়ার সার্ভিসের আইনি কাঠামো, ডাক বিভাগের Brand name প্রবর্তন, আটিসি লাইসেন্স, আন্তজর্তিক কল আদান-প্রদানের চার্জ কমানো সহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি: উক্ত কমিটি শুরু থেকে সংসদের মেয়াদ পর্যন্ত মোট ৩০টি বৈঠকে মিলিত হয়ে কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং বেশ কিছু বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রতি বৈঠকে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার ছিল ৬০%। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল পোষাক কারখানা শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ, শ্রম আইন সংশোধনী, শ্রম নীতি ও শ্রম আইনের খসড়া সহ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থা সমূহের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণসহ সমাধানের উপায়, সামগ্রিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি করে কিভাবে এ দপ্তর/সংস্থাগুলোকে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিনত করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা ও সুপারিশ প্রদান।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি: ১০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি **১**ম বারের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৫২টি বৈঠকে মিলিত হয়ে **১**৪**১**টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রতি বৈঠকে গড় উপস্থিতির হার ছিল ৫৮%। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত সংস্থার বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণসহ সমস্যার সমাধান এবং কিভাবে সেগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি: উক্ত কমিটি শুরু থেকে সংসদের মেয়াদ পর্যন্ত মোট ৩৬ টি বৈঠকে মিলিত হয়ে **১**৩৩টি গুরুত্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত, এবং বেশ কিছু বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল পনি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত সংস্থাগুলোর ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করে সমস্যাবলীর বিস্তারিত পর্যালোচনা পর প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান সহ বিভিন্ন বাঁধ, নদী রক্ষা বাঁধ, ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর জন্য গৃহীত পরিকল্পনা, কোন কোন প্রকল্প Phase Wise করার বিষয়ে বিবেচিত হচ্ছে তা পর্যালোচনা, বাংলাদেশে হাওড় ও জলভূমি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম ও চলমান প্রকল্প সমূহের ওপর আলোচনা ইত্যাদি।

তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ ১০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি ৩য় বারের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৪৮টি বৈঠকে মিলিত হয়ে ২১৯টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার মধ্যে ৩৯টি বাস্তবায়িত এবং বাকিগুলো বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার ১৭.৮১%। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল তথ্য মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত সংস্থার বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণসহ সমস্যার সমাধান এবং কিভাবে সেগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান, এফডিসি ও ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক পরিচালনা বিষয়ের তদন্তপূর্বক সমস্যা চিহ্নিতকরণ সহ এর সার্বিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) এর কার্যক্রম, ফিল্ম আর্কাইভস্ এর কার্যক্রম, বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের মানোন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতপূর্বক তা সমাধান, বাংলাদেশ বেতারের সার্বিক কার্মকান্ড পর্যালোচনা, তথ্য অধিকার বিল সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন বিলের ওপর আলোচনা ইত্যাদি।

কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ উক্ত কমিটি শুরু থেকে সংসদের মেয়াদ পর্যন্ত মোট ৪৫টি বৈঠকে মিলিত হয়। ৪৩টি বৈঠকের ওপর ভিত্তি করে মোট ৩টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপিত হয়। উক্ত বৈঠকসমূহে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু চলমান। প্রতি বৈঠকে গড় উপস্থিতির হার ছিল ৭৪%। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল-কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, বিভিন্ন সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ, দেশের প্রথিতযশা কৃষি বিজ্ঞানীদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদির বিচার বিশ্লেষণ-পূর্বক বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান, কৃষি নীতি ২০১৩ চুড়ান্তকরণ, বাংলাদেশের কৃষি বিপনন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও পুনসংস্কার সহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ ১০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি ২য় বারের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৪০টি বৈঠকে মিলিত হয়। ৩৬টি বৈঠকের ওপর ভিত্তি করে মোট ২টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপিত হয়। উক্ত বৈঠকসমূহে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু চলমান। প্রতি বৈঠকে গড় উপস্থিতির হার ছিল ৭৬%। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল এমপিওভুক্তি, কৃষি ডিপ্লোমা ইনষ্টিটিউটগুলোর জনবল এমপিওভুক্তি, উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টাইম স্কেল প্রদান, মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও কভার ক্রয়, টিকিউআই প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও কার্যক্রম সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্পের অগ্রগতি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর আলোচনা ইত্যাদি।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ ১০ সদস্য বিশিষ্ট উক্ত কমিটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৪৮টি বৈঠকে মিলিত হয়ে উক্ত বৈঠকসমূহে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু চলমান। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত সংস্থার বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণসহ সমস্যার সমাধান, হজ্জ্ব ফ্লাইট, সিএবির সার্বিক বিষয়, বিমান সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়, এয়ার লাইন্স লিমিটেডের সার্বিক বিষয় ও ঐ সংস্থাগুলোকে কিভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের ওপর আলোচনা ইত্যাদি।

শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ ১০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি ৪র্থ বারের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৩২টি বৈঠকে মিলিত হয়। ৩২টি বৈঠকের ওপর ভিত্তি করে মোট ২টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপিত হয়। উক্ত বৈঠকসমূহে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু চলমান। প্রতি বৈঠকে গড় উপস্থিতির হার ছিল ৭০%। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল- মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, বিসিআইসির নিয়ন্ত্রনাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম, সার ক্রয় সংক্রান্ত অনিয়ম বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন, খাদ্যে ভেজাল রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশে প্রয়োজনীয় করণীয় সহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ ১০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি ৩য় বারের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৫২ টি বৈঠকে মিলিত হয়। উক্ত বৈঠকসমূহে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু চলমান। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল পুলিশ বাহিনীর সার্বিক কার্যক্রম বিশেষ করে নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সার্বিক কার্যক্রম, পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৭, OC কে ১ম শ্রেণীতে

উন্নীতকরণ, টাইম স্কেল, বাজেট বরাদ্দ, PRP, পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন পরিদপ্তরের কার্যক্রম, পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি সহ সার্বিক আইন-শৃঙ্খলার ওপর আলোচনা ইত্যাদি।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি: ১০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি ৩য় বারের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৩৬টি বৈঠকে মিলিত হয়। ৩৪টি বৈঠকের ওপর ভিত্তি করে মোট ২টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপিত হয়। উক্ত বৈঠকসমূহে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু চলমান। প্রতি বৈঠকে গড় উপস্থিতির হার ছিল ৬৬%। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং এর অধিনস্ত দপ্তর/সংস্থাগুলোর বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় পরিবেশ ও বনের সুষ্ঠ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধন্তে ও Forest (Amendment) Act ২০১২ বিলের ওপর আলোচনা ইত্যাদি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি: ১০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি ৫ম বারের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ২৩টি বৈঠকে মিলিত হয়। উক্ত বৈঠকসমূহে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু চলমান। এ সকল বৈঠকে বিশ্বের সকল দেশে বিশেষত: প্রতিবেশি দেশসমূহের সাথে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে সম্পর্ক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক, কুটনীতিক সম্পর্ক জোরদারকরণ, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর ফলপ্রসূ করার প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ গ্রহণ, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের ভাগ্যোন্নয়ন, কর্মসংস্থানের উৎস সন্ধানসহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মিশনসমূহের সমস্যা পর্যালোচনাপূর্বক সমাধানের সুপারিশ প্রদান এবং কার্যাবলী গতিশীল করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি: ১০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি ৫ম বারের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৫৪টি বৈঠকে মিলিত হয়। উক্ত বৈঠকসমূহে ২৭৮টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার মধ্যে ১২২টি বাস্তবায়িত এবং কিছু চলমান। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার ৪৩.৪৮%। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং বিভাগ দুটির অধীনস্ত বিভিন্ন সংস্থা, কর্পোরেশন, কোম্পানীসমূহের আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনাপূর্বক গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সুপারিশ, সরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহের বর্তমান উৎপাদন পরিস্থিতি, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, জিটিসিএল এর নতুন সঞ্চালন লাইন নির্মানের কার্যক্রম, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান, সেচ মৌসুমে বিদ্যুৎ বিভাগের পরিকল্পনা, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ইত্যাদি।

মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি: ১০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৩৯টি বৈঠকে মিলিত হয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রতি বৈঠকে গড় উপস্থিতির হার ছিল ৭০%। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত সংস্থার বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণসহ সমস্যার সমাধান এবং কিভাবে সেগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান। এছাড়া মৎস্য ও প্রাণি খাদ্য বিল, মৎস্য ও হ্যাচারী বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রতিবেদন, মৎস আইন ও নীতিমালা পর্যালোচনা, ঢাকা চিড়িয়াখানার সার্বিক কার্যক্রমসহ সকল প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতির ওপর আলোচনা ইত্যাদি।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি: ১০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি ১ম বারের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৩২টি বৈঠকে মিলিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল প্রবাসী ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণসহ সমাধানের সামগ্রিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি করে কিভাবে সেগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান। ওয়ানস্টপ সার্ভিস কাম হোস্টেল কমপ্লেক্স সম্পসারণ, মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি রপ্তানীর বর্তমান অবস্থা, বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে লেবার উইং এর কার্যক্রম প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের কার্যক্রম, প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির ওপর আলোচনা ইত্যাদি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ ১০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৩৮টি বৈঠকে মিলিত হয়। ৩৮টি বৈঠকের ওপর ভিত্তি করে মোট ৩টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপিত হয়। উক্ত বৈঠকসমূহে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু চলমান। প্রতি বৈঠকে গড় উপস্থিতির হার ছিল ৯২%। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি, বেসরকারী রেজিষ্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের দ্রুত জাতীয়করণের উদ্যোগ, শিক্ষকদের জাতীয়করণ, Total Literacy Movement (TLM) প্রকল্প, উপবৃত্তি, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলনের ওপর আলোচনা ইত্যাদি।

আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটিঃ ১০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৭৮টি বৈঠকে মিলিত হয়ে ২৬৪টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু চলমান। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল- কমিটি এ পর্যন্ত কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৪ বিধি অনুযায়ি মহান সংসদ কর্তৃক প্রেরিত ৪৭ টি গুরুত্বপূর্ণ বিল সহ সর্বমোট ৯১টি বিষয়ের উপর আলোচনা, বিল ভিত্তিক কমিটি রির্পোট, কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির ওপর আলোচনা ইত্যাদি।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ ১০ সদস্য বিশিষ্ট উক্ত কমিটি ৩য় বাবের মত পুনর্গঠিত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৫৫টি বৈঠকে মিলিত হয়ে ৩৩২টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার মধ্যে ১৪৪টি বাস্তবায়িত, ৪২টি আংশিক বাস্তবায়িত, ৬৮টি বাস্তবায়নাধীন এবং ৭৮টির বাস্তবায়ন হয় নি। প্রতি বৈঠকে গড় উপস্থিতির হার ছিল ৮৩%। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ভিশন-২০১২ বাস্তবায়নের জন্য সকল নাগরিকের জন্য আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে ঢাকার চারিদিকে স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণ, উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পিত আবাসিক প্রকল্প গ্রহণ, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জন্য উত্তরায় ২২০০ ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণসহ গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তরের ফ্ল্যাট নির্মাণের অগ্রগতি, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি, রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা আইন, কক্সবাজার উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার সর্বশেষ অবস্থা, সিডিএ এর ডিএপি'র বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশদভাবে পর্যালোচনা, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্স ইনষ্টিটিউট এর সার্বিক কার্যক্রমের ওপর আলোচনা ইত্যাদি।

সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি গঠত হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ৩টি মুলতবি বৈঠকসহ সর্বমোট ১৩২টি বৈঠকে মিলিত হয়। ১৩২টি বৈঠকের ওপর ভিত্তি করে মোট ৪টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপিত হয়। উক্ত বৈঠকসমূহে সাধারণ, বিশেষ, নীতি নির্ধারণী ও নিস্পত্তি সিদ্ধান্ত সহ সর্বোমোট ২,০০৪ টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত এবং কিছু চলমান। প্রতি বৈঠকে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার ছিল ৪৭%। কমিটি গঠনের পর থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত ৫৭০ টি অনালোচিত অডিট রিপোর্টের আপত্তি এবং ৩৬১ টি আলোচিত রিপোর্টের অনিষ্পন্ন আপত্তিসহ সর্বমোট ৬,৭৪০ টি আপত্তির পরীক্ষা ও পর্যালোচনা পূর্বক ৪,১১৩ টি আপত্তির নিষ্পত্তিকরণ। মোট জড়িত ১৫,০৯৬.৭৪ কোটি টাকার মধ্যে ১,৩৯৬.৭৪ কোটি টাকা আদায় ও সমন্বিত ২,৫৬৬.৬৮ কোটি আদায়ের নির্দেশনা, ৬,২৯৬.৬১ কোটি টাকার জন্য অন্যান্য অনুশাসন এবং ৬,৮৭৬.৯৫ কোটি টাকার জন্য তদন্ত/বিভাগীয় ব্যবস্থা/মামলা দায়ের/দায়েরকৃত মামলা অনুসরণে সিদ্ধান্ত প্রদানে সমর্থ হয়েছে।[৯৪]

স্বাধীনতার পর থেকে নবম সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন পর্যন্ত পেশকৃত অডিট রিপোর্ট সংখ্যা ৮২২টি। তন্মধ্যে অষ্টম সংসদ পর্যন্ত ৩৩২টি অডিট রিপোর্ট আলোচিত হয়। নবম সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৪৯০ টি বকেয়া অডিট রিপোর্ট নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত ১৫৮টি অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে পেশ হওয়ায় অডিট রিপোর্ট সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪৮ টি (৪৯০+১৫৮)। কমিটি কর্তৃক ৮ জুলাই, ২০১০ পর্যন্ত ১১০টি, তদ্পরবর্তীতে ২৮ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত ১০২টি, ১৪ আগস্ট, ২০১২ পর্যন্ত ৩১৭টি এবং ১৯ সেপ্টেম্বর,২০১৩ পর্যন্ত ৪১টি অর্থাৎ ৫৭০টি অনালোচিত অডিট রিপোর্ট আলোচিত হয়েছে। অপর পক্ষে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে জানুয়ারী, ২০১৩ পর্যন্ত সংসদে পেশকৃত ২১০টি আর্থিক ও উপযোজন হিসাবের মধ্যে কয়েকটি উপযোজন হিসাব রিপোর্ট নবম সংসদের পূর্বের এবং উপযোজন ও আর্থিক হিসাব বর্তমানের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে আলোচিত হয়েছে।[৯৫]

[৯৪] নবম জাতীয় সংসদে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির (প্রথম-চতুর্থ) রিপোর্ট, ডিসেম্বর, ২০১০; মে, ২০১১; সেপ্টেম্বর, ২০১২; অক্টোবর, ২০১৩;

[৯৫] নবম জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির চতুর্থ রিপোর্ট, অক্টোবর, ২০১৩; পৃ: ১০ দ্রষ্টব্য।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০০৭-২০০৮ সালের হিসাবের উপর প্রণীত অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী সোনালী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ব্যাংকের বিধি বিধান উপেক্ষা করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা এবং রপ্তানি এলসি'র মেয়াদউর্ত্তীনের পর রপ্তানি বিল ক্রয় ও দায় আদায় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৮৮.৩৮ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যে ফৌজদারী মামলা ও অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ ধরনের অনিয়ম বন্ধে ব্যাংকের ভবিষৎ কর্মপন্থা কমিটিকে অবহিতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অন্যদিকে, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক বিভাগের অধীনস্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের ওপর ২০০৫-২০০৬ হতে ২০০৬-২০০৭ এর পারফরমেন্স অডিট রিপোর্টের অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ৬১১.১৩ কোটি টাকার কার্যাদেশ প্রদানজনিত গুরুতর অনিয়মের বিষয়টি গভীরভাবে খতিয়ে দেখে দায়-দায়িত্ব নিরুপনপূর্বক অর্থ আদায় এবং দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিটিকে অবহিতকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের উপযোজন হিসাব পরীক্ষায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের কর্মচারীদের বেতন খাতে ১৩১.৯৭ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকার বিষয়ে কমিটির অসন্তোষ ব্যক্তকরণ এবং বাজেট সংক্রান্ত আর্থিক শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণের নির্দেশনা প্রদানসহ বাজেট আরও ভালভাবে প্রণয়ন, সংরক্ষণ এবং এ বিষয়গুলো কেন ভাল করে পর্যাবেক্ষণ করা হয় না সেটি উদ্ঘাটন করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার অনুশাসন প্রদান করা হয়।

উপরোক্ত মন্ত্রণালয় ছাড়া পিএ কমিটি কর্তৃক অনুষ্ঠিত ঠৈকসমূহে আলোচিত উল্লেখযোগ্য অডিট আপত্তি ছিল রেলওয়ে মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়. স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সরকার বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত। রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের ৪৫টি আপত্তিতে জড়িত ২১৭.৫ কোটি টাকার আপত্তির মধ্যে ২৬টি আপত্তিতে জড়িত ৪.৩৫ কোটি টাকার আপত্তির নিষ্পত্তি হয়েছে, ৫টি আপত্তিতে জড়িত ১০৫ কোটি টাকার বিষয়ে অর্থ আদায়ের নির্দেশনা প্রদান এবং ১৪টি আপত্তিতে জড়িত ৬৭.৭৯ কোটি টাকার বিষয়ে অন্যান্য করণীয়ের সুপারিশ করা হয়েছে। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের ৬টি আপত্তিতে জড়িত ১৩.৩৭ কোটি টাকার আপত্তির মধ্যে ১১টি আপত্তিতে জড়িত ৭.৩৩ কোটি টাকার আপত্তির নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ১৪টি আপত্তিতে জড়িত ২.৪৬ কোটি টাকার বিষয়ে অন্যান্য করণীয়ের সুপারিশ করা হয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ১৫টি আপত্তিতে জড়িত ১৮.৭৬ কোটি টাকার আপত্তির মধ্যে ১১টি আপত্তিতে জড়িত ১.৩৩ কোটি টাকার আপত্তির নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ৪টি আপত্তিতে জড়িত ১৭.৪৩ কোটি টাকার বিষয়ে অন্যান্য করণীয়ের সুপারিশ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সরকার বিভাগের ৪৫টি আপত্তিতে জড়িত ১৪.৭০ কোটি টাকার সকল আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং এতে সমন্বিত অর্থ ১.৩৯ কোটি টাকা। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ৩৭টি আপত্তিতে জড়িত ৩৪.০৮ কোটি টাকার সকল আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং এতে আদায় ও সমন্বিত অর্থ ১.১৬ কোটি টাকা।

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে স্থায়ী কমিটির ভূমিকা অপরিসীম। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই স্থায়ীকমিটি গুলো গঠন করা হয় এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে তা আবার পুর্নগঠনও করা হয়। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, নবম জাতীয় সংসদে স্থায়ী কমিটি গুলো গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে, মন্ত্রণালয়সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা আনোয়নে তথা সার্বিক ভাবে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। যারফলেই কুইক রেন্টাল, শেয়ারবাজার, রেলের কালো বিড়াল, ডেসটিনি, পদ্মা সেতু হলমার্ক এবং আইন-শৃঙ্খলার অনভিপ্রেত ঘটনাসমূহ, বিধিমালার দুর্বলতা, কার্যকর নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক মেরুকরণের চিত্র তুলে ধরে। যেসব কারণে একক অথবা যৌথভাবে সংসদীয় কমিটিগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল অনিয়মিত বৈঠক, সদস্যদের অনুপস্থিতি ও কমিটির সুপারিশমালা বাস্তবায়নের অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, কমিটি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, সিদ্ধান্ত গ্রহণে কমিটির সদস্যদের ঐক্যমতের অভাব, প্রতিবেদন প্রণয়নে দীর্ঘসময় ব্যায় ও সংসদে এ নিয়ে আলোচনা না হওয়া, কমিটিতে রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং সরকারি দলের আদিপত্য ও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেয়া, বৈঠকে বিরোধী দলের সদস্যদের কম উপস্থিতি এবং মূলধারার গণতান্ত্রিক মনোভাব ও রাজনৈতিক ঐক্যমতের অভাব। এ সমস্যা সমাধানে সঠিক রাজনৈতিক চর্চা ও সদিচ্ছার মাধ্যমে সরকারি এবং বিরোধী দলের ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক অঙ্গিকার, প্রয়াস ও সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা থাকা অপরিহার্য।

সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি: সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটিতে ৫৩টি বৈঠকের ২টি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। সদস্যদের গড় উপস্থিতি প্রায় ৫৬%। প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যে বাস্তবায়িত প্রায় ৬৪%, প্রক্রিয়াধীন প্রায় ৩৩%, অবাস্তবায়িত প্রায় ৩%। মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যে বাস্তবায়িত প্রায় ৩২%, আংশিক বাস্তবায়িত প্রায় ৮%, বাস্তবায়নাধীন প্রায় ২৯%, প্রক্রিয়াধীন প্রায় ২২%, অবাস্তবায়িত প্রায় ৭%, স্থগিত প্রায় ১%।[৯৬]

কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতি

কমিটির বৈঠকে সদস্যদের উপস্থিতি সম্পর্কিত ২৪টি কমিটির প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, ২৪টি কমিটির প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, সার্বিক গড় উপস্থিতি ৬৩%। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতির হার সবচেয়ে বেশী (৯২%) এবং সর্বনিম্ন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটিতে ৪০%।[৯৭]

কমিটির তলব

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোনো উপায়ে অধীন করে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কিংবা দলিলপত্র দাখিল করার জন্য যে কাউকে সংসদীয় কমিটির সামনে তলব করতে পারে। নবম সংসদ গঠিত হবার পর থেকে তলব করার ঘটনা খুব বেশী না হলেও তলব করার বিষয় নিয়ে কেনো কোনো কমিটির কার্যক্রম ব্যাপকভাবে আলোচিত বা সমালোচিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের দাবির প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী স্পিকারের অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়, এবং পরে তিনটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ২০০৯ সালের ১০ জুন সাবেক স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার এবং সাবেক চীফ হুইপকে তলব করে। পরবর্তীতে কমিটি সংসদে তদন্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করে এবং কণ্ঠভোটের মাধ্যমে সাবেক স্পিকারের সদস্যপদ রক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সরকারি প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ১/১১ পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে পুনর্গঠিত দুদকের যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্য জবাবদিহিতার লক্ষ্যে এর তৎকালীন চেয়ারম্যান, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও তৎকালীন সচিবকে নোটিশ পাঠিয়ে সংসদীয় কমিটির সামনে তলব করে।[৯৮] কিন্তু দুদক সংসদীয় কমিটির এ ধরনের নোটিস প্রদানের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলে, এবং দুদকের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সংসদীয় কমিটির সামনে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকেন। এরপর সংসদীয় কমিটি প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সংসদ অবমাননার অভিযোগ আনে।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে দলিলসহ সাক্ষী তলবের ক্ষমতা দিয়ে নতুন আইন করার প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবিত এই আইনে সংসদীয় কমিটিকে অনুসন্ধান ও তদন্তকাজে দেওয়ানি আদালতের (কোড অব সিভিল প্রসিডিউর ১৯০৮) ক্ষমতা দিয়ে বিধান রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যেকোনো ধরনের নথি বা দলিল উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান এবং কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমন জারির ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, সংসদীয় কমিটি অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।

সংসদীয় কমিটির সুপারিশ ও সুপারিশের বাস্তবায়ন

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গঠিত হবার পর থেকে নবম সংসদের সংসদীয় কমিটিগুলো ২০৪৩টি বৈঠকে প্রায় কয়েক হাজার সুপারিশ করেছে যার অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে বাস্তবায়নের কোন হিসাব অধিকাংশ কমিটির কাছে নেই। নির্ধারিত সময় পার হলেও তা ফাইল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রয়েছে। পাঁচ বছরের মোট সুপারিশের ২০ ভাগও বাস্তবায়িত হয়নি।

অনেক ক্ষেত্রে কমিটির সুপারিশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি সহ অন্যান্য বিষয়গুলো উঠে আসে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু সুপারিশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি রাজধানীতে প্লট কিংবা ফ্ল্যাট থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা হলফনামা দিয়ে একাধিকবার প্লটগ্রহীতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ
- নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর অতীতের অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্ত, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সাবেক উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ
- যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি রাজধানীর যানজট নিরসনে দীর্ঘমেয়াদী অ্যাকশন প্ল্যান তৈরী এবং বিআরটিএ'র অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ

[৯৬] পরিশিষ্ট - ১০

[৯৭] পরিশিষ্ট - ১১

[৯৮] *সমকাল*, ৯ এপ্রিল ২০০৯।

- স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সাবেক এক উপদেষ্টার বিরুদ্ধে উথাপিত অনিয়ম ও দুর্নীতি খতিয়ে দেখার জন্য বিশেষ উপকমিটি গঠনের পাশাপাশি তার আমলে সমবায় অধিদপ্তর ও মিল্কভিটার সকল অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ
- ঢাকার চারপাশের নদীগুলো দুষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি শিল্প কারখানাগুলোর বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট (ইটিপি) স্থাপন এবং নদীতে বর্জ্য না ফেলার জন্য ডিসিসি ও ওয়াসাকে নির্দেশনা প্রদান
- এমএলএম প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ
- সাভারের অশুলিয়ায় তাজরিন গার্মেন্টসে সংগঠিত অগ্নিকান্ড এবং ১১১ জন শ্রমিক নিহত হবার ঘটনার তদন্তের প্রেক্ষিতে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ
- সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা বৃদ্ধির সুপারিশ

অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতি তদন্তে সাব-কমিটি গঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ কমিটি ৭০০ কোটি টাকার দুর্নীতির প্রমাণ পেয়েছে।[৯৯] এছাড়া পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি পরিবেশ রক্ষা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে যা ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।[১০০]

সংসদীয় কমিটির সুপারিশের বাস্তবায়ন ও মন্ত্রণালয় প্রসঙ্গ

নবম সংসদের সংসদীয় কমিটিগুলো গঠিত হবার পর থেকে এ পর্যন্ত কয়েক হাজার সুপারিশ করলেও তার অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে সুপারিশ বাস্তবায়নের কোন হিসাব অধিকাংশ কমিটির কাছে নেই। নির্ধারিত সময় পার হলেও সুপারিশগুলো ফাইল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। ২২টি কমিটির প্রাপ্ত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী ৪৯৩৫টি সুপারিশের মধ্যে ১৭৮৭টি (৪৩.১৭%) বাস্তবায়িত হয়েছে। যে ৪৫টি কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গেছে তার মধ্যে ২৩টি কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। ২২টি কমিটির প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ (প্রায় ৭৯.৭%) লাইব্রেরী সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়। অন্যদিকে সর্বনিম্ন (প্রায় ১.১৪%) ভূমি সন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়। (পরিশিষ্ট - ১০)

সংসদীয় কমিটিগুলোর এক্ষেত্রে অভিযোগ হচ্ছে কমিটির ডাকে মন্ত্রণালয়ের কেউ সারা দেয় না। সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কমিটির এই অসহযোগিতা ও অনীহা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে বলে মনে করেন তারা। অন্যদিকে মন্ত্রণালয় মনে করে সংসদীয় কমিটির কাজ হচ্ছে 'ওয়াচডগ' হিসেবে সুপারিশ প্রদান করা। সুপারিশ করলেই তা বাস্তবায়ন করতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। এ বিষয়ে অনেক সময় মন্ত্রণালয়-কমিটি সম্পর্কের টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায়।

কমিটির প্রতিবেদন

নবম সংসদের একটি ইতিবাচক দিক হচ্ছে ইতিপূর্বে গঠিত ৫৩টি কমিটির মধ্যে ৪৫টি কমিটি প্রতিবেদন দিয়েছে। তবে অধিকাংশ কমিটিই দুইটি প্রতিবেদন দিয়েছে। উল্লেখ্য সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি চারটি প্রতিবেদন দিয়েছে। এছাড়া যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি তিনটি করে প্রতিবেদন দিয়েছে। উল্লেখ্য ১০১টি রিপোর্টের মধ্যে বেসরকারী সদস্যদের ১০টি বিল বাদে মোট ৯১টি স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট নবম জাতীয় সংসদে উথাপিত হয় (বিল সম্পর্কিত রিপোর্ট বাদে)।

এক্ষেত্রে কেবল ২২টি কমিটির প্রতিবেদনে সুপারিশ বাস্তবায়নের হার উল্লেখ করা হয়েছে।[১০১] উল্লেখ্য অষ্টম সংসদে গঠিত ৪৮টি কমিটির মধ্যে অধিকাংশ কমিটি পাঁচ বছরে কেবল একটি প্রতিবেদন জমা দেয়; সর্বশেষ অধিবেশনে ১৭টি কমিটি প্রথমবারের মত প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলো।[১০২]

---

[99] দি ডেইলি স্টার, মে ১৭, ২০১০।

[100] *www.eprothomalo.com*

[১০১] জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

[১০২] তানভীর মাহমুদ, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ ২০০১-২০০৬।*

সংসদীয় কমিটি শক্তিশালীকরণে পরামর্শক

জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটিগুলোকে শক্তিশালী করতে প্রায় ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান অক্সফোর্ড পলিসি ম্যনেজমেন্ট লিমিটেড পরামর্শক হিসেবে কাজ করবে এবং এ মর্মে চার বছর মেয়াদী প্রকল্পের একটি চুক্তি সাক্ষর হয় ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে।[১০৩]

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

- প্রথম অধিবেশনে সবগুলো কমিটি গঠন কমিটির কার্যক্রমের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।
- ২০টির অধিক স্থায়ী কমিটির (যেমন নৌপরিবহন, যোগাযোগ, বস্ত্র ও পাট, বাণিজ্য) সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশি-ষ্টতার (conflict of interest) কারণে কমিটির কাজ প্রশ্নবিদ্ধ।[১০৪]
- সংসদীয় কমিটির বৈঠকে অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়।
- কমিটির বৈঠকে বিলের বাইরে কোন গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা থাকেনা।
- পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যক কমিটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুপারিশ বাস্তবায়নের হার উল্লেখ নেই।
- তৃণমূল পর্যায়ে সংসদীয় কমিটি কর্তৃক দাতাসংস্থার অর্থায়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করে বৈঠক করার চর্চা দেখা যায়।
- সার্বিকভাবে প্রতিবেদন জমা দানের ক্ষেত্রে পূর্বের সংসদের তুলনায় ইতিবাচক অবস্থান লক্ষ করা যায়।
- সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা বা বাধ্যবাধকতা না থাকা কমিটির কার্যকরতায় সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করে।
- সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়ে সংসদীয় কমিটি ও মন্ত্রণালয় অনেক ক্ষেত্রে মুখোমুখি অবস্থান নেয়।
- স্থায়ী কমিটিগুলোর সভায় গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার না থাকায় এবং কমিটির প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয় থেকে প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় কমিটি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়না।

কমিটিগুলোর বৈঠকখাতে প্রতিবছর বিপুল অঙ্কের টাকা ব্যয় করা হয়। বিগত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ বাবদ ৪ কোটি ৭১ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়। প্রতি অর্থবছরে এ বাবদ কোটি কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ রাখা হয় ও ব্যয় করা হয়। সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ অনেক ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটির সদস্যগণও কমিটির যৌক্তিকতা আছে কিনা সে বিষয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন।

---

[১০৩] *কালের কণ্ঠ*, ১০ এপ্রিল ২০১২।

[104] কার্যপ্রণালী বিধির ১৮৮ ধারা অনুযায়ী কমিটিতে আর্থিক, প্রত্যক্ষ বা ব্যক্তিগত স্বার্থ বিবেচিত হতে পারে এমন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে (সংসদ সদস্যকে) কমিটির সদস্য করা যাবে না।

অধ্যায় ছয়

রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলের নেতার ভাষণ

সংবিধানের ৭৩ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক ইংরেজি বছরের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে লিখিত ভাষণ প্রদান করেন। সেই প্রথা অনুযায়ী, নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম কার্যদিবস থেকে শুরু করে শেষ অধিবেশন পর্যন্ত সময়ানুক্রমে দুই জন রাষ্ট্রপতি, ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ও মো. জিল্লুর রহমান মহান সংসদে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভাষণ দেন। ভাষণে তারা দেশের প্রতি বীর মুক্তিযোদ্ধা, জাতীয় চার নেতা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাসহ জাতির পিতার অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে ভাষণে তারা যেসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন সেগুলো হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, সিডর মোকাবেলা, জাতীয় বিপর্যয়, বিডিআর বিদ্রোহ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস নির্মূল, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সঞ্চালন ও বিতরণ, অবকাঠামো সংস্কার ও সম্প্রসারণ, বেসরকারি ও পিপিপি'র মাধ্যমে বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণ, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান, সরকারের সার্বিক সাফল্য, কার্যকর সংসদ গঠনে গৃহীত পদক্ষেপ, ভোটার তালিকা তৈরি, জাতীয় পরিচয় পত্র প্রণয়ন, নির্বাচন প্রক্রিয়া, সুশাসন, সশস্ত্র বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইত্যাদি।

সারণি ৬.১: নবম সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ব্যাপ্তিকাল

অধিবেশন	রাষ্ট্রপতি	তারিখ	সময়
প্রথম	ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ	২৫ জানুয়ারি ২০০৯	১২ মিনিট
চতুর্থ	মো. জিল্লুর রহমান	৪ জানুয়ারি ২০১০	২৬ মিনিট
অষ্টম	মো. জিল্লুর রহমান	২৫ জানুয়ারি ২০১১	৩২ মিনিট
দ্বাদশ	মো. জিল্লুর রহমান	২৫ জানুয়ারি ২০১২	৩৬ মিনিট
ষষ্ঠদশ	মো. জিল্লুর রহমান	২৭ জানুয়ারি ২০১৩	১০ মিনিট

নবম জাতীয় সংসদের রাষ্ট্রপতির ভাষণটি সংক্ষিপ্ত ছিল। উল্লেখ্য, অষ্টম সংসদে তিনি সংসদে যে ভাষণগুলো দিয়েছিলেন তার ব্যাপ্তি ছিল ২৫-৩০ মিনিট।

ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় ব্যয়িত সময়

নবম সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় প্রায় ২২০ ঘন্টা ৭ মিনিট সংসদ সদস্যরা বক্তব্য রাখেন যা মোট সময়ের ১৬.৫%।

অধিবেশন	মোট সদস্য (জন)	মোট সময়	সরকারি (জন)	প্রধান বিরোধী (জন)	অন্যান্য বিরোধী (জন)
প্রথম	১৮৮	২৯ ঘন্টা ৪৫ মিনিট	১৬৭	২০	১
চতুর্থ	২৩৬	৪৫ ঘন্টা ৪৯ মিনিট	২১২	২৩	১
অষ্টম	১৮৮	৪২ ঘন্টা ৫৮ মিনিট	১৬৮	১৯	১
দ্বাদশ	২১৬	৫৪ ঘন্টা ০২ মিনিট	২০১	১৪	১
ষষ্ঠদশ	১৮৩	৪৭ ঘন্টা ৩৩ মিনিট	১৮২	-	১

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

- অধিবেশনে সময় গণনা ডিজিটালাইজড হওয়াতে সদস্যরা নির্ধারিত সময় অপেক্ষা বেশি সময় নিয়ে বক্তব্য রাখা এবং বরাদ্দকৃত সময় বৃদ্ধির অনুরোধ স্পিকার কর্তৃক নিরুৎসাহিত করা হয়।

- নবম সংসদে ২৯৯ জন সদস্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনায় ৫টি অধিবেশনের কোন না কোন অধিবেশনে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ পান, এদের মধ্যে প্রধান বিরোধী দলের ৩১ জন, সরকারি দলের ২৬৫ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দল (এলডিপি) ও স্বতন্ত্র সদস্য সহ ৩ জন সদস্য। ৫১ জন সদস্য কোন অধিবেশনেই এই পর্বের আলোচনায় অংশ নেননি। সর্বোচ্চ ৫টি অধিবেশনেই বক্তব্য প্রদানের সুযোগ পেয়েছেন মোট ৭৮ জন যারা সকলেই সরকারি

দলের প্রতিনিধি। প্রধান বিরোধী দলের ৬ জন সদস্য সর্বোচ্চ ৪টি অধিবেশনে বক্তব্য রেখেছেন। উল্লেখ্য নবম সংসদের শেষ বছরের রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনার অধিবেশন (ষষ্ঠদশ) প্রধান বিরোধী দল বর্জন করে।

- আলোচনার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যরা প্রায় প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় আলোচ্য বিষয়ের বাইরে তাদের আলোচনার পরিধি ছিল অনেক বেশি। এমনকি কেউ কেউ তাদের জন্য বরাদ্দ পুরো সময়টাই ব্যয় করেন তাদের নির্বাচনী এলাকা সংশ্লিষ্ট বক্তব্য, বিরোধী দলের সমালোচনা ও নিজ দলের প্রশংসা করে।
- রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে সরকারি ও বিরোধী উভয় দল জাতীয় সমস্যাগুলোকে রাজনীতিকীকরণ করে এক দল আরেক দলকে আক্রমণ করার জন্য ব্যবহার করেন।
- উভয় দলের সদস্যদের বক্তব্যে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক বিষয় উপস্থাপন এবং প্রয়াত রাষ্ট্রনেতাদের সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তিলগ্ন থেকে শুরু করে মাননীয় সংসদ-নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে সমাপনী বক্তব্যসহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভাষন প্রদান করেন। ভাষণের শুরুতেই তিনি ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তথা মহাজোটকে দেশ সেবার সুযোগদানের জন্য সকল ভোটারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, ভোট ও ভাতের অধিকার আন্দোলনে এবং ভোটাধিকার আদায়ের আন্দোলনে শাহাদৎ বরণকারী সকলকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এছাড়া পিলখানায় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য যারা শাহাদৎ বরণ করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতা জানান। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে ভাষণে তিনি যেসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন সেগুলো হচ্ছে দ্রব্য মূল্যের উর্দ্ধগতি ও তার নিয়ন্ত্রণে গৃহীত প্রদক্ষেপ, বিদ্যুৎ সমস্যার সম্ভাব্য সমাদান ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণসহ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, পানি ও গ্যাসের সমস্যা ও তার সমাধান, যানজট নিরসন, দেশকে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত করতে সরকারের প্রদক্ষেপ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ, আইন শৃংঙ্খলা পরিস্থিতি, নতুন পে-স্কেল, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, জোট সরকারের শাসনামলে দুর্নীতি, সন্ত্রাসী কর্মকান্ডসহ প্রধান বিরোধী দলের সংসদে অনুপস্থিতির সমালোচনা, শেয়ার বাজারের সংকট, সড়ক ও রেল দুর্ঘটনায় হতাহতদের সাহায্য, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, দুঃস্থ মানুষকে ভাতা এবং কর্মসংস্থানসহ নানামুখী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী হাতে নেয়ার ফলে দারিদ্র্য বিমোচনের হার, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা, ভোটার তালিকা ও সংসদ নির্বাচন, ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীয়করণ, গণতন্ত্রকে সুসংহতকরণ, সংবিধান সংশোধন ইত্যাদি।

২০০৯ সালের বাজেট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যে কোন সরকারের পক্ষ থেকে জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করার লক্ষ্যে বাজেট অধিবেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে জনগণের কল্যাণে যুগোপযোগী ও চমৎকার বাজেট উপহার দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। জনগণের আশা-আকাংখা পুরণের লক্ষ্যে দারিদ্রমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত শান্তিময় বাংলাদেশ গড়া তথা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সম্মূখীন করার জন্য তাঁর সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নির্বাচনী ওয়াদা অনুযায়ী তারা চাল, ডালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম কমাতে সক্ষম হয়েছেন। কৃষিতে ভর্তুকি দিয়েছেন। খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন। মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সকলকে সতর্ক থাকারও আহ্বান জানান।[১০৫]

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বিগত চার দলীয় জোট সরকারের লুটপাট, দুর্নীতি, অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড এবং গত দুই বছরের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতি, রাজনীতিবিদদের নির্যাতন ও জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির সমালোচনা করেন। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের শাসনামলে হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ করেন। তিনি জোট সরকার আসার পর দেশ পরপর চার বার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বিরোধী দলের নেতা ও তার ছেলেরাও কালো টাকা সাদা করেছেন বলে অভিযোগ করেন। তাই দেশ ও জাতি যাতে দুর্নীতির কালো হাত থেকে মুক্তি পায় সেটাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। সংসদ নেতা জোট সরকারের সময় দলীয়করণ করা হয়েছে বলে সমালোচনা করেন, এবং বিরোধীদলীয় নেতা কারচুপি করে ক্ষমতায় আসতে চেয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন যে, দেশে বর্তমানে যে ভয়াবহ

১০৫ নবম জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন, দৈনিক বুলেটিন-২৫, ২০০৯

বিদ্যুৎ এর ঘাটতি চলছে এর জন্য দায়ী বিগত চারদলীয় জোট সরকার। তিনি বলেন যে, একদিকে বিশ্বমন্দা। অপরদিকে বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের পাঁচ বছরের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদের উত্থান, নানা ধরণের অপকর্ম ইত্যাদি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছরের স্থবিরতা নিয়ে বর্তমান সরকার কাজ শুরু করে। এর পরও সরকারের কাজে গতিশীলতা ফিরে এসেছে। ফলে বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক গতিশীলতা ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে।

নবম জাতীয় সংসদের নবম (বাজেট) অধিবেশনের সমাপ্তি লগ্নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদে সমাপনী বক্তব্যে বলেন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধন বিল, ২০১১ পাশ করা হয়েছে যা দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংশোধিত সংবিধানে জনগণের অনুভূতিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল রাখা হয়েছে এবং সকল ধর্মের মর্যাদা, অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি বলেন সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি টানানোর বিষয়টি বাদ দেয়া হয়েছে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ছবি টানানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কারণ তাঁর সঠিক নেতৃত্বের কারণে বাঙ্গালী জাতি আজ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছে, স্বাধীনতা পেয়েছে। তিনি বলেন এবারের বাজেট বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ দারিদ্রমুক্ত শক্তিশালী বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে উঠবে। তিনি বলেন, সমগ্র বিশ্বব্যাপী আজ খাদ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন প্রতিকুলতা সত্ত্বেও দেশে খাদ্যের মুল্য স্থিতিশীলতা রাখার জন্য তাঁর সরকার বিরামহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সকল ধরণের খাদ্য ও পণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য সরকার সচেষ্ট। দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য মওজুদ রয়েছে। দেশে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রবৃদ্ধি ৬.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ৯৩ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে। দেশের শেয়ার বাজারের সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকার যথেষ্ট আন্তরিক এবং চলতি বাজেটে এ বিষয়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।[১০৬]

তিনি বিরোধী দলের সমালোচনা করে বলেন যে, তারা দেশকে অকার্যকর করার জন্য একটার পর একটা ষড়যন্ত্র করছে। তিনি বলেন, বিরোধী দলীয় সদস্যগণ সংসদ-সদস্য পদ রক্ষা করে আবার রাজপথে গিয়ে গাড়ী ভাঙ্গচুর করছে, চিৎকার করছে, আন্দোলন করছে, যুদ্ধাপরাধীদের এবং ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলাকারীদের রক্ষার জন্য দেশে একটার পর একটা হরতাল ডাকছে। ইস্যুবিহীন হরতাল ডেকে অহেতুক দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে, উন্নয়নকে বাঁধাগ্রস্থ করছে। তিনি সকল ধরনের অপতৎপরতা পরিহার করে সংসদে এসে তাঁদের যদি কোন বিকল্প প্রস্তাব থাকে তা পেশ করার আহ্বান জানান। তিনি চারদলীয় জোট সরকারের আমলের বিভিন্ন অনিয়ম ও ব্যর্থতার ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার দ্রব্য মূল্যের উর্দ্ধগতিরোধ, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের সমস্যা সমাধান, আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখা, কৃষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ সর্বশ্রেণীর জনগণের জীবন-যাত্রা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তিনি বর্তমানে দেশে ভয়াবহ যানজট সৃষ্টির কারণসমূহ ব্যাখ্যা করেন এবং এ সমস্যা সমাধানে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি সম্প্রতি দেশের সড়ক সমূহের যে অবনতি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার কারণসমূহ বর্ণনা করেন এবং এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য তাঁর সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের বর্ণনা দেন।

নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে তিনি বলেন, দেশে যাতে গণতন্ত্র আরো সুসংহত হয়, গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত থাকে সে লক্ষে তাঁর সরকার কাজ করে যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনকে আরো শক্তিশালী করা হয়েছে। এ কারণে বর্তমান সরকারের আমলে পৌর নির্বাচনসহ উপ-নির্বাচনসমূহ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে দাবি করে তিনি বলেন, একটি নির্বাচন নিয়ে কোন অভিযোগ কেউ তুলতে পারেনি। কারণ তারা গণতন্ত্রকে সম্মান করেন। গণতান্ত্রিক ধারা যাতে অব্যাহত থাকে সেটাই তাদের লক্ষ্য। তিনি বলেন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি সকল দল, সুশীল সমাজসহ সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের সাথে আলোচনা করে সার্চ কমিটি গঠনের মাধ্যমে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করেছেন। এই কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নির্বাচন পরিচালনা করছে। তাদের আর্থিক স্বাধীনতাও দেয়া হয়েছে। এতটা স্বাধীনতা এর আগে কোন নির্বাচন কমিশন ভোগ করেনি। তারা মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য অধিকার কমিশন গঠন করেছেন।

আগামী নির্বাচন নিয়ে কোন ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই। নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন। ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা রয়েছে। তাই আগামী নির্বাচনে অনিয়ম করার কোন সুযোগ নেই। অর্থাৎ একটি দেশে সুশাসন পরিচালনায় যে যে পদক্ষেপ দরকার প্রতিটি পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করেছেন।[১০৭]

---

[১০৬] নবম জাতীয় সংসদের নবম (বাজেট) অধিবেশন, ২০১১

১০৭ নবম জাতীয় সংসদের ১৮তম (২০১৩ সালের বাজেট) অধিবেশন, ২০১৩

তিনি প্রথমবারের মতো স্পীকারের দায়িত্ব পালনে ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর ধৈর্য্য ও দক্ষতার প্রশংসা করে বলেন, সংসদে স্পীকার, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা ও সংসদ-উপনেতা সবাই নারী। এ দৃষ্টান্ত বিশ্বে সত্যিই বিরল। স্পীকারের সফলতা প্রমাণ করে তাদের সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল। পরিশেষে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সংসদ পরিচালনা করার জন্য মাননীয় স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, সংসদ-উপনেতা, বিরোধী দলীয় নেতা, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, স্ট্যান্ডিং কমিটির সকল চেয়ারম্যান, চীফ হুইপ, হুইপবৃন্দসহ সকল সংসদ-সদস্যকে ধন্যবাদ জানান। তিনি জাতীয় সংসদ সচিবালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের সংশ্লিষ্ট কমকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং সাংবাদিকবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বাংলাদেশকে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধভাবে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

বিরোধী দলীয় সংসদ নেতার ভাষণ

নবম জাতীয় সংসদের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হচ্ছে বিরোধীদলীয় সংসদ নেতা প্রথম অধিশেনের প্রথম দিনই সংসদে তাঁর দলের সদস্যসহ সংসদ কার্যক্রমে যোগদান করেন। সংসদে বিরোধীদলীয় সংসদ নেতা বেগম খালেদা জিয়া বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে অধিবেশনের সমাপ্তিলগ্নে ভাষণ প্রদান করেন। বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল রাষ্ট্রপতির ভাষণ, পিলখানার হত্যাকান্ড, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ সংকট নিরসন, বেকারত্ব সমস্যা, ওয়ান ইলেভেনের পটভূমি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা, সশস্ত্র বাহিনী, ভোটার তালিকা ও সংসদ নির্বাচন, দুর্নীতি দমন কার্যক্রমের অতীত ও ভবিষ্যৎ ইত্যাদি।

বিরোধীদলীয় নেতা রাষ্ট্রপতির ভাষণকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি জানান নবম সংসদের উদ্বোধনী দিনে রাষ্ট্রপতি যে ভাষণ দিয়েছেন তার জন্য তাকে ধন্যবাদ দিতে পারছেন না বলে তিনি দুঃখিত। প্রেসিডেন্ট পদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে বিতর্কিত বক্তব্য প্রদান করার সমালোচনা করেন এবং বাংলাদেশের ইতিহাসকে তিনি সঠিকভাবে তুলে ধরেননি বলে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন যে, সংবিধানের ১২৩(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিজেই সংবিধান লঙ্ঘন করে নির্বাচন স্থগিত করেছিলেন। ফলে দুই বছরের জন্য জনগণকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারিতে একটি অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক সরকার গঠন হয়েছিল। সেই সরকার সংবিধান লঙ্ঘন করে ১২২টি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত ও এগুলো কার্যকর করার চেষ্টা করেছিল এবং সেই অধ্যাদেশগুলোতে রাষ্ট্রপতি সই করেছিলেন। তাই মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ দেয়া যায় না।

তিনি বলেন, ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে তারা প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন দিয়ে আশা করেছিলেন তিনি সংবিধানের প্রতি অনুগত থাকবেন এবং শপথ রক্ষা করে চলবেন। যতদিন তিনি সেটা করেছেন, ততদিন তারা সমর্থন দিয়েছেন। কিন্তু যখন তার হাতে পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এসেছিল, তখন তিনি সংবিধান ও শপথ রক্ষা করতে পারেননি বলে অভিযোগ করেন। স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ না থাকলে তার পদত্যাগ করা উচিৎ ছিল বলে বিরোধীদলীয় নেতা মনে করেন। আর তা না করে পদ আঁকড়ে থেকে তিনি একের পর এক অন্যায় কাজে সম্মতি দিয়ে গেছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন।

পিলখানার ঘটনাকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ বলে মনে করেন বিরোধীদলীয় নেতা। সেই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত ছিল তারা সবাইকে দেশের শত্রু ও রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাদের সকলকে চিহ্নিত করে বিচার করার এবং উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান। তিনি পিলখানা হত্যাকান্ডের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মামলা তদন্তের ভার একজন অনভিজ্ঞ, বিতর্কিত, সরকারি দলের অনুগত ও আস্থাভাজন ব্যক্তিকে দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। তিনি প্রকৃত অপরাধীদেরকে আড়াল করার হীন প্রচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচনের আগে জনগণের কাছে দেয়া সরকারি বিভিন্ন ওয়াদার (দশ টাকা কেজিতে চাল, পাঁচ টাকা কেজিতে কাঁচামরিচ, এবং কৃষকদেরকে বিনামূল্যে সার বিতরণ) কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু সবকিছুই দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে সরকারকে আহ্বান জানিয়ে তিনি অতীতকে দোষারোপ না করে ব্যবস্থাপনা ভালো করা, দক্ষতা বৃদ্ধি করা, এবং নতুন পরিকল্পনা ও প্রকল্প হাতে নেয়ার কথা বলেন। বেকারত্ব সমস্যাকে তুলে ধরে তিনি বর্তমান সরকারি দলের দেয়া প্রতিশ্রুতির (প্রতি পরিবারের অন্তত একজনকে চাকরি দেয়া হবে) কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু নতুন কর্মসংস্থান তো দূরের কথা, যাদের চাকরি ছিল তারাও এ সরকারের আমলে চাকরি হারাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। তিনি বিদেশ থেকে কর্মসংস্থান হারিয়ে হাজার হাজার প্রবাসী বাংলাদেশী শূন্য হাতে ফিরে আসছে বলে উল্লেখ করেন। এই অবস্থার মোকাবেলায় তিনি চাকরিচ্যুতদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেন সরকারকে।

বিরোধীদলীয় নেতা ড. ফখরুদ্দীনের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে প্রায় দুই বছর ধরে একের পর এক সংবিধান লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছাচারী কায়দায় বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সেগুলো কার্যকর করার চেষ্টা চালানোর অভিযোগ করেন। সেই সরকারকে যে রাজনৈতিক দল তাদের আন্দোলনের ফসল বলে সার্টিফিকেট দিয়ে তাদের সব কাজের তারা বৈধতা দেয়ার অশ্বাস দিয়েছিলো তার দায় তারা (সরকার) এড়াতে পারবে না বলে উল্লেখ করেন তিনি। তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে সারা দুনিয়ার সামনে বাংলাদেশকে দুর্নীতিবাজদের দেশ হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ করেন। তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে জনগণের ম্যান্ডেটহীন সরকার আখ্যা দেন এবং দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করার ও দুর্নীতি দমনের নামে রাজনীতি দমনের চেষ্টার অভিযোগে তাদের বিচার দাবি করেন। তিনি মাইনাস টু ফর্মুলায় তাকে বিদেশে নির্বাসনে পাঠানোর জন্য চাপ দেয়ার ও তাতে ব্যর্থ হয়ে মিথ্যা ও বানোয়াট মামলায় জেলে দেয়ার অভিযোগ করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে। আজকের প্রধানমন্ত্রীর সাথে অশোভন আচরণ করার অভিযোগ করেন তিনি। এছাড়া বেআইনীভাবে বিপুল পরিমাণে অর্থ আদায় এবং ভয়-ভীতি দেখিয়ে মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

বিরোধীদলীয় সংসদ নেতা বলেন, তাদের দৃঢ় অবস্থানের কারণেই জরুরি অবস্থা নির্বাচনের আগেই তুলে নিতে সরকার বাধ্য হলেও জরুরি অবস্থায় সাজানো সরকার, সাজানো প্রশাসন এবং পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন কমিশন বহাল ছিল। তাদের তদারকিতে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন যে সম্ভব নয় তা তারা জানতেন বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশ ও জাতির স্বার্থকে দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিয়ে তারা নির্বাচনে অংশ নেন। তিনি অভিযোগ করেন, সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি, নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়েছে মাত্র। সংবিধানে প্রতি নির্বাচনী এলাকার জন্য একটি ভোটার তালিকার কথা বলা হলেও তা লঙ্ঘন করে বিগত নির্বাচনে প্রতিটি এলাকায় দুই রকম ভোটার লিস্ট সরবরাহ করা হয় বলে অভিযোগ করেন। আইডি কার্ডের জন্য ভোট দুই বছর পিছিয়ে দেওয়া হলেও ভোটের দিন তা কোনো কাজে আসেনি বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি দুদকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বিএনপির বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার ও অপতৎপরতা চালানোর অভিযোগ করেন।

রাজনৈতিক সরকারের আমলে দুর্নীতি যে হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই বলে উল্লেখ করেন বিরোধীদলীয় নেতা। তবে তা শতগুণে প্রচার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল তাদের ধারণা সূচকে বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম বিশ্বের এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে চিহ্নিত করে। তিনি বলেন, আওয়ামী সরকার ক্ষমতা ছাড়ার বছরে বাংলাদেশের দুর্নীতির সূচক ছিল ০.৪ আর ২০০৬ সালে (বিএনপি সরকার থেকে যাওয়ার সময়) দুর্নীতি হ্রাস পাওয়ার কারণে এই সূচক ২.০ তে উন্নীত হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দুর্নীতির সূচকে বাংলাদেশের স্থান ছিল ১ নম্বরে, আর তাদের (বিএনপি) সময়ে তা ৭ নম্বরে উন্নীত হয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, দুর্নীতি প্রবণতা এমন একটি বিষয় যা রাতারাতি পরিবর্তন সম্ভব নয়। তিনি দাবি করেন তার সরকার কাজ শুরু করেছিল, দুদক গঠন করেছিল। তবে জরুরি শাসনামলে দুই বছরে দুর্নীতির নামে রাজনীতি দমনের অপচেষ্টা চলেছে যার ফলে দুর্নীতি দমন অভিযান অকার্যকর ও দুদক প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। দুদককে তিনি উপযুক্ত, সৎ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পুনর্গঠনের আহ্বান জানান যাতে দুদক বিরোধী দল দমনের হাতিয়ার না হয়ে দুর্নীতি রোধের কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে। দুর্নীতি দমনের মত একটি বিশাল কাজ দুদকের মত একটি প্রতিষ্ঠান একা করতে পারবে না যার জন্য দরকার সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা, বিরোধী দলের সমর্থন এবং জনগণের আস্থা ও সম্মতি।

তিনি বিগত চারদলীয় জোট সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বর্ণনা করে বলেন যে, তাঁরা অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছিল। উন্নয়ন ও উৎপাদনে নতুন গতি সঞ্চার হয়েছিল। দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে দারিদ্র হ্রাস পেয়েছিল। তারা শিক্ষার মান বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাসসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেছিল। তিনি দেশের সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে বলেন যে, সশস্ত্র বাহিনী দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। অথচ সেই সশস্ত্র বাহিনীকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র হয়েছিল। কিন্তু সেই অপচেষ্টা সফল হয়নি। তিনি বলেন যে, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ওয়াদা ছিল দেশে শান্তি, স্থিতি ও আইনের শাসন কায়েম করা। কিন্তু সেই ওয়াদা তারা রক্ষা করতে পারছেন না। এছাড়া তিনি বর্তমান সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সমালোচনা করে বক্তব্য প্রদান করেন।

তিনি মাননীয় স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, বিরোধী দলীয় নেতাসহ অংশগ্রহণকারী সকল মাননীয় সংসদ-সদস্যকে এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের সংশ্লিষ্ট কমকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

- উল্লেখযোগ্য আরেকটি বিষয় হলো রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদায়ী রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে ধন্যবাদ জানালেও বর্তমান বিরোধীদলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়া তৎকালীন সরকারের মনোনীত রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জানাননি। প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতাসহ অধিকাংশ সংসদ সদস্য রাষ্ট্রপতির বক্তব্য এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় তার বিতর্কিত ভূমিকার কঠোর সমালোচনা, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কটাক্ষ ও বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেন।
- রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে সংসদ নেতা এবং বিরোধীদলীয় সংসদ নেতা উভয়ে প্রায় একই রকম প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কিছু অংশ ছাড়া পুরো বক্তব্য জুড়েই প্রাধান্য পেয়েছে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের কার্যক্রমের সমালোচনা, নিজের দলের সরকারের আমলের প্রশংসা এবং অন্য দলের শাসনামলের কার্যক্রমের ব্যর্থতার সমালোচনা। এছাড়াও সংসদ নেতা তার বক্তব্যের অধিকাংশ সময়েই বিরোধীদলীয় সংসদ নেতার বক্তব্যের যুক্তি খন্ডন করে গেছেন।
- পিলখানার ঘটনা, দুর্নীতি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সমস্যা ইত্যাদিকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে না দেখে তার রাজনীতিকীকরণ করা হয় এবং এ বিষয়টি এক দল আরেক দলকে আক্রমণ করার জন্য ব্যবহার করে।
- সংসদে বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে সংসদ নেতা এবং বিরোধী দলের নেতা তাদের বক্তব্যে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক বিষয়গুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন এবং প্রয়াত রাষ্ট্রনেতা সম্পর্কে এমন সব অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করে থাকেন, যার ব্যবহার সংসদীয় গণতান্ত্রিক চর্চাকে ব্যহত করে।

অধ্যায় সাত

অনির্ধারিত আলোচনা ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন

কার্যপ্রণালী বিধি ২৬৯ অনুসারে সংসদ সদস্যরা অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে আপত্তিকর শব্দ উচ্চারণ, অধিকার ক্ষুণ্ণ বা তাদের ভাষায় 'কথা বলার সুযোগ না পাওয়া' এবং *এক্সপাঞ্জ* ইস্যু ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলেন। এছাড়া অনির্ধারিত আলোচনা এবং সংসদের অন্যান্য কার্যক্রমের বিভিন্ন আলোচনায় বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট আলোচনায় সংসদ সদস্যরা নিজ দলের নেতা বা নেত্রীর প্রশংসা করেন, প্রতিপক্ষ দলের নেতা বা নেত্রীর সমালোচনা করেন, আবার কখনও কখনও বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়ের অবতারণা করেন বা প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান।

এই অধ্যায়ে প্রথম থেকে উনবিংশতিতম অধিবেশনে অনির্ধারিত বিষয়ে আলোচনা এবং সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে নেতা/নেত্রীদের প্রশংসা ও সমালোচনা এবং বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সংসদ সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পয়েন্ট অব অর্ডার বা অনির্ধারিত আলোচনায় ব্যয়িত সময়

পয়েন্ট অব অর্ডার বা অনির্ধারিত আলোচনায় প্রথম থেকে উনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত **১৯১** কার্যদিবসে প্রায় ৬৯ ঘন্টা ৫৪ মিনিট ব্যয়িত হয় যা মোট সময়ের প্রায় শতকরা ৫ ভাগ। এই সময়ের মধ্যে **১১৯** জন সদস্য প্রায় ৫৯ ঘন্টা ৪০ মিনিট ৩০৪টি বিষয়ের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এই **১৯**টি অধিবেশনে অনির্ধারিত আলোচনায় সরকারি দলের **১১৯** জন সদস্য অংশ নেন, যাদের মধ্যে **২১** জন মন্ত্রী। সরকারি দলের **১০৩** জন, প্রধান বিরোধী দলের **১৪** জন সদস্য এবং অন্যান্য বিরোধী ২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সরকারি দলের মধ্যে একজন সদস্য সর্বোচ্চ ৫৬টি বিষয়ের ওপর পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য দেন।

অনির্ধারিত আলোচনার উল্লেখযোগ্য বিষয়

এই **১৯**টি অধিবেশনে অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়সমূহের মধ্যে সদস্যদের উত্থাপিত বিষয়ের মধ্যে, কোরাম সংকটের কারণে অধিবেশন মূলতবি, সংবিধান সংশোধনী, মিডিয়াতে রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে মন্তব্য, সংসদীয় কমিটিগুলোর ক্ষমতা ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি, অধিবেশনে মন্ত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গ, বিভিন্ন সময়ে সংসদের ভিতরে এবং বাইরে সদস্যদের আচরণ এবং অশালীন ও অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, পুঁজিবাজারকে স্থিতিশীল করার পদক্ষেপ গ্রহণ, গণমাধ্যম কর্মীদের ওপর বিভিন্ন সময়ে হামলা ও প্রাণনাশের চেষ্টার প্রতিবাদ, সংবিধানে বিলুপ্ত ইমপিচমেন্ট অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করে বিচারকদের অপসারণ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, হরতাল বন্ধে আইন প্রণয়নের প্রস্তাব, সংসদ সদস্যদের নিয়ে টিআইবির রিপোর্ট সম্পর্কে সমালোচনা, তিস্তা পানি চুক্তি, মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমারেখাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক আদালতের রায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির প্রতিবাদ, সংসদ নির্বাচনের প্রক্রিয়া বিষয়ে বিরোধী দলের সাথে সরকারি দলকে আলোচনার আহ্বান, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও সর্বোচ্চ শাস্তির দাবীতে শাহবাগের নতুন প্রজন্মের নবজাগরণের সাথে একাত্মতা ঘোষণা, বিনা ইস্যুতে সংসদ থেকে ওয়াক-আউট ও বেতন-ভাতা, সুযোগ-সুবিধা বহাল রাখতে সংসদ-সদস্যপদ রক্ষায় সংসদে যোগদান, মিডিয়ার ওপর সরকারের চলমান হস্তক্ষেপে, গঙ্গা পানি চুক্তির বিষয়ে আপত্তি, রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি, হেফাজতে ইসলামের আমীর আহমেদ শফীর নারী বিরোধী অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ, অমানবিক বক্তব্যেও প্রতিবাদ, হরতালে প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক সংঘটিত সহিংসতার প্রতিবাদ, টিপাই মুখে বাঁধ, করিডোর, এশিয়ান হাইওয়ে, সমুদ্র সীমা নিয়ে আলোচনার সুযোগ দেয়া, বিরোধী দলের ৩৮ জন সদস্যের নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যদের দায়িত্ব প্রদান করা, উল্লেখযোগ্য।[১০৮]

অনির্ধারিত আলোচনার আলোচ্য বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সংসদে বিরোধী দলের অংশগ্রহণের জন্য স্পিকার ও সরকারি দলের সহযোগিতা আহ্বান, সংসদে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহারের প্রতিবাদ, জাতীয় ইস্যুভিত্তিক আলোচনা, আন্তর্জাতিক চুক্তি,

[১০৮] পরিশিষ্ট - ১২

দেশের সমসাময়িক পরিস্থিতি, নিজ দলের গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা, প্রতিপক্ষ দলের কার্যক্রমের সমালোচনা ও প্রতিবাদ এই বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন

সংসদ কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্বে সংসদ সদস্যরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বাইরে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার অবতারণা করেন। এ ধরনের ঘটনা সবচেয়ে বেশি হয় রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় ও বাজেট আলোচনায়। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনার ক্ষেত্রে ভাষণের প্রেক্ষিতে আলোচনার থেকে নিজ নির্বাচনী এলাকার চাহিদা, বিগত সরকারের ব্যর্থতা, বর্তমান সরকারের সাফল্য বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়। বাজেটের আলোচনার ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি সুস্পষ্ট। তবে বাজেট আলোচনায় খাত ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, সংশোধনী প্রস্তাব, নতুন পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত অর্থ বছরগুলোর ব্যর্থতা প্রসঙ্গসমূহ আলোচিত হওয়ার কারণে এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিষয় সংশ্লিষ্টতার ইতিবাচক প্রতিফলন দেখা যায়।

দলীয় প্রশংসা ও বিরোধী পক্ষের সম্পর্কে সমালোচনা

জাতীয় সংসদ অধিবেশনে সংসদ সদস্যরা বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলতে গিয়ে নিজ দলের নেতা বা নেত্রীর প্রশংসা এবং বিরোধী পক্ষের নেতা বা নেত্রীর সমালোচনা করে থাকেন যা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন। আবার মন্ত্রীরা প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর প্রদানের সময় তাদের নেতা/নেত্রী অথবা পূর্বসূরী নেতার প্রশংসা করে থাকেন যা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অনির্ধারিত আলোচনা, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা এবং বাজেট আলোচনায় দলীয় পক্ষের প্রশংসা এবং বিরোধী পক্ষের সমালোচনা করতে গিয়ে অসংসদীয় ও অশালীন ভাষা ব্যবহারের নেতিবাচক চর্চা পূর্বের অধিবেশনগুলোর মত বিদ্যমান।

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

- নবম সংসদে সদস্যদের অসংসদীয় ও অশালীন ভাষার ব্যবহার এবং তা এক্সপাঞ্জ করা নিয়ে মাননীয় স্পিকার সমালোচনা করে এই চর্চা বন্ধে দল-মত নির্বিশেষে সকল সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা ও সহনশীল আচরণ আহ্বান করেন। এই চর্চা সদস্যদের জন্য অসম্মানজনক এবং সংসদের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করে বলেও তিনি সংসদে তার ক্ষোভ প্রকাশ করেন।[১০৯] কিন্তু পরবর্তী অধিবেশনগুলোতে বিভিন্ন কার্যক্রমে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেখা যায় এবং স্পিকারকে রুলিং দিতে দেখা যায়।[১১০] এমনকি সরকার দলীয় সদস্যদের অসংসদীয় ও অসৌজন্যমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদে নবম সংসদে মোট **২১** বার প্রধান বিরোধী দলকে ওয়াক আউট করতে দেখা যায়।
- এই **১৯**টি অধিবেশনে অনির্ধারিত আলোচনায় বক্তব্য দেওয়ার জন্য ফ্লোর না পাওয়ায় অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য মোট **৩** বার এবং প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা **১**বার ওয়াক আউট করেন। সরকার দলের সদস্যদের মধ্যেও পয়েন্ট অব অর্ডারে তাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ না পাওয়ায় অনেক সময় তীব্র সমালোচনা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়।
- পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, প্রশ্নোত্তর পর্ব, আইন প্রণয়ন, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে ডিজিটাল টাইম কিপারের সাহায্যে সময় গণনা এবং স্পিকারের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ না করার ফলে সংসদ সদস্যদের মধ্যে তাদের জন্য বরাদ্দ নির্দিষ্ট সময়ে বিষয় সংশ্লিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতার চর্চা হচ্ছে। এর ফলে এই পর্বগুলোতে দলীয় প্রশংসা, বিরোধী পক্ষের সমালোচনা, অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার সুযোগ ইতিবাচকভাবে হ্রাস পেয়েছে।
- অনির্ধারিত আলোচনা, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, বাজেট আলোচনার ক্ষেত্রে এখনও দলীয় প্রশংসা, বিরোধী পক্ষের সমালোচনা, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণার চর্চা বিদ্যমান।
- সংসদ কার্যক্রমের বিভিন্ন অংশে আলোচনায় উভয় দলের সংসদ সদস্যদের অসংসদীয় ভাষা ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাব সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চা এবং সংসদের ভাবমূর্তি রক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।

[১০৯] সরাসরি পর্যবেক্ষণ এবং *দৈনিক মানবজমিন*, ১৭ মার্চ ২০১১।
[১১০] সরাসরি পর্যবেক্ষণ এবং *দৈনিক সমকাল*, ২০ মার্চ ২০১২।

অধ্যায় আট

সংসদে নারী সংসদ সদস্যের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের জনগণের প্রায় অর্ধেক নারী। সেজন্য রাষ্ট্র পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগোষ্ঠীর এই অংশের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। এ অধ্যায়ে সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব, মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিস, আইন প্রণয়ন ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে অতীতের যেকোনো সময়ের থেকে বেশি সংখ্যক নারী নির্বাচিত হয়েছেন। এই নির্বাচনে ২০ জন নারী সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন তবে ১ জন নারী সদস্যের মৃত্যুজনিত কারণে সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা হয় ১৯ জন। পরবর্তীতে গাজীপুর-৪ আসনে উপনির্বাচনের মাধ্যমে একজন নারী সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় নির্বাচিত নারী সদস্য সংখ্যা পুনরায় হয় ২০ জনে উন্নীত হয়। সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী অনুযায়ী সংরক্ষিত ৪৫টি আসনে নারী সদস্যের মনোনয়ন ও নিয়োগ দেয়া হয়। এরপর পঞ্চদশ সংশোধনীতে নারী আসন আরোও পাচটি বাড়ানোর পর সংরক্ষিত নারীর সদস্য ৫০-এ উন্নীত হয়। বর্তমানে নবম সংসদে নারী সদস্যের সংখ্যা হয় ৭০। উল্লেখ্য সংসদে সংরক্ষিত ৪৫টি আসন সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হয়। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ৩৬টি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ৫টি এবং জাতীয় পার্টি ৪টি আসন পায়। তবে নতুন পাঁচটি সংরক্ষিত আসনের সবগুলোই আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন ও নিয়োগ দেয়া হয়। নারী সদস্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রী পরিষদে ৬ জন সদস্য প্রতিনিধিত্ব করেন। মন্ত্রীদের মধ্যে ১ জন সদস্য সংরক্ষিত আসন থেকে মনোনীত হন।

নবম সংসদে বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব, মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিস ও আইন প্রণয়নে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো।

নারী সদস্যদের উপস্থিতি

নবম সংসদে অধিকাংশ অর্থাৎ প্রায় ৪৫.৭ শতাংশ নারী মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশ বা তার বেশী সময় উপস্থিত ছিলেন। (চিত্র - ৮.১)

চিত্র: ৮.১ নবম সংসদে নারী সদস্যদের উপস্থিতির শতকরা হার

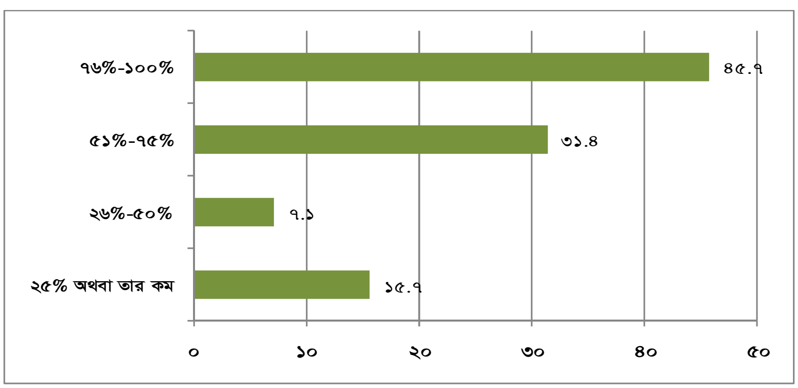

পর্যবেক্ষণে আরও দেখা যায়, সংরক্ষিত আসনের ৪৬ শতাংশ এবং সরাসরি নির্বাচিত ৪৫ শতাংশ নারী সদস্য তিন-চতুর্থাংশ বা তার বেশী কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। দলভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে, সরকারি দলের ৫১.৬ শতাংশ নারী -চতুর্থাংশ বা তার বেশী কার্যদিবসে উপস্থিত থাকলেও সংসদ বর্জনের কারণে প্রধান বিরোধী দলের নারীদের সকলের উপস্থিতি ছিল মোট কার্যদিবসের এক-চতুর্থাংশ বা তার কম।

প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ:

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ২১ জন নারী সদস্য ৬০টি প্রশ্ন করেন। এদের মধ্যে ৬ জন সরাসরি নির্বাচিত সদস্য ১৪টি এবং ১৫ জন সংরক্ষিত আসনের সদস্য ৪৬টি প্রশ্ন করেন। সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের মধ্যে ১ জন প্রধান বিরোধী দলের

সদস্য। ১৫টি মূল প্রশ্ন করতে প্রায় ৬ মিনিট এবং ৪৫টি সম্পূরক প্রশ্ন করতে প্রায় ৪৭ মিনিট সময় ব্যয় হয়। মোট সময় প্রায় ৫৪ মিনিট যা প্রশ্ন করায় ব্যয়িত মোট সময়ের ১২%।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ৪৯ জন নারী সংসদ সদস্য ১০৫০টি প্রশ্ন উত্থাপন করতে প্রায় ১০ ঘন্টা ৩৪ মিনিট সময় নিয়েছেন যা প্রশ্ন করায় ব্যয়িত মোট সময়ের ১৩.৯%। এদের মধ্যে ৬ জন সরাসরি নির্বাচিত সদস্য ১৩৫টি এবং ৪৩ জন সংরক্ষিত আসনের সদস্য ৯১৫টি প্রশ্ন করেন। সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের মধ্যে ৫ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। সর্বোচ্চ (৯৬টি) প্রশ্ন করা হয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত, এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৬৫টি এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৬২টি।

আইন প্রণয়নে নারী সদস্যের অংশগ্রহণ

আইন প্রণয়ন জাতীয় সংসদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ যা সংসদের সদস্যদের পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে হওয়াই বাঞ্ছণীয়। কিন্তু এক্ষেত্রে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই সীমিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে সংসদে সংশ্লিষ্ট আইন উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা, বিল উত্থাপন ও পাসের অনুমতির জন্য অংশগ্রহণ করেন। এর বাইরে অর্থাৎ কোনো আইন উত্থাপনে আপত্তি এবং এর ওপর যাচাই, বাছাই কিংবা সংশোধনে প্রস্তাব করতে ১০ জন নারী সদস্য প্রায় ২ ঘন্টা ৪২ মিনিট অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ১ জন সরাসরি নির্বাচিত এবং বাকি ৯ জন সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের মধ্যে ৫ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। বাজেটের বিভিন্ন কার্যক্রমে আলোচনায় মোট ৬৭ জন সদস্য প্রায় ৪৩ ঘন্টা ৫৫ মিনিট অংশ নেন। এদের মধ্যে ৮ জন বিরোধী দলের সদস্য। সরাসরি নির্বাচিত ১৯ জন সদস্যদের মধ্যে ৩ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং সংরক্ষিত আসনের ৪৮ জন সদস্যদের মধ্যে ৫ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। উল্লেখ্য এদের মধ্যে ৯ জন সরকারি দলের সদস্য সর্বোচ্চ ৫টি বাজেট অধিবেশনেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিসের ওপর আলোচনায় নারী সদস্যের অংশগ্রহণ

৭১-ক বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ৫৮২টি নোটিসের ওপর মোট ৫১ জন নারী সদস্য ২ মিনিট করে মোট প্রায় ১৮ ঘন্টা ২১ মিনিট আলোচনা করেন। এদের মধ্যে ৫ জন সরাসরি নির্বাচিত এবং বাকি ৪৬ জন সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের মধ্যে প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ৫ জন। দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই নোটিসগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ নোটিস (৬১টি) শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (৫৮টি) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ (৫৫টি) যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত।

৭১ বিধিতে ২৭ জন সদস্য ৫৬টি গৃহীত নোটিসের ওপর ৩ ঘন্টা ১৪ মিনিট আলোচনা করেন। এদের মধ্যে ৪ জন সরাসরি নির্বাচিত সদস্য। প্রধান বিরোধী দলের নারী সদস্যের কোন নোটিস এ পর্বে আলোচিত হয়নি। ৭১ বিধিতে আলোচিত নোটিসের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭টি করে নোটিস স্বরাষ্ট্র এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট।

অন্যান্য কার্যক্রম

সাধারণ আলোচনায় মোট ১৮ জন নারী সদস্য ৬ ঘন্টা ২১ মিনিট অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে ৭ জন সরাসরি নির্বাচিত সদস্য। উত্থাপিত ও আলোচিত মোট ১২৮টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মধ্যে ৩০টি প্রস্তাবের আলোচনায় সরাসরি আসনে নির্বাচিত ৩ জন সদস্য সহ মোট ১৭ জন নারী সদস্য অংশ নেন। অনির্ধারিত আলোচনায় ২১ জন সদস্য ৯ ঘন্টা ২৬ মিনিট অংশ নেন যেখানে ৭ জন সরাসরি নির্বাচিত। মোট ২জন প্রধান বিরোধী দলের নারী সদস্য এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় মোট ৬৩ জন সদস্য বক্তব্য রাখার সুযোগ পান, যাদের মধ্যে ১৬ জন সরাসরি নির্বাচিত (একজন প্রধান বিরোধী দলের), সংরক্ষিত আসনের ৪৭ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য।

সংসদীয় কমিটিতে নারী সংসদ সদস্য

নবম সংসদে মোট ৫১টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে ৪৮টি কমিটিতে মোট ১২ জন নারী সদস্য রয়েছে, যাদের মধ্যে ৩ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। এর বাইরে ৩টি কমিটিতে[১১১] কোন নারী সদস্য নেই। এছাড়া ছয়টি কমিটির সভাপতি হিসেবে ৪ জন নারী সদস্য[১১২] মনোনীত হয়েছেন। উল্লেখ্য, অষ্টম সংসদে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সভাপতির পদে কোনো নারী সদস্য ছিলেন না।

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ মূল্যায়নে যে বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয় তা হচ্ছে সংসদীয় প্রক্রিয়ায় নারীর প্রান্তিক অবস্থান। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় নারী সদস্যদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটলেও আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় নারী সদস্যদের ভূমিকা এখনও প্রান্তিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। তবে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এই অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব। নারী সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হল:

---

[১১১] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

[১১২] মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং পিটিশন কমিটি।

- নবম সংসদে সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের প্রধান নারী। নবম সংসদের সপ্তদশ অধিবেশন থেকে সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য বাংলাদেশের সর্বপ্রথম নারী স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় ছাড়াও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের[১১৩] দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে নারী সদস্যের ওপর। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর অধীনে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় রয়েছে।[১১৪]
- সভাপতি প্যানেলের সদস্য হিসেবে নারী সদস্য সংসদে প্রথমবারের মত সভাপতিত্ব করেন। প্রতিটি অধিবেশনে সভাপতি প্যানেলের পাঁচজন সদস্যের মধ্যে একজন ছিলেন নারী।
- মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি খুবই কম।
- সংসদের কোন না কোন কার্যক্রম সকল সংরক্ষিত আসনের সদস্য অংশ নিয়েছেন, তবে সরাসরি নির্বাচিত একজন সরকারি দলের সদস্য (নেত্রকোনা - ৪) কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেননি।
- আইন প্রণয়নে নারীর অংশগ্রহণ সীমিত।
- প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতা এবং অন্যান্য সদস্যের ক্ষেত্রে সংসদে বক্তব্য রাখার সময় প্রতিপক্ষ দলের প্রতি কটুক্তিপূর্ণ ও আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করতে দেখা যায়।

সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রতিনিধিত্ব। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন দশম সংসদ নির্বাচনে নারীদের জন্য ১০০টি সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন হবে। তাই কেবল বর্তমান সংসদের জন্য নতুন করে এলাকা নির্ধারণ না করে দলীয়ভাবে সংসদীয় এলাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে কেবল প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ নয়, সরকার জোটের প্রধান দলের নির্বাচনী ইশতেহারে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া বর্তমান সরকার গঠনের পর প্রথম নারী দিবসে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা[১১৫] অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ১০০তে উন্নীত হলে তা জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়ক হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংরক্ষিত আসন নারীর ক্ষমতায়নে ইতিবাচক পদক্ষেপ। কারণ অনেক ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসনে পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই এমন ব্যক্তিকে মনোনয়ন ও নিয়োগ দেওয়ার পর সক্রিয়ভাবে তারা রাজনীতিতে আসেন।

সার্বিক দিক বিবেচনায় সংসদ তথা আইন পরিষদে নারী সদস্যের সংখ্যাগত বৃদ্ধি নারীর যথার্থ প্রতিনিধিত্বের জন্য জরুরি। তবে কেবল সংখ্যাগত বৃদ্ধিই নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধিতে যথেষ্ট নয়। প্রকৃত অর্থে সংসদে ফ্লোর নেওয়া ও জনগণের উন্নয়নে সংসদে গঠনমূলক ও অর্থবহ আলোচনার মাধ্যমে কার্যকর অর্থে জনগণের উন্নয়ন এবং সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়টিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

[১১৩] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কৃষি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
[১১৪] বিদ্যুৎ ও জ্বালানী মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা, সংস্থাপন, ধর্ম, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়।
[১১৫] *দি ডেইলি স্টার*, ৯ মার্চ ২০০৯।

অধ্যায় নয়

স্পিকারের ভূমিকা

জাতীয় সংসদের নির্বাহী প্রধান বা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন স্পিকার। তাকে সংসদের অভিভাবক হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। সংসদকে কার্যকর করতে স্পিকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতি মন্ডলীর সদস্যদের নির্বাচন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে সংসদ পরিচালনায় স্পিকারের ভূমিকা সম্মন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

স্পিকারের ক্ষমতা

সংবিধান[১১৬] ও কার্যপ্রণালী বিধি[১১৭] অনুযায়ী জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

- সংসদ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করা
- অধিবেশন চলাকালে সংসদ গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা
- সকল বৈধতার প্রশ্নের নিষ্পত্তি করা
- স্পিকারের সিদ্ধান্ত বলবৎ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা স্পিকারের থাকবে

বর্ণিত বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট যে জাতীয় সংসদের স্পিকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত কাজগুলো ছাড়াও স্পিকার আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন; যেমন- ভোটের সময় উভয় পক্ষের ভোট সমান হলে স্পিকার কাস্টিং ভোট প্রদান করেন। এছাড়া অধিবেশন কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়টি মূলত স্পিকার খেয়াল রাখেন।

সংসদের সভাপতিত্ব

নবম সংসদে স্পিকার ৫৩%, ডেপুটি স্পিকার ৩৮.৪% ও সভাপতি প্যানেলের সদস্যরা ৮% সভাপতি হিসেবে যে দায়িত্ব পালন করেছেন।[১১৮]

সংসদে সদস্যদের আচরণ ও স্পিকারের ভূমিকা

সংসদ অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নবম সংসদে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ গতানুগতিক ধারার বাইরে যেতে পারেনি। তবে যে কার্যদিবসগুলোতে বিরোধী দল সংসদে উপস্থিত থেকেছে সেসময় সংসদ থেকেছে সরব। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে কার্যদিবসগুলোতে ফ্লোর নিয়ন্ত্রণে স্পিকারকে যথেষ্ট হিমসিম খেতে হয়েছে। সংসদ সদস্যদেরকে অনেক সময় অসহিষ্ণু হতে দেখা যায়। অনেকসময় তা তুমূল হৈ-হুল্লোড়, চিৎকার চেঁচামেচি ও ফাইল ছোঁড়াছুড়ির ঘটনায় পর্যবশিত হয়। ফলে সংসদ কার্যক্রম বাঁধাগ্রস্ত হয়।[১১৯] এসময় মাননীয় স্পীকার সংসদ সদস্যদেরকে অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার না করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি সদস্যদের বক্তব্যের সকল অসংসদীয় শব্দ এক্সপাঞ্জ করার নির্দেশ দেন।[১২০]

সংসদ অধিবেশন চলাকালে উভয় দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপ ও কটুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখতে দেখা যায়। এছাড়া অনেক সময় মাইক ছাড়া অশ্লীল-আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার কিংবা মারমুখীভাবে একে অপরের দিকে তেড়ে আসা ইত্যাদি আচরণ লক্ষ করা যায়।[১২১] তবে এসব ক্ষেত্রে দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দেখা যায়। সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ মনে করেন সংসদ সদস্যরা আইনের উর্ধ্বে নন, তাদের জন্যও আচরণবিধি দরকার।[১২২]

[১১৬] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৪।

[১১৭] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, অনুচ্ছেদ ৮-১৯।

[১১৮] বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট ১৩।

[১১৯] ১৬ মার্চ ২০১০ তারিখে ব্যাপক হট্টগোলের কারণে সংসদ ১০ মিনিটের জন্য অচল হয়ে যায়।

[১২০] জাতীয় সংসদ অধিবেশন- ২৩ মার্চ ২০১১, ৮ম অধিবেশন, নবম সংসদ।

[১২১] তথ্যসূত্র: সংসদ অধিবেশন, ৩ মার্চ ২০১০; যুগান্তর, ৪ মার্চ ২০১০, নয়াদিগন্ত, ৩/৯/২০১০।

[১২২] ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত *'সংসদের কার্যকারিতা ও সংসদ সদস্যদের আচরণবিধি'* শীর্ষক বৈঠক।

স্পিকারের রুলিং

সংসদে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্পিকার অনেক সময় রুলিং দিয়ে থাকেন। নবম সংসদের প্রথম থেকে ঊনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত স্পিকার মোট আটটি বিষয়ে রুলিং দেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তৃতীয় অধিবেশনের ২১তম বৈঠকে স্পিকার প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি এবং অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ ও সিনিয়র সদস্যদের অনুপস্থিতির বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ। উক্ত কার্যদিবসে সংসদের বৈঠক শুরুর কিছু সময় পর সংসদের কাজে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য সংসদ-সদস্যদের প্রতি স্পিকার আহ্বান জানান এবং সেক্ষেত্রে রূপক অর্থে দুটো শব্দ ব্যবহারের জন্য তিনি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং শব্দ দুটো সংসদের কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন তাঁর রুলিংয়ে। একই সাথে মন্ত্রীর বক্তব্যকে বিধি বহির্ভূত আখ্যা দেন এবং তা সংসদীয় কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন। চতুর্থ অধিবেশনের ৩৯তম দিবসে স্পিকার সংসদ অধিবেশন চলাকালে সংসদ-সদস্যদের বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্পিকারের অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে উল্লেখ করেন এবং অধিবেশন বহির্ভূত সময়ে মাননীয় সংসদ-সদস্যদের বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কোন অনুমতির প্রয়োজন হবে না উল্লেখ করে রুলিং দেন। অষ্টম অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত বিষয়ে এবং নবম অধিবেশনে বাজেট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনায় লিখিত বক্তব্য পাঠ করার পূর্বে স্পীকারের অনুমতি নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে রুলিং দেয়া হয়। এরপর ১০ম, ১১তম ও ১২তম অধিবেশনে কোন রুলিং প্রদান করা হয়নি। ১৩তম অধিবেশনে যে বিষয়ে রুলিং দেয়া হয় তা হচ্ছে বিগত ৩রা জুন ২০১২ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর একটি অনুষ্ঠানে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে 'মন্ত্রী-এমপিদের কোন নীতি নেই' শিরোনামে কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয় সে সংক্রান্ত বিষয়ে। একই অধিবেশনে আরেকটি বিষয়ের ওপর রুলিং দেয়া হয় তা হচ্ছে- ২৯ মে, ২০১২ তারিখে সংসদে স্পিকারের বক্তব্যের ও হাইকোর্ট বেঞ্চের একজন বিচারপতি স্পিকারের বক্তব্যকে ঘিরে সৃষ্ট বিতর্ক প্রসঙ্গে। সর্বশেষ ১৮তম অধিবেশনে যে বিষয়ে রুলিং দেয়া হয় তা হচ্ছে সরকার এবং বিরোধী দলের অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত জাতীয় সংসদ। মাননীয় স্পিকার সকল সংসদ-সদস্যকে আহ্বান জানান যে, সংসদে বক্তব্য দেয়ার সময় যেনো ২৭০ বিধি অনুসরণ করা হয়। তিনি আরো উল্লেখ করেন, যদি ২৭০ বিধি লঙ্ঘনের বিষয় উপস্থাপিত হয়, তাহলে তিনি সতর্ক করে দেবেন এবং পরবর্তীতে সকলেই ২৭০ বিধি অনুসরণ করবেন এবং এমন কোন বক্তব্য উপস্থাপিত হবে না, যা এক্সপাঞ্জ বা বাতিলের প্রয়োজন হবে বা মাইক বন্ধের প্রয়োজন হবে। এর পরেও যদি অশোভন, অবমাননাকর বা সংসদ রীতিবিরোধী অমর্যাদাকর শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়, তবে ৩০৭ বিধির অনুসরণে সংসদে কার্যবাহ থেকে বাতিল করা হবে। তিনি আশা করেন সকলের আন্তরিক সহযোগিতা সংসদ পরিচালনায় সহায়ক হবে।

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

- সদস্যদের অসংসদীয় ও অশালীন ভাষার ব্যবহার বন্ধে মাননীয় স্পিকারের রুলিং এবং দল-মত নির্বিশেষে সকল সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সহযোগিতা ও সহনশীল আচরণ আহ্বান ইতিবাচক পদক্ষেপ।
- সংসদীয় কার্যপ্রক্রিয়ায় বৈদ্যুতিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার প্রবর্তন সংসদ পরিচালনায় স্পিকারের সহায়ক হয়েছে।
- স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার উভয়ই সরকার দলীয় হওয়ায় সংসদ পরিচালনার সময় দলীয় প্রভাবমুক্ত থাকার সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম থাকে।
- সদস্যরা অসহিষ্ণু আচরণ করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলীয় প্রধানের ভূমিকা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্পিকারকে পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।
- বিরোধী দলের সদস্যদের সংসদে উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতিতে সরকারি দলের সদস্যদের অসংসদীয় শব্দের ব্যবহার কিংবা বিরোধী দলের সদস্যদের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখার প্রেক্ষিতে অনেক সময় স্পিকারকে নীরব থাকতে কিংবা কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখতে দেখা যায়।

অধ্যায় দশ

উপসংহার ও সুপারিশমালা

নবম সংসদে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য বেশ কিছু ইতিবাচক দিক লক্ষ করা যায়। প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে ডিজিটাল টাইম কিপারের সাহায্যে সময় গণনা এবং স্পিকারের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ না করার ফলে সংসদ সদস্যদের মধ্যে তাদের জন্য বরাদ্দ নির্দিষ্ট সময়ে নিজ বক্তব্য উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতার চর্চার ফলে এই পর্বগুলোতে দলীয় প্রশংসা, বিরোধী পক্ষের সমালোচনা, অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার সুযোগ ইতিবাচকভাবে হ্রাস পেয়েছে যা কার্যক্রমগুলোতে আলোচনায় প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। বাজেট আলোচনায় খাত ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, সংশোধনী প্রস্তাব, নতুন পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত অর্থ বছরগুলোর ব্যর্থতা প্রসঙ্গসমূহ আলোচিত হওয়া, অসংসদীয় ও অশালীন ভাষার ব্যবহার এবং তা এক্সপাঞ্জ করা নিয়ে মাননীয় স্পিকার সমালোচনা করে এই চর্চা বন্ধে দল-মত নির্বিশেষে সকল সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা ও সহনশীল আচরণ আহ্বান, সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সদস্যরা বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশ্ন, নোটিস উপস্থাপন, জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন, সাধারণ আলোচনার কোন না কোন পর্বে প্রায় ৯২ শতাংশ সংসদ সদস্যের অংশগ্রহণ ইতিবাচক চর্চা হিসাবে দৃশ্যমান হয়েছে।

অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দলের টানা সংসদ বর্জনের বাস্তবতায় সংসদের কার্যকরতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দেখা যায় এই সংসদের সবগুলো বাজেট অধিবেশনই প্রধান বিরোধী দল বর্জন করে। এক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দল ইতিপূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। উল্লেখ্য বিরোধী দলীয় নেতাও ইতিপূর্বের সকল রেকর্ড এমনকি তার নিজের রেকর্ডও ভঙ্গ করেন। তবে সংসদীয় কমিটিগুলোর বৈঠকে প্রধান বিরোধী দলের সরব উপস্থিতি লক্ষনীয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বিরোধী দলীয় নেতার উপস্থিতি দেখা যায়নি। তথাপি কমিটির গঠন, বৈঠক ও প্রতিবেদন জমা দেয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তবে কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের হতাশজনক চিত্র ও সে সংক্রান্ত বিতর্কে কমিটির কার্যকরতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। অন্যদিকে বছর জুড়ে আলোচনার শীর্ষে ছিলো সংবিধান সংশোধনকল্পে গঠিত বিশেষ কমিটি।

এছাড়াও অনির্ধারিত আলোচনা, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, বাজেট আলোচনার ক্ষেত্রে এখনও দলীয় প্রশংসা, বিরোধী পক্ষের সমালোচনা, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণার চর্চা এবং আধিক্য, অসংসদীয় ও অশালীন ভাষার ব্যবহার এবং তা এক্সপাঞ্জ করার চর্চা সদস্যদের জন্য অসম্মানজনক এবং সংসদের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করে বলে স্পিকারের সংসদে ক্ষোভ প্রকাশ করা সত্ত্বেও পরবর্তী অধিবেশনগুলোতে বিভিন্ন কার্যক্রমে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবং এ বিষয়ে স্পিকারের রুলিং দেওয়ার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এছাড়া প্রধান বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তুলনামূলক কম সময়ের মধ্যে বিল পাসের ধারাবাহিকতা তৈরী, পূর্ববর্তী সংসদের মতই অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর উত্থাপিত বেসরকারি বিল স্থায়ী কমিটি কর্তৃক পাসের জন্য সুপারিশ করা হলেও পাসের প্রক্রিয়ার মন্থর গতি, জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন চুক্তি ছাড়া বিদেশিদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান থাকলেও এধরণের কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত না হওয়ার অব্যহত চর্চা সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চা প্রতিষ্ঠায় নেতিবাচক প্রভাব হিসাবে প্রতীয়মান হয়।

সংসদে নারী সদস্যদের ভূমিকার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তবে পূর্বের অধিবেশনগুলোর মতই আইন প্রণয়নে তেমন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়নি। এছাড়া গুটিকতক সংসদ সদস্যই বার বার অংশগ্রহণ করেন। এর বাইরে একটা অংশ কোনরকম অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর পর মনোনয়নের মাধ্যমে আরও ৫ জন নারী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তবে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা অনুযায়ী সংরক্ষিত নারী আসন ১০০তে উন্নীত করে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা অথবা এ সম্পর্কিত আইন জনগণের অংশগ্রহণে সংসদে উত্থাপিত ও পাসের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে কোন আলোচনা বা সিদ্ধান্ত ঊনবিংশতিতম অধিবেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত নেওয়া হয়নি।

সরকার কোনো বিষয়ে দেশের বা জনগণের স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত নিতে গেলে একজন সংসদ সদস্যের দায়িত্ব হল স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করা। আর সেই স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে সংবিধানের ৭০ ধারা বাঁধা হিসেবে বিবেচিত হয়।[১২৩] যদিও

[১২৩] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে, (১) কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি উক্ত দল থেকে পদত্যাগ করেন, অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোট দান করেন, তা হলে সংসদে তার আসন শূন্য হবে। তিনি যদি সংসদে উপস্থিত থেকেও ভোটদানে বিরত থাকেন বা সংসদের কোনো বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তা হলে তিনি তার দলের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন বলে গণ্য হবে। (২) যদি কোনো সময় কোনো রাজনৈতিক দলের সংসদীয় দলের

এ অনুচ্ছেদে এরূপ সুস্পষ্ট বাঁধা নেই, তবুও এ বিধানের ফলেই সংসদ সদস্যরা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারেন না বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে এই বিধান সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হিসেবেও মনে করা হয়। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে আত্মসমালোচনার সুযোগ ব্যাহত হয় এবং সংসদে অগণতান্ত্রিক আচরণ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই অনুচ্ছেদের বাধ্যবাধকতার কারণে দলীয় সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে বাধ্য থাকায় সংবিধানের ৫৫(৩) ধারায় বর্ণিত সংসদের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। সরকারের গণতান্ত্রিক আচরণ ও সার্বিক কর্মকান্ড সাফল্য-ব্যর্থতার গঠনমূলক পর্যালোচনার সুযোগ থাকে না। অন্যদিকে সরকারি দলের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা বাঁধাগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে 'সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১' পাসের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র প্রার্থীর পাশাপাশি সরকারি পক্ষের দল থেকে আরও ৯ জন সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করলেও সেই প্রস্তাবগুলো পরবর্তীতে গঠনমূলক পর্যালোচনার ক্ষেত্র তৈরী করতে পারেনি।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার ও বাস্তবায়নের চিত্র

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

নবম সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে সরকার গঠন করলে নির্বাচনী ইশতেহারে অন্যতম অঙ্গীকার ছিল কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার সদস্য এবং সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতি বছর জনসমক্ষে প্রকাশ করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা, শক্তিশালী স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন ও ন্যায়পাল নিয়োগ করা, একটি সর্বসম্মত আচরণ বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা, জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা, নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈষম্যমূলক আইন সংশোধন করা, একটি নির্ভরযোগ্য নির্বাচন ব্যবস্থা, নিয়মিত নির্বাচন, সরকারের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং সংসদকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা, সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার দেওয়া, সংসদ সদস্যদের জন্য একটি আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করা এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তন করা হবে বলে অঙ্গীকার করে আওয়ামী লীগ।[১২৪]

একটি সর্বসম্মত আচরণ বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করার পদক্ষেপ হিসাবে বেসরকারি বিল 'সংসদ সদস্য আচরণ বিল, ২০১০' স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা সত্ত্বেও পাস হয়নি। নির্বাচনী ইশতেহারে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলা এবং সংসদকে কার্যকর করার সকল পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার করা হলেও বিরোধী দলের সাথে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি এবং সংসদে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ বা বাস্তবায়নের প্রতিফলন হতে দেখা যায়নি।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

প্রধান বিরোধী দলের নির্বাচনী ইশতেহারে অঙ্গীকার করা হয়েছিল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো সমাধানকল্পে সংসদে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার নীতি অনুসরণ করা হবে। সংবিধান সংশোধনীসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইন নবম সংসদের ১৯টি অধিবেশনে পাস হয়েছে যেখানে তাদের সংসদ বর্জন অব্যহত থাকার কারণে এই আলোচনার সুযোগ তৈরী হয়নি। ইস্যুভিত্তিক ওয়াকআউট ছাড়া কোন দল বা জোট সংসদের সেশন বা বৈঠক বর্জন করতে পারবে না, কোনো সংসদ সদস্য সংসদের অনুমোদন ছাড়া ৩০ দিনের অধিক অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ শূন্য হবে। কিন্তু নবম সংসদে মোট ৩৪২ কার্যদিবস বর্জনের মধ্য দিয়ে এর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়নি।

বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি

দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক ধারা প্রবর্তন এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ফিরিয়ে আনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে বদ্ধ পরিকর থাকবে, জাতীয় নির্বাচনে প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত ভোটে আনুপাতিক হারে সংসদ সদস্য নির্বাচন করার ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং হরতালসহ সংঘাতময় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধের জন্য আইন প্রণয়ন করা হবে। কিন্তু সরকার জোটের প্রতিনিধি হলেও এ দল থেকে এধরনের কার্যকর উদ্যোগের বাস্তবায়ন হতে দেখা যায় নি।

নেতৃত্ব সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন ওঠে তা হলে সংসদে সেই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের নেতৃত্বের দাবীদার কোনো সদস্য কর্তৃক লিখিতভাবে অবহিত হওয়ার সাত দিনের মধ্যে স্পিকার সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী উক্ত দলের সকল সংসদ সদস্যের সভা আহ্বান করে বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা উক্ত দলের সংসদীয় নেতৃত্ব নির্ধারণ করবেন এবং সংসদে ভোট দানের ব্যাপারে অনুরূপ নির্ধারিত নেতৃত্বের নির্দেশ যদি কোনো সদস্য অমান্য করেন তা হলে তিনি (১) দফার অধীন উক্ত দলের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন বলে গণ্য হবে এবং সংসদে তার আসন শূণ্য হবে। (৩) যদি কোনো ব্যক্তি নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দেন, তা হলে তিনি উক্ত দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন বলে গণ্য হবে।

[১২৪] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ* (প্যারা ৫.৩ ও ৫.৪) ।

বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে প্রবর্তিত প্রশাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনয়ন, স্বশাসিত, ক্ষমতাশালী, আর্থিক স্বক্ষমতাসহ স্থানীয় সম্পদের উৎসসমূহের উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব এবং স্থানীয় জনগণের কাছে দায়বদ্ধ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, স্থানীয় সরকারের সকল স্তর ও কাঠামোতে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধি নিশ্চিত করা, রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের সকল তথ্য জনগণের অবগত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা, দুর্নীতির মধ্য দিয়ে অর্জিত সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান এবং নির্বাচনে দাঁড়ানোর অধিকার হরণ করা, প্রশাসনের সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনসেবার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা, টাকার খেলা, পেশীশক্তির ব্যবহার ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত নির্বাচনী ব্যবস্থা কায়েম করা এবং সংসদে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা। কিন্তু বাস্তবে সরকারি জোটের অংশ হলেও নবম সংসদে এ ধরনের কার্যকর পদক্ষেপের ক্ষেত্রে উদ্যোগী হতে দেখা যায় নি।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

কোন দলীয় বা নির্দলীয় সংসদ সদস্যরা যাতে পার্লামেন্ট অধিবেশনে অনুপস্থিত থেকে সংসদকে অকার্যকর করতে না পারে সে জন্য সংসদের রুলস অব প্রসিডিওর এবং প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করা হবে, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নির্বাচনী আইন, বিধিমালা ও পদ্ধতির যথোপযুক্ত সংস্কার করা হবে, সরকারের বর্তমান কাঠামো, বিশেষ করে রাজধানী-কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন করে প্রশাসনকে ব্যাপকভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। কিন্তু বিরোধী দল হিসেবে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করলেও তাদের পক্ষ থেকে এ ধরনের উদ্যোগের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

ইতিবাচক দিক

- নবম সংসদে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার অষ্টম সংসদের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩% হয়েছে।
- বাজেট আলোচনায় খাত ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, সংশোধনী প্রস্তাব, নতুন পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত অর্থবছরগুলোর ব্যর্থতা প্রসঙ্গে আলোচনা বিষয় সংশ্লিষ্টতার ইতিবাচক প্রতিফলন।
- প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস ইত্যাদি পর্বে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে উল্লেখযোগ্য; সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে বেশি।
- স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে বরাদ্দকৃত সময়ের মধ্যে বক্তব্য উপস্থাপনের চর্চা দেখা যায়, ফলে প্রশ্নোত্তর পর্ব, আইন প্রণয়ন, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে দলীয় প্রশংসা, বিরোধী পক্ষের সমালোচনা, অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার সুযোগ হ্রাস পেয়েছে।
- ৭০ অনুচ্ছেদের প্রতিবন্ধকতা স্বত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ আলোচনায় সরকার দলীয় সদস্যদের অংশগ্রহণ।
- অধিবেশন কক্ষের বাইরে প্রতিদিনের কার্যসূচি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শনের ফলে সংসদ কার্যক্রমের তথ্য প্রাপ্তি সদস্যদের কাছে সহজতর হওয়া।
- নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সকল সংসদীয় কমিটি গঠিত হয় যেখানে ৩টি কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে নির্বাচন করা হয়।
- কমিটির সভাপতি হিসেবে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যের দায়িত্ব পালন এবং সংসদীয় কমিটির বৈঠকে নিয়মিত অংশগ্রহণ।
- সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটির বৈঠকে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের তদারকি নির্দেশিকা অনুমোদন করা হয় যা অন্যান্য কমিটিগুলোর ক্ষেত্রেও ইতিবাচক নির্দেশনা দিতে পারবে।

নেতিবাচক দিক

- প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জন ও এর মাত্রা সংকটজনকভাবে বৃদ্ধি। ফলে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।
- আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি আইন পাসের জন্য গড় সময় অষ্টম সংসদের প্রেক্ষিতে তুলনামূলকভাবে কম; আইন প্রণয়নে খুব কম সংখ্যক সদস্যের (নারী সদস্যসহ) অংশগ্রহণ দেখা যায়।
- সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক আলোচনা সংসদে অনুষ্ঠিত না হওয়া।
- অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের আহ্বান এবং রুলিং সত্ত্বেও একই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি।
- সংসদ অধিবেশনে কোরাম সংকট অব্যাহত, কোরামের অভাবে সংসদীয় কমিটির বৈঠক ব্যাহত।
- সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিধানের অস্পষ্টতা সংসদে সদস্যদের মতামত প্রকাশে প্রতিবন্ধক যা নবম সংসদেও অব্যহত।

- মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটিতে পদাধিকার বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সদস্য রয়েছেন যা কার্যপ্রণালী বিধি ১৮৮ (২) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
- সরকারি দল নির্বাচনী ইশতেহারে সদস্যদের আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করলেও নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ বা বাস্তবায়নের প্রতিফলন হতে দেখা যায়নি।
- বিরোধী দলের মধ্য থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের অঙ্গীকার ও স্পিকারের দল থেকে পদত্যাগ করার আলোচনা করলেও পরবর্তীতে সরকার থেকে তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।
- ইস্যুভিত্তিক ওয়াকআউট ছাড়া কোন দল বা জোট সংসদের সেশন বা বৈঠক বর্জন করতে পারবে না, কোনো সংসদ সদস্য সংসদের অনুমোদন ছাড়া ৩০ দিনের অধিক অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ শূন্য হবে - প্রধান বিরোধী দলের ইশতেহারে অঙ্গীকার থাকলেও নবম সংসদে মোট ৩৪২ কার্যদিবস বর্জনের মধ্য দিয়ে এর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়নি।
- বিরোধীদলীয় নেতার গঠনমূলক ভূমিকার মাধ্যমে সরকারকে সহযোগিতা করার আশ্বাস এবং সংসদে সরকারি দলের জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে জনস্বার্থে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার অঙ্গীকারের বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়নি ।
- সংসদের ওয়েবসাইটে সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি।
- সার্বিকভাবে পূর্ববর্তী সংসদের প্রেক্ষিতে নবম সংসদ কার্যক্রমের কার্যকরতার গুণগত পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়নি।

সারণি ১০.১: অষ্টম ও নবম সংসদের প্রথম থেকে শেষ অধিবেশনের তুলনামূলক একটি বিশ্লেষণ দেওয়া হলঃ

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশন)	নবম সংসদ (প্রথম থেকে উনিশতম অধিবেশন)
সংসদে প্রতিনিধিত্ব	৭২% সদস্য সরকারি ও ২৮% সদস্য বিরোধী দলের।	৮৮% সদস্য সরকারি ও ১২% সদস্য বিরোধী দলের।
সংসদের বৈঠককাল	মোট কার্যদিবস ছিল ৩৭৩ এবং উক্ত কার্যবিদসে মোট প্রায় ১১৮২ ঘন্টা ২৯ মিনিট সংসদ অধিবেশন চলে। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ছিল ৩ ঘন্টা ১১ মিনিট।	মোট কার্যদিবস ছিল ৪১৮ ও উক্ত কার্যদিবসে মোট প্রায় ১৩৩১ ঘন্টা ৫৪ মিনিট সংসদ অধিবেশন চলে। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ছিল ৩ ঘন্টা ১১ মিনিট।
সদস্যদের উপস্থিতি	অষ্টম সংসদে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি ৫৫%। মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশের বেশী সময় উপস্থিত ছিলেন ২৫% সদস্য।	নবম সংসদে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি ৬৩%। মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশের বেশী সময় উপস্থিত ছিলেন ৪১% সদস্য।
সংসদ নেতার উপস্থিতি	মোট কার্যদিবসের ৫২.২৭% (১৯৫দিন)	মোট কার্যদিবসের ৮০.৩৮% (৩৩৬ দিন)
প্রধান বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি	মোট কার্যদিবসের ১২.০৬% (৪৫ দিন)	মোট কার্যদিবসের ২.৩৯% (১০ দিন)
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	৯২.৯% প্রশ্ন করেন সরকারি দলের সদস্যবৃন্দ আর অবশিষ্ট ৭.১% মূল প্রশ্ন করেন অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যবৃন্দ। সম্পূরক প্রশ্নগুলোর মধ্যে ৭৭.৯% প্রশ্ন করেন সরকারি দলের সদস্যবৃন্দ আর ২২.১% করেন অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যবৃন্দ। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর কাছে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ পাননি অথবা প্রশ্ন জমা দেননি।	৮৮.৩% প্রশ্ন করেন সরকারি দলের সদস্যবৃন্দ, প্রধান বিরোধী দলের সদস্যবৃন্দ করেন ২.৬% প্রশ্ন আর অবশিষ্ট ৮.৯% মূল প্রশ্ন করেন অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যবৃন্দ। সম্পুরক প্রশ্নগুলোর মধ্যে ৯১.৫% প্রশ্ন করেন সরকারি দলের সদস্যবৃন্দ, ২.৮% প্রশ্ন করেন প্রধান বিরোধীদলের সদস্যবৃন্দ আর অবশিষ্ট ৫.৭% সম্পুরক প্রশ্ন করেন অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যবৃন্দ।
মন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	মন্ত্রীদের কাছে ১৫১২টি মূল প্রশ্ন করা হয়। এর মধ্যে সরকারি দলের সদস্যরা করেন ১১৪৯টি, প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ৩৯টি এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যরা করেন ৩২৪টি।	নবম সংসদের অষ্টম হতে পঞ্চদশ অধিবেশন পর্যন্ত সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের কাছে ১৩৮৬টি মূল প্রশ্ন করা হয়। এর মধ্যে সরকারি দলের সদস্যরা করেন ১৩৩৭টি, প্রধান বিবোধী দল থেকে ২৩টি এবং অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য করেন ২৬টি মূল প্রশ্ন।
৭১ বিধিতে জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ নোটিস	জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষযে উত্থাপিত ৩৬৩৩টি নোটিসের মধ্যে গৃহীত হয় ২৭১টি। এরমধ্যে ১৯৮টি ছিল সরকারি দলের, প্রধান বিরোধী দলের ছিল ১৮টি ও ৫৫টি ছিল অন্যান্য বিরোধী দলের।	জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে উত্থাপিত ৭৩৮০টি নোটিসের মধ্যে গৃহীত হয় ৪৪২টি । এরমধ্যে ৪১৯টি ছিল সরকারি দলের, ১৩টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ১০টি অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত।
বিল পাস	মোট ১৮৫টি বিল পাস হয় যার মধ্যে ১৮৪টি সরকারি বিল এবং ১টি বেসরকারি বিল। একটি বিল পাস করতে গড় সময় প্রায় ২০ মিনিট।	২৭১টি বিল পাস করা হয় যার মধ্যে ২৬৮টি সরকারি বিল এবং ৩টি বেসরকারি বিল। একটি বিল পাস করতে গড় সময় প্রায় ১২ মিনিট।
অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডার	অনির্ধারিত আলোচনায় মোট প্রায় ৯১ ঘন্টা সময় ব্যয় হয়।	অনির্ধারিত আলোচনায় মোট প্রায় ৬৯ ঘন্টা ৫৪ মিনিট সময় ব্যয় হয়।
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	নির্ধারিত সময় অপেক্ষা বেশি সময় নিয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা অব্যাহত।	সময় নিয়ন্ত্রন করার চর্চা উৎসাহিত করায় নির্ধারিত সময় অপেক্ষা বেশি সময় নিয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা হ্রাস পায়।
কোরাম সংকট	প্রতি কার্যদিবসে কোরাম সংকট ছিলো গড়ে ৩৭ মিনিট।	প্রতি কার্যদিবসে কোরাম সংকট ছিলো গড়ে ৩২ মিনিট।
সংসদ বর্জন	২৩টি অধিবেশনের ৩৭৩ কার্যদিবসের মধ্যে প্রধান বিরোধী দল ২২৩ কার্যদিবস বা ৬০% কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে।	১৯টি অধিবেশনের ৪১৮ কার্যদিবসের মধ্যে প্রধান বিরোধী দল ৩৪২ কার্যদিবস বা ৮১.৮১% কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে।
সংসদীয় কমিটি	প্রথম অধিবেশনে মাত্র ৫টি কমিটি গঠিত, সভাপতি হিসেবে বিরোধী দল অনুপস্থিত।	প্রথম অধিবেশনেই সকল কমিটি গঠিত, ৩টি কমিটির সভাপতি বিরোধী দলের।

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবি'র সুপারিশ

সদস্যদের উপস্থিতি সংক্রান্ত

৬. সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি প্রতিহত করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করে দলীয় বা জোটগতভাবে সংসদ বর্জন নিষিদ্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে সদস্যপদ বাতিলের বিধান করা যেতে পারে।

৭. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অনুপস্থিত থাকার সর্বোচ্চ সময়সীমা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে উদাহরণস্বরূপ ৩০ কার্যদিবস করার বিধান করতে হবে।

৮. বিধি অনুযায়ী সংসদ সদস্যের ছুটির আবেদন স্পিকার এবং সংসদ কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়ার চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। এ সংক্রান্ত একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

৯. অধিবেশনভিত্তিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির জন্য প্রথম দশজনকে স্বীকৃতি প্রদান এবং সর্বনিম্ন উপস্থিত এরূপ দশজনের নাম প্রকাশ করতে হবে। যুক্তিসঙ্গত কারণ সাপেক্ষে স্পিকারের অনুমতি ছাড়া পুরো অধিবেশনে অনুপস্থিত এমন সদস্যরা সদস্য হিসেবে প্রাপ্য ভাতা থেকে বঞ্চিত হবেন - এ রকম বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

১০. সংসদ নেতা এবং বিরোধীদলীয় নেতার সংসদে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হবে।

সংসদে সদস্যদের গণতান্ত্রিক আচরণ ও অংশগ্রহণ সংক্রান্ত

৯. সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল ২০১০' চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

১০. সংসদ সদস্যদের বক্তব্যে অসংসদীয় ভাষা পরিহার এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণু মনোভাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা অন্যদের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

১১. সংবিধান সংশোধন, সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব ও বাজেট অনুমোদন ব্যতীত অন্যান্য যেকোন বিষয়ে সদস্যদের স্বাধীন ও আত্মসমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ ও ভোটদানের সুযোগ তৈরীর জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে।

১১. আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদেরকে আরও সক্রিয় হতে হবে।

১২. আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে সংসদে আলোচনা করার বিধান কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

সংসদের কার্যদিবস ও কার্যসময় সংক্রান্ত

১৪. অধিবেশনের কার্যদিবস বছরে কমপক্ষে ১৩০ দিন নির্ধারণ করতে হবে।

১৫. প্রতি কার্যদিবসের কার্যসময় কমপক্ষে ছয় ঘণ্টা করতে হবে। সেক্ষেত্রে অধিবেশন বিকালের পরিবর্তে সকালে শুরু করা যেতে পারে।

১৬. সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে।

তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত

১৭. সংসদ অধিবেশন ও স্থায়ী কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে ও সময়মত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। সংসদের ওয়েবসাইটের তথ্য যথা সময়ে হালনাগাদ করতে হবে এবং বুলেটিনসহ বিভিন্ন প্রকাশনাকে আরও তথ্যবহুল করতে হবে।

১৮. সংসদীয় কমিটির সুপারিশসহ কার্যবিবরণী জনগণ তথা সরকারি ও বেসরকারি রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসহ সকল গণমাধ্যমে সহজলভ্য করতে হবে ।

সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি সংক্রান্ত

১৭. জনগুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বা জনমত যাচাই করতে হবে। এক্ষেত্রে সংসদের ওয়েবসাইট, সংসদ টিভি, বেসরকারি সংস্থা কিংবা সংবাদপত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

১৮. সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রয়োজনে গণভোটের প্রবর্তন করতে হবে

সংসদীয় কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধিতে

২৩. কমিটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এই প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্তব্য/আপত্তি লিখিতভাবে জানাবে এমন বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

২৪. সংসদীয় কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানানোর বিধান করতে হবে, এক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

২৫. যেসব কমিটিতে কোনো সদস্যের অন্তর্ভুক্তির ফলে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে উক্ত সদস্য মন্ত্রী হলে তিনি সংশ্লিষ্ট আলোচনা বা ভোট দান থেকে বিরত থাকবেন এরকম বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

তথ্য সহায়িকাঃ

- ফজল আ, *'The Ninth Parliament Election: A Socio-Political Analysis'*, ২০০৯।
- ইসলাম, আ, *বাংলাদেশ সচিত্র সংসদ*, ২০০১।
- ফিরোজ, জা, *পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করেঃ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ২০০৩।
- আকরাম, এম, দাস, এস ও মাহমুদ, ত, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকাঃ জনগণের প্রত্যাশা*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৯।
- মাহমুদ, ত, আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, আকতার, ম, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে নবম জাতীয় সংসদ (প্রথম-সপ্তম অধিবেশন)*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১২।

পরিশিষ্ট ১: নবম সংসদের কার্যকাল

অধিবেশন	প্রথম অধিবেশন	দ্বিতীয় অধিবেশন	তৃতীয় অধিবেশন	চতুর্থ অধিবেশন	পঞ্চম অধিবেশন	ষষ্ঠ অধিবেমন	সপ্তম অধিবেশন	অষ্টম অধিবেশন	নবম অধিবেশন	দশম অধিবেশন	একাদশ অধিবেশন	দ্বাদশ অধিবেশন	ত্রয়োদশ অধিবেশন	চর্তুদশ অধিবেশন	পঞ্চদশ অধিবেশন	ষষ্ঠদশ অধিবেশন	সপ্তদশ অধিবেশন	অস্টাদশ অধিবেশন	উনবিংশতিতম অধিবেশন
অধিবেশন শুরু	২৫ জানুয়ারি ২০০৯	৪ জুন ২০০৯	৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯	৪ জানুয়ারি ২০১০	২ জুন ২০১০	২০ সেপ্টেম্বর ২০১০	৫ ডিসেম্বর ২০১০	২৫ জানুয়ারি ২০১১	২২ মে ২০১১	১৮ আগস্ট ২০১১	২০ অক্টোবর ২০১১	২৫ জানুয়ারি ২০১২	২৭ মে ২০১২	৪ সেপ্টেম্বর ২০১২	১৪ নভেম্বর ২০১২	২৭ জানুয়ারি ২০১৩	২১ এপ্রিল ২০১৩	৩ জুন ২০১৩	১২ সেপ্টেম্বর ২০১৩
অধিবেশন শেষ	৭ এপ্রিল ২০০৯	৯ জুলাই ২০০৯	৫ নভেম্বর ২০০৯	৫ এপ্রিল ২০১০	২২ জুলাই ২০১০	৬ অক্টোবর ২০১০	৯ ডিসেম্বর ২০১০	২৪ মার্চ ২০১১	৭ জুলাই ২০১১	২৫ আগস্ট ২০১১	৩০ নভেম্বর ২০১১	২৯ মার্চ ২০১২	৮ জুলাই ২০১২	১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২	২৯ নভেম্বর ২০১২	৬ মার্চ ২০১৩	৩০ এপ্রিল ২০১৩	১৬ জুলাই ২০১৩	২০ নভেম্বর ২০১৩
মোট কার্য দিবস	৩৯ দিন	২৫ দিন	২২ দিন	৩৯	৩৩ দিন	১১ দিন	৫ দিন	৩৩ দিন	৩০ দিন	০৪ দিন	১৩ দিন	৩৪ দিন	২৯ দিন	১০ দিন	১০ দিন	২৫ দিন	৮ দিন	২৪ দিন	২৪ দিন
বছরভিত্তিক মোট কার্যদিবস	৮৬ দিন			৮৮ দিন				৮০ দিন				৮৩ দিন				৮১ দিন			

পরিশিষ্ট ২: সভাপতিমণ্ডলী

প্রথম অধিবেশন		
নাম	দল	আসন
অধ্যাপক মো. আলী আশরাফ	সরকারি (আ'লীগ)	কুমিল্লা-৭
অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া	সরকারি (আ'লীগ)	গাইবান্ধা-৫
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	সরকারি (জাতীয় পার্টি)	চট্টগ্রাম-৪
ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু	সরকারি (আ'লীগ)	বরগুনা-১
মেহের আফরোজ চুমকী	সরকারি (আ'লীগ)	গাজীপুর-৫
দ্বিতীয় অধিবেশন		
আব্দুল মতিন খসরু	সরকারি (আ'লীগ)	কুমিল্লা-৫
এইচ এন আশিকুর রহমান	সরকারি (আ'লীগ)	রংপুর-৫
এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার	সরকারি (জাতীয় পার্টি)	বরিশাল-৬
এ কে এম হাফিজুর রহমান	প্রধান বিরোধী (জাতীয়তাবাদী দল)	বগুড়া-২
জিন্নাতুন নেসা তালুকদার	সরকারি (আ'লীগ)	মহিলা-১১
তৃতীয় অধিবেশন		
খান টিপু সুলতান	সরকারি (আ'লীগ)	যশোর-৫
শামসুর রহমান শরীফ	সরকারি (আ'লীগ)	পাবনা-৪
টি আই এম ফজলে রাব্বি চৌধুরী	সরকারি (জাতীয় পার্টি)	গাইবান্ধা-৩
এম কে আনোয়ার	প্রধান বিরোধী (জাতীয়তাবাদী দল)	কুমিল্লা-২
সারাহ্ বেগম কবরী	সরকারি (আ'লীগ)	নারায়নগঞ্জ-৪

চতুর্থ অধিবেশন		
ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন	সরকারি (আ'লীগ)	চট্রগ্রাম-১
মোহাম্মদ ছায়েদুল হক	সরকারি (আ'লীগ)	ব্রাক্ষণবাড়িয়া-১
এ কে এম মাইদুল ইসলাম	সরকারি (জাতীয় পার্টি)	কুড়িগ্রাম-৩
জাফরুল ইসলাম চৌধুরী	প্রধান বিরোধী (জাতীয়তাবাদী দল)	চট্রগ্রাম-১৫
বেগম ছালেহা মোশাররফ	সরকারি (আ'লীগ)	মহিলা-২০
পঞ্চম অধিবেশন		
মো. ফজলে রাব্বী মিয়া	সরকারি (আ'লীগ)	গাইবান্ধা-৫
বীর বাহাদুর উশৈ সিং	সরকারি (আ'লীগ)	৩০০ পার্বত্য বান্দরবান
মো.মজিবুল হক	সরকারি (জাতীয় পার্টি)	কিশোরগঞ্জ-৩
আব্দুল মোমিন তালুকদার	প্রধান বিরোধী (জাতীয়তাবাদী দল	বগুড়া-৩
বেগম সানজিদা খানম	সরকারি (আ'লীগ)	ঢাকা-৪
ষষ্ঠ অধিবেশন		
অধ্যাপক আলী আশরাফ	সরকারি (আ'লীগ)	কুমিল□া-৭
মো. মজিবুল হক	সরকারি (জাতীয় পার্টি)	কিশোরগঞ্জ-৩
এ বি এম গোলাম মোস্তফা	সরকারি (আ'লীগ)	কুমিল□া=৪
এ বি এম আশরাফউদ্দিন নিজান	প্রধান বিরোধী (জাতীয়তাবাদী দল)	লক্ষিপুর-৪
বেগম তহুরা আলী	সরকারি (আ'লীগ)	মহিলা আসন-১৯
সপ্তম অধিবেশন		
ইমরান আহমেদ	সরকারি (আ'লীগ)	সিলেট-৪
আতিয়ার রহমান আতিক	সরকারি (আ'লীগ)	শেরপুর-৪
মজিবুর রহমান	সরকারি (জাতীয় পার্টি)	লালমনিরহাট-২
আবুল খায়ের ভুঁইয়া	প্রধান বিরোধী (জাতীয়তাবাদী দল)	লক্ষিপুর-২
মাহবুব আরা গিনি	সরকারি (আ'লীগ)	গাইবান্ধা-২
৮ম অধিবেশন		
জনাব মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া	সরকারি (আ'লীগ)	৩৩ গাইবান্ধা-৫
জনাব এ, বি, এম, গোলাম মোস্তফা	সরকারি (আ'লীগ)	২৫২ কুমিল্লা-৪
জনাব মোঃ মুজিবুল হক	সরকারি (জাতীয় পার্টি)	১৬৪ কিশোরগঞ্জ-৩
জনাব আব্দুল মোমিন তালুকদার	প্রধান বিরোধী (জাতীয়তাবাদী দল)	৩৮ বগুড়া-৩
বেগম সানজিদা খানম	সরকারি (আ'লীগ)	১৭৭ ঢাকা-৪
৯ম অধিবেশন		
জনাব মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া	সরকারি (আ'লীগ)	৩৩ গাইবান্ধা-৫
জনাব এ, বি, এম, গোলাম মোস্তফা	সরকারি (আ'লীগ)	২৫২ কুমিল্লা-৪
জনাব মোঃ মুজিবুল হক	সরকারি (জাতীয় পার্টি)	১৬৪ কিশোরগঞ্জ-৩
জনাব নজরুল ইসলাম মঞ্জু	প্রধান বিরোধী (জাতীয়তাবাদী দল)	১০০ খুলনা-২
বেগম ফরিদুন্নাহার লাইলী	সরকারি (আ'লীগ)	৩১৮ মহিলা আসন-১৮
১০ম অধিবেশন		
জনাব ইমরান আহমেদ	সরকারি (আ'লীগ)	২৩২ সিলেট-৪

জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ	সরকারি (আ'লীগ)	১০৯ বরগুনা-১
জনাব মোঃ মজিবর রহমান সরওয়ার	প্রধান বিরোধী (জাতীয়তাবাদী দল)	১২৩ বরিশাল-৫
বেগম নূর-ই-হাসনা লিলি চৌধুরী	সরকারি (জাতীয় পার্টি)	৩৪৩ মহিলা আসন-৪৩
এ্যাডভোকেট তারানা হালিম	সরকারি (আ'লীগ)	৩০৮ মহিলা আসন-৮
১১তম অধিবেশন		
জনাব আব্দুল মতিন খসরু	সরকারি (আ'লীগ)	২৫৩ কুমিল্লা-৫
জনাব এ বি এম আবুল কাসেম	সরকারি (আ'লীগ)	২৮০ চট্টগ্রাম-৩
জনাব হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ	সরকারি (জাতীয় পার্টি)	৫ ঠাকুরগাঁও-৩
জনাব জাফরুল ইসলাম চৌধুরী	প্রধান বিরোধী (জাতীয়তাবাদী দল)	২৯২ চট্টগ্রাম-১৫
বেগম রুবী রহমান	সরকারি (আ'লীগ)	৩২৭ মহিলা আসন-২৭
১২তম অধিবেশন		
জনাব আব্দুল মতিন খসরু	সরকারি (আ'লীগ)	২৫৩ কুমিল্লা-৫
জনাব মোঃ মুজিবুল হক	সরকারি (জাতীয় পার্টি)	১৬৪ কিশোরগঞ্জ-৩
জনাব আ, ক, ম, মোজাম্মেল হক	সরকারি (আ'লীগ)	১৯৪ গাজীপুর-১
জনাব জাফরুল ইসলাম চৌধুরী	প্রধান বিরোধী (জাতীয়তাবাদী দল)	২৯২ চট্টগ্রাম-১৫
বেগম নাজমা আকতার	সরকারি (আ'লীগ)	৩১৩ মহিলা আসন-১৩
১৩তম অধিবেশন		
অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ	সরকারি (আ'লীগ)	২৫৫ কুমিল্লা-৫
জনাব মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া	সরকারি (আ'লীগ)	৩৩ গাইবান্ধা-৫
জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	সরকারি (জাতীয় পার্টি)	২৮১ চট্টগ্রাম-৪
জনাব এ বি এম আশরাফ উদ্দিন (নিজান)	প্রধান বিরোধী (জাতীয়তাবাদী দল)	২৭৭ লক্ষীপুর-৪
বেগম নিলুফার জাফর উল্লাহ	সরকারি (আ'লীগ)	২১৪ ফরিদপুর-৪
১৪তম অধিবেশন		
খান টিপু সুলতান	সরকারি (আ'লীগ)	৮৯ যশোর-৫
জনাব এ, বি, এম, গোলাম মোস্তফা	সরকারি (আ'লীগ)	২৫২ কুমিল-া-৪
জনাব এ, কে, এম মাঈদুল ইসলাম	সরকারি (জাতীয় পার্টি)	২৭ কুড়িগ্রাম-৩
জনাব জাফরুল ইসলাম চৌধুরী	প্রধান বিরোধী (জাতীয়তাবাদী দল)	২৯২ চট্টগ্রাম-১৫
বেগম হাবিবুন নাহার	সরকারি (আ'লীগ)	৯৭ বাগেরহাট-৩
১৫তম অধিবেশন		
জনাব মোঃ মজিবর রহমান	সরকারি (জাতীয় পার্টি)	১৭ লালমনিরহাট-২
জনাব শামসুর রহমান শরীফ	সরকারি (আ'লীগ)	৭১ পাবনা-৪
জনাব এ, বি, এম, গোলাম মোস্তফা	সরকারি (আ'লীগ)	২৫২ কুমিল্লা-৪
জনাব মোঃ মজিবর রহমান সরওয়ার	প্রধান বিরোধী (জাতীয়তাবাদী দল)	১২৩ বরিশাল-৫
বেগম শাহিন মনোয়ারা হক	সরকারি (আ'লীগ)	৩৩০ মহিলা আসন-৩০
১৬তম অধিবেশন		
জনাব মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া	সরকারি (আ'লীগ)	৩৩ গাইবান্ধা-৫
জনাব এ.বি.এম. গোলাম মোস্তফা	সরকারি (আ'লীগ)	২৫২ কুমিল-া-৪

জনাব মোঃ মুজিবুল হক	সরকারি (জাতীয় পার্টি)	১৬৪ কিশোরগঞ্জ-৩
জনাব জাফরুল ইসলাম চৌধুরী	প্রধান বিরোধী (জাতীয়তাবাদী দল)	২৯২ চট্টগ্রাম-১৫
বেগম এথিন রাখাইন	সরকারি (আ'লীগ)	৩০৭ মহিলা আসন-৭
১৭তম অধিবেশন		
খান টিপু সুলতান	সরকারি (আ'লীগ)	৮৯ যশোর-৫
জনাব এ, বি, এম ফজলে করিম চৌধুরী	সরকারি (আ'লীগ)	২৮২ চট্টগ্রাম-৫
বেগম শাহিন মনোয়ারা হক	সরকারি (আ'লীগ)	৩৩০ মহিলা আসন-৩০
জনাব জাফরুল ইসলাম চৌধুরী	প্রধান বিরোধী (জাতীয়তাবাদী দল)	২৯২ চট্টগ্রাম-১৫
জনাব হাফিজ উদ্দিন আহমেদ	সরকারি (জাতীয় পার্টি)	৫ ঠাকুরগাঁও-৩
১৮তম অধিবেশন		
জনাব মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া	সরকারি (আ'লীগ)	৩৩ গাইবান্ধা-৫
জনাব এ, বি, এম, গোলাম মোস্তফা	সরকারি (আ'লীগ)	২৫২ কুমিল্লা-৪
জনাব মোঃ মুজিবুল হক	সরকারি (জাতীয় পার্টি)	১৬৪ কিশোরগঞ্জ-৩
জনাব জাফরুল ইসলাম চৌধুরী	প্রধান বিরোধী (জাতীয়তাবাদী দল)	২৯২ চট্টগ্রাম-১৫
বেগম ফরিদা রহমান	সরকারি (আ'লীগ)	৩১৭ মহিলা আসন-১৭
১৯তম অধিবেশন		
জনাব এ, বি, এম, গোলাম মোস্তফা	সরকারি (আ'লীগ)	২৫২ কুমিল্লা-৪
জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার	সরকারি (আ'লীগ)	৪৭ নওগাঁ-২
জনাব মোঃ মুজিবুল হক	সরকারি (জাতীয় পার্টি)	১৬৪ কিশোরগঞ্জ-৩
জনাব জেড, আই, এম মোস্তফা আলী	প্রধান বিরোধী (জাতীয়তাবাদী দল)	৩৯ বগুড়া-৪
বেগম আশরাফুন নেছা মোশারফ	সরকারি (আ'লীগ)	৩০৫ মহিলা আসন-৫

পরিশিষ্ট ৩: নবম সংসদের প্রথম- উনবিংশতিতম অধিবেশনে ব্যয়িত সময়

আলোচনার বিষয়বস্তু	১ম অধিবেশন	২য় অধিবেশন	৩য় অধিবেশন	৪র্থ অধিবেশন	৫ম অধিবেশন	৬ষ্ঠ অধিবেশন	৭ম অধিবেশন	৮ম অধিবেশন	৯ম অধিবেশন	১০ম অধিবেশন	১১তম অধিবেশন	১২ তম অধিবেশন	১৩ তম অধিবেশন	১৪ তম অধিবেশন	১৫ তম অধিবেশন	ষষ্ঠদশ অধিবেশন	সপ্তদশ অধিবেশন	অস্টাদশ অধিবেশন	উনবিংশতিতম অধিবেশন
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	০৪:৪৮:০০	০১:১২:০০	০২:৩৮:০০	০২:২৩:০০	০২:৪৫:০০	-	০০:৪০:০০	০৪:০৪:০০	০১:৫৬:০০	০০:৫৯:০০	০২:০২:০০	০৩:৪৪:০০	০১:৫১:০০	০২:২৭:০০	০১৩৪:০০	১:৩০:৪৬	০০:৫৯:৩৪	০০:৪২:০০	১:৫১:৩৫
মন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	৩৪:৩৩:০০	১০:০৪:০০	২২:৩৫:০০	১৯:৪৬:০০	১৬:১৫:০০	০৯:৫৮:০০	০৩:২৭:০০	২২:০০:০০	১৪:৩৮:০০	০৩:৪০:০০	১২:৪৭:০০	০৭:৪৮:০০	১৩:২৯:০০	০৯:৪৯:০০	০৮:৩৫:০০	৫:৪৯:৪৩	৫:২২:২৯	৩:৪৬:৩৯	১৬:৩০:৩৪
৭১-ক বিধি জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস	২১:১০:০০	০৬:২২:০০	১১:৪৫:০০	০৭:৪৮:০০	০৭:৪৩:০০	০৪:১৮:০০	০০:৩৭:০০	৮:৩৬:০০	০৬:১১:০০	০১:০৯:০০	০৫:০৯:০০	০৩:১৮:০০	০৬:৩৮:০০	০২:৪৪:০০	০২:৫৮:০০	১:৪৪:৫৮	১:৪২:০৫	১:৪৩:৩০	৪:১৩:১৬
৭১ বিধি জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস	১০:২৮:০০	০২:৪৭:০০	০৪:৫৮:০০	০৪:৩১:০০	০৪:০২:০০	০২:৫৩:০০	-	৪:১৩:০০	০১:৪৩:০০	০০:৩৪:০০	০১:৫২:০০	০১:০৮:০০	০৪:০৯:০০	০১:৪১:০০	০২:০১:০০	০০:৫১:০০	-	০০:০২:০০	৩:১৩:০৪
৬৮ বিধি জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২:৩৮:০০	-	-	-	-	-	-	-	-
রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও এর ওপর আলোচনা	২৯:৪৫:০০	-	-	৪৫:৪৯:০০	-	-	-	৪২:৫৮:০০	-	-	-	৫৪:০২:০০	-	-	-	৪৭:৩৩:০৯	-	-	-
সাধারণ আলোচনা	০০:৫৯:০০	-	১৩:৩৩:০০	০৩:২১:০০	-	০২:৫৫:০০	০৫:৪৮:০০	১:৫৮:০০	-	-	০:৩৭:০০	০২:২৫:০০	-	-	-	-	-	-	১:২২:২৫
বাজেট আলোচনা	-	৫৭:২৫:০০	-	-	৪৭:৪১:০০	-	-	-	৫৭:৫৯:০০	-	-	-	৫৫:৪৩:০০	-	-	-	-	৭১:০৯:০০	-
আইন প্রণয়ন	১৩:০৭:০০	০৪:০৯:০০	০৪:৫৯:০০	১৩:৫৫:০০	০৭:৩৮:০০	০৪:৫৫:০০	০০:৪৭:০০	১:৫১:০০	০৬:৫৮:০০	০০:৪৭:০০	০২:১৫:০০	০৬:৩২:০০	০৭:২৯:০০	০৪:০৯:০০	০২:৪৭:০০	৪:৪৩:২৮	৩:১৬:০৭	১০:৩১:৪১	৮:৫৫:০৩
অনির্ধারিত আলোচনা	০৫:২০:০০	০০:৩৩:০০	০১:৩৮:০০	০৯:১৪:০০	০২:২৩:০০	০৩:১২:০০	০০:১৭:০০	৫:৩০:০০	০১:৫৮:০০	০০:৩৮:০০	০২:৪৫:০০	০৩:২৪:০০	০২:২৪:০০	০২:৫১:০০	০২:১৮:০০	৮:০০:৫২	০০:১০:৫৫	১০:২৪:২৫	৬:৫২:৫৭
অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম	২৫:১৩:০০	০৭:৪৯:০০	০৭:৪৯:০০	১৮:৫৬:০০	০৯:৫২:০০	০৪:৪৩:০০	০৪:০২:০০	১২:৫১:০০	০৭:৪৭:০০	০২:১১:০০	০৪:১৮:০০	১৭:১২:০০	০৭:২৯:০০	০৬:২৪:০০	০৫:৫১:০০	৫:৪৫:৩৭	৫:২১:২৭	৫:৩৯:১৫	১১:২০:৩০
মোট	১৪৫:২২:০০	৯০:২১:০০	৬৯:৫৬:০০	১২৫:৪৩:০০	৯৮:২৪:০০	৩২:৫৪:০০	১৫:৩৮:০০	১০৪:০১:০০	৯৯:১০:০০	০৯:৫৮:০০	৩৪:২৩:০০	৯৯:৩৩:০০	৯৯:১২:০০	৩০:০৫:০০	২৬:০৪:০০	৭৫:৫৯:৩৩	১৬:৫২:৪৩	১০৩:৫৮:৩০	৫৪:১৯:২৪

পরিশিষ্ট ৪: নবম জাতীয় সংসদে পাসকৃত বিল

১ম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রমিক নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপনের তারিখ	কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) (২০০৬-০৭ অর্থ বৎসর) বিল, ২০০৯	অর্থ	১৯-০২-০৯	২৩-০২-০৯	-	-	২৩-০২-০৯	২৪-০২-০৯	১
২।	নির্দিষ্টকরণ (২০০৭-০৮ অর্থ বৎসর) বিল, ২০০৯	অর্থ	১৯-০২-০৯	২৩-০২-০৯	-	-	২৩-০২-০৯	২৪-০২-০৯	২
৩।	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) (২০০৭-০৮ অর্থ বৎসর) বিল, ২০০৯	অর্থ	১৯-০২-০৯	২৩-০২-০৯	-	-	২৩-০২-০৯	২৪-০২-০৯	৩
৪।	নির্দিষ্টকরণ (২০০৮-০৯ অর্থ বৎসর) বিল, ২০০৯	অর্থ	১৯-০২-০৯	২৩-০২-০৯	-	-	২৩-০২-০৯	২৪-০২-০৯	৪
৫।	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় বিল, ২০০৯	আইন	১৮-০২-০৯	২২-০২-০৯	-	-	২৩-০২-০৯	২৪-০২-০৯	৫
৬।	ভোটার তালিকা বিল, ২০০৯	আইন	১৮-০২-০৯	২২-০২-০৯	-	-	২৩-০২-০৯	২৪-০২-০৯	৬
৭।	The President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2009	মন্ত্রিপরিষদ	২৩-০২-০৯	২৪-০২-০৯	-	-	২৪-০২-০৯	২৪-০২-০৯	৭
৮।	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিল, ২০০৯	অর্থ	১৯-০২-০৯	২৪-০২-০৯	-	-	২৪-০২-০৯	২৪-০২-০৯	৮
৯।	অর্থ (২০০৭-২০০৮ অর্থ বৎসর) বিল, ২০০৯	অর্থ	২২-০২-০৯	২৪-০২-০৯	-	-	২৪-০২-০৯	২৪-০২-০৯	৯
১০।	অর্থ (২০০৮-০৯ অর্থ বৎসর) বিল, ২০০৯	অর্থ	২২-০২-০৯	২৪-০২-০৯	-	-	২৪-০২-০৯	২৪-০২-০৯	১০
১১।	Income-tax (Amendment) Bill, 2009	অর্থ	২২-০২-০৯	২৪-০২-০৯	-	-	২৪-০২-০৯	২৪-০২-০৯	১১
১২।	The National Board of Revenue (Amendment) Bill, 2009	অর্থ	২৩-০২-০৯	২৪-০২-০৯	-	-	২৪-০২-০৯	২৪-০২-০৯	১২
১৩।	The Representation of the People (Amendment) Bill, 2009	আইন	২৩-০২-০৯	২৪-০২-০৯	-	-	২৪-০২-০৯	২৪-০২-০৯	১৩
১৪।	The Bangladesh Shilpa Bank (Amendment) Bill, 2009	অর্থ	২৩-০২-০৯	২৪-০২-০৯	-	-	২৪-০২-০৯	২৪-০২-০৯	১৪
১৫।	The Bangladesh Laws (Revision and Declaration)(Amendment) Bill, 2009	আইন	২৩-০২-০৯	২৪-০২-০৯	-	-	২৪-০২-০৯	২৪-০২-০৯	১৫
১৬।	সন্ত্রাস বিরোধী বিল, ২০০৯	আইন	২৩-০২-০৯	২৪-০২-০৯	-	-	২৪-০২-০৯	২৪-০২-০৯	১৬
১৭।	The Citizenship (Amendment) Bill, 2009	স্বরাষ্ট্র	১৮-০২-০৯	১৯-০২-০৯	১৯-০২-০৯	২৫-০২-০৯	০৩-০৩-০৯	০৫-০৩-০৯	১৭
১৮।	The Bangladesh Flag Vessel (Protection) (Amendment) Bill, 2009	নৌ-পরিবহন	২৩-০২-০৯	২৪-০২-০৯	২৪-০২-০৯	০৪-০৩-০৯	১৫-০৩-০৯	২৪-০৩-০৯	১৮
১৯।	ট্রেডমার্ক বিল, ২০০৯	শিল্প	২২-০২-০৯	২৫-০২-০৯	২৫-০২-০৯	১৫-০৩-০৯	১৮-০৩-০৯	২৪-০৩-০৯	১৯

ক্রমিক নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপনের তারিখ	কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০।	তথ্য অধিকার বিল, ২০০৯	তথ্য	২৪-০২-০৯	২৫-০২-০৯	২৫-০২-০৯	১৫-০৩-০৯	২৯-০৩-০৯	০৫-০৪-০৯	২০
২১।	The Bangladesh Biman Corporation (Amendment) Bill, 2009	বিমান	২৩-০২-০৯	০২-০৩-০৯	০২-০৩-০৯	১৫-০৩-০৯	৩০-০৩-০৯	০৫-০৪-০৯	২১
২২।	ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) বিল, ২০০৯	বিদ্যুৎ	২৪-০২-০৯	২৫-০২-০৯	২৫-০২-০৯	১৫-০৩-০৯	৩০-০৩-০৯	০৫-০৪-০৯	২২
২৩।	সিলেট মহানগরী পুলিশ বিল, ২০০৯	স্বরাষ্ট্র	২৬-০২-০৯	০৩-০৩-০৯	০৩-০৩-০৯	১৫-০৩-০৯	৩১-০৩-০৯	০৫-০৪-০৯	২৩
২৪।	বরিশাল মহানগরী পুলিশ বিল, ২০০৯	স্বরাষ্ট্র	২৬-০২-০৯	০৩-০৩-০৯	০৩-০৩-০৯	১৫-০৩-০৯	৩১-০৩-০৯	০৫-০৪-০৯	২৪
২৫।	The Bangladesh Telegraph and Telephone Board (Amendment) Bill, 2009	টিএন্ডটি	২৪-০২-০৯	০২-০৩-০৯	০২-০৩-০৯	৩০-০৩-০৯	০১-০৪-০৯	০৫-০৪-০৯	২৫
২৬।	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিল, ২০০৯	বাণিজ্য	২৫-০২-০৯	০২-০৩-০৯	০২-০৩-০৯	২৯-০৩-০৯	০১-০৪-০৯	০৫-০৪-০৯	২৬
২৭।	উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) বিল, ২০০৯	এলজিআরডি	২৩-০২-০৯	২৪-০২-০৯	২৪-০২-০৯	৩১-০৩-০৯	০৬-০৪-০৯	০৬-০৪-০৯	২৭
২৮।	গ্রাম সরকার (রহিতকরণ) বিল, ২০০৯	এলজিআরডি	২৩-০২-০৯	০২-০৩-০৯	০২-০৩-০৯	২৯-০৩-০৯	০৬-০৪-০৯	০৮-০৪-০৯	২৮
২৯।	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর বিল, ২০০৯	শিক্ষা	২৪-০২-০৯	২৫-০২-০৯	২৫-০২-০৯	৩১-০৩-০৯	০৬-০৪-০৯	০৮-০৪-০৯	২৯
৩০।	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস বিল, ২০০৯	শিক্ষা	২৪-০২-০৯	২৫-০২-০৯	২৫-০২-০৯	৩১-০৩-০৯	০৬-০৪-০৯	০৮-০৪-০৯	৩০
৩১।	পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) বিল, ২০০৯	ভূমি	১৫-০৩-০৯	২৯-০৩-০৯	২৯-০৩-০৯	০২-০৪-০৯	০৭-০৪-০৯	০৮-০৪-০৯	৩১
৩২।	The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2009	আইন	২৫-০২-০৯	০২-০৩-০৯	০২-০৩-০৯	১৯-০৩-০৯	০৭-০৪-০৯	০৮-০৪-০৯	৩২

*** নবম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল - ৩২টি।**

<u>২য় অধিবেশনে পাসকৃত বিল</u>

ক্রমিক নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপনের তারিখ	কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্টপতি কতৃক সম্মতিদানের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) বিল, ২০০৯	পরিকল্পনা	১৮-০৩-০৯	২৯-০৩-০৯	২৯-০৩-০৯	০৭-০৬-০৯	১০-০৬-০৯	১৬-০৬-০৯	৩৩
২।	আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) বিল, ২০০৯	স্বরাষ্ট্র	১৯-০৩-০৯	২৯-০৩-০৯	২৯-০৩-০৯	০৭-০৬-০৯	১০-০৬-০৯	১৬-০৬-০৯	৩৪
৩।	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০০৯	অর্থ	১৪-০৬-০৯	১৬-০৬-০৯	-	-	১৬-০৬-০৯	৩০-০৬-০৯	৩৫
৪।	অর্থ বিল, ২০০৯	অর্থ	১১-০৬-০৯	১১-০৬-০৯	-	-	২৯-০৬-০৯	৩০-০৬-০৯	৩৬
৫।	নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০০৯	অর্থ	১৪-০৬-০৯	৩০-০৬-০৯	-	-	৩০-০৬-০৯	৩০-০৬-০৯	৩৭

৬।	সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) বিল, ২০০৯	কৃষি	০৬-০৪-০৯	০৮-০৬-০৯	০৮-০৬-০৯	২৮-০৬-০৯	০৫-০৭-০৯	০৯-০৭-০৯	৩৮
৭।	The National Agriculture Award Fund (Amendment) Bill, 2009	কৃষি	১৮-০৫-০৯	০৯-০৬-০৯	০৯-০৬-০৯	২৮-০৬-০৯	০৫-০৭-০৯	০৯-০৭-০৯	৩৯
৮।	সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা বিল, ২০০৯	অর্থ	৩১-০৩-০৯	০৬-০৪-০৯	০৬-০৪-০৯	১৮-০৬-০৯	০৬-০৭-০৯	০৯-০৭-০৯	৪০
৯।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) বিল, ২০০৯	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি	১৮-০৫-০৯	০৯-০৬-০৯	০৯-০৬-০৯	২৮-০৬-০৯	০৬-০৭-০৯	০৯-০৭-০৯	৪১
১০।	The Public Servants (Marriage with Foreign Nationals) (Amendment) Bill, 2009	সংস্থাপন	২৮-০৫-০৯	০৯-০৬-০৯	০৯-০৬-০৯	০৫-০৭-০৯	০৭-০৭-০৯	১৪-০৭-০৯	৪২
১১।	The Public Servant (Dismissal on Conviction) (Amendment) Bill, 2009	সংস্থাপন	২৮-০৫-০৯	০৯-০৬-০৯	০৯-০৬-০৯	০৫-০৭-০৯	০৭-০৭-০৯	১৪-০৭-০৯	৪৩
১২।	বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন সম্প্রচার সুবিধা সংরক্ষণ বিল, ২০০৯	তথ্য	০৫-০৬-০৯	১৪-০৬-০৯	১৪-০৬-০৯	০৫-০৭-০৯	০৭-০৭-০৯	১৪-০৭-০৯	৪৪
১৩।	The Members of the Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) (Amendment) Bill, 2009	সংস্থাপন	০৭-০৬-০৯	১৫-০৬-০৯	১৫-০৬-০৯	০৫-০৭-০৯	০৭-০৭-০৯	১৪-০৭-০৯	৪৫
১৪।	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০০৯/ The Islamic University (Amendment) Bill, ২০০৯	শিক্ষা	০৪-০৬-০৯	২৩-০৬-০৯	২৩-০৬-০৯	০৬-০৭-০৯	০৮-০৭-০৯	১৪-০৭-০৯	৪৬
১৫।	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০০৯	শিক্ষা	০৪-০৬-০৯	২২-০৬-০৯	২২-০৬-০৯	০৫-০৭-০৯	০৮-০৭-০৯	১৪-০৭-০৯	৪৭
১৬।	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০০৯	শিক্ষা	০৪-০৬-০৯	২২-০৬-০৯	২২-০৬-০৯	০৫-০৭-০৯	০৮-০৭-০৯	১৪-০৭-০৯	৪৮
১৭।	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০০৯	শিক্ষা	০৪-০৬-০৯	২২-০৬-০৯	২২-০৬-০৯	০৫-০৭-০৯	০৮-০৭-০৯	১৪-০৭-০৯	৪৯
১৮।	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০০৯	শিক্ষা	০৪-০৬-০৯	২২-০৬-০৯	২২-০৬-০৯	০৫-০৭-০৯	০৮-০৭-০৯	১৪-০৭-০৯	৫০
১৯।	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০০৯	শিক্ষা	০৪-০৬-০৯	২৩-০৬-০৯	২৩-০৬-০৯	০৫-০৭-০৯	০৮-০৭-০৯	১৪-০৭-০৯	৫১
২০।	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০০৯	শিক্ষা	০৪-০৬-০৯	২৩-০৬-০৯	২৩-০৬-০৯	০৫-০৭-০৯	০৮-০৭-০৯	১৪-০৭-০৯	৫২
২১।	জাতীয় মানবধিকার কমিশন বিল, ২০০৯	আইন	২৫-০২-০৯	০২-০৩-০৯	০২-০৩-০৯	০৭-০৭-০৯	০৯-০৭-০৯	১৪-০৭-০৯	৫৩
২২।	Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2009	আইন	২৫-০২-০৯	০২-০৩-০৯	০২-০৩-০৯	০৬-০৭-০৯	০৯-০৭-০৯	১৪-০৭-০৯	৫৪
২৩।	The International Crimes (Tribunals) (Amendment) Bill, 2009	আইন	০৭-০৭-০৯	০৮-০৭-০৯	০৮-০৭-০৯	০৯-০৭-০৯	০৯-০৭-০৯	১৪-০৭-০৯	৫৫

***নবম জাতীয় সংসদের ২য় অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল- ২৩ টি।**

৩য় অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রমিক নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্টপতি কতৃক সম্মতিদানের তারিখ	আইন নম্বর
১।	Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Bill, 2009	যোগাযোগ	২৮-০৬-০৯	০৫-০৭-০৯	০৭-০৯-০৯	১৩-০৯-০৯	০৭-১০-০৯	৫৬
২।	The Pesticides (Amendment) Bill, 2009	কৃষি	০৬-০৪-০৯	০৮-০৬-০৯	০৭-০৯-০৯	১৪-০৯-০৯	০৭-১০-০৯	৫৭
৩।	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) বিল, ২০০৯	এলজিআরডি	২৩-০২-০৯	০৩-০৩-০৯	০৭-০৬-০৯	১৪-০৯-০৯	০৭-১০-০৯	৫৮
৪।	মোবাইল কোর্ট বিল, ২০০৯	স্বরাষ্ট্র	১০-০৯-০৯	১৩-০৯-০৯	১৫-০৯-০৯	০৪-১০-০৯	০৭-১০-০৯	৫৯
৫।	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) বিল, ২০০৯	এলজিআরডি	২৩-০২-০৯	০৩-০৩-০৯	০৫-০৭-০৯	০৫-১০-০৯	১৫-১০-০৯	৬০
৬।	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) বিল, ২০০৯	স্থানীয় সরকার	১৩-০৯-০৯	১৪-০৯-০৯	০৪-১০-০৯	০৬-১০-০৯	১৫-১০-০৯	৬১
৭।	The Jute (Amendment) Bill, 2009	বস্ত্র ও পাট	১০-০৯-০৯	১৪-০৯-০৯	১১-১০-০৯	১২-১০-০৯	১৫-১০-০৯	৬২
৮।	জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা আইন, ২০০৯	স্বরাষ্ট্র	২৯-০৯-০৯	০৫-১০-০৯	১২-১০-০৯	১৩-১০-০৯	১৫-১০-০৯	৬৩
৯।	The Representation of the People (Second Amendment) Bill, 2009	আইন মন্ত্রণালয়	২৪-০৯-০৯	০৪-১০-০৯	২৮-১০-০৯	০২-১১-০৯	১২-১১-০৯	৬৪
১০।	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, ২০০৯	পরিকল্পনা	২৯-১০-০৯	০১-১১-০৯	০২-১১-০৯	০৪-১১-০৯	১২-১১-০৯	৬৫
১১।	বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) বিল, ২০০৯	শ্রম	২৬-১০-০৯	০১-১১-০৯	০৪-১১-০৯	০৫-১১-০৯	১২-১১-০৯	৬৬

*** নবম জাতীয় সংসদের ৩য় অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল- ১১ টি ।**

৪র্থ অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রমিক নং	**বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**	**মন্ত্রণালয়**	**নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ**	**উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ**	**রিপোর্ট দানের তারিখ**	**গৃহীত হইবার তারিখ**	**রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ**	**আইন নম্বর**
১।	The Post Office (Amendment) Act, 2009	ডাক	০২-১১-০৯	০৪-১১-০৯	১৪-০১-১০	১৮-০১-১০	২৮-০১-১০	১
২।	মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০০৯	মৎস্য ও পশু	২৯-০৯-০৯	০৫-১০-০৯	১১-০১-১০	১৯-০১-১০	২৮-০১-১০	২
৩।	জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০০৯	আইন	২৬-১০-০৯	২৮-১০-০৯	১৮-০১-১০	২০-০১-১০	২৮-০১-১০	৩
৪।	National Curriculum and Text-Book Board (Amendment) Act, 2009	শিক্ষা	০১-১১-০৯	০৩-১১-০৯	১১-০১-১০	২৫-০১-১০	২৮-০১-১০	৪
৫।	The Public Servants (Retirement) (Amendment) Act, 2010	সংস্থাপন	২৫-০১-১০	২৭-০১-১০	০২-০২-১০	০৩-০২-১০	০৩-০২-১০	৫

ক্রমিক নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	আইন নম্বর
৬।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০০৯	বিদ্যুৎ	০২-০৭-০৯	০৭-০৯-০৯	১০-০২-১০	১৭-০২-১০	২৪-০২-১০	৬
৭।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইন, ২০১০	-ঐ-	০২-০২-১০	১০-০২-১০	১৬-০২-১০	০১-০৩-১০	১৮-০৩-১০	৭
৮।	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০	-ঐ-	৩১-০১-১০	১০-০২-১০	১৬-০২-১০	০১-০৩-১০	১৮-০৩-১০	৮
৯।	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০	বিজ্ঞান ও তথ্য	৩১-০১-১০	১০-০২-১০	১৬-০২-১০	০২-০৩-১০	১৮-০৩-১০	৯
১০।	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি আইন, ২০১০	-ঐ-	৩১-০১-১০	১০-০২-১০	১৬-০২-১০	০২-০৩-১০	১৮-০৩-১০	১০
১১।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (বান্সডক) আইন, ২০১০	-ঐ-	০২-০২-১০	১০-০২-১০	১৬-০২-১০	০২-০৩-১০	১৮-০৩-১০	১১
১২।	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৯	অর্থ	০৭-০৭-০৯	০৯-০৭-০৯	১৩-০৯-০৯	০৩-০৩-১০	১৮-০৩-১০	১২
১৩।	বীমা আইন, ২০০৯	অর্থ	০৭-০৭-০৯	০৯-০৭-০৯	১৩-০৯-০৯	০৩-০৩-১০	১৮-০৩-১০	১৩
১৪।	মৎস্য হ্যাচারী আইন, ২০১০	মৎস্য ও পশু	১৩-০১-১০	১৯-০১-১০	১৮-০২-১০	০৮-০৩-১০	১৮-০৩-১০	১৪
১৫।	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০১০	শিক্ষা	০৭-০১-১০	২৫-০১-১০	০৯-০৩-১০	১৪-০৩-১০	৩০-০৩-১০	১৫
১৬।	অর্থ ঋণ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১০	আইন	১৮-০২-০৯	২৪-০২-০৯	০৮-০৩-১০	২৩-০৩-১০	৩০-০৩-১০	১৬
১৭।	The President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2010.	মন্ত্রিপরিষদ	২১-০৩-১০	২২-০৩-১০	০১-০৪-১০	০৪-০৪-১০	১২-০৪-১০	১৭
১৮।	The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2010.	মন্ত্রিপরিষদ	২১-০৩-১০	২২-০৩-১০	০১-০৪-১০	০৪-০৪-১০	১২-০৪-১০	১৮
১৯।	The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2010.	মন্ত্রিপরিষদ	২১-০৩-১০	২২-০৩-১০	০১-০৪-১০	০৪-০৪-১০	১২-০৪-১০	১৯
২০।	The Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2010.	আইন	২১-০৩-১০	২২-০৩-১০	০১-০৪-১০	০৪-০৪-১০	১২-০৪-১০	২০
২১।	The Members of parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Act, 2010.	আইন	২১-০৩-১০	২২-০৩-১০	০১-০৪-১০	০৪-০৪-১০	১২-০৪-১০	২১
২২।	The Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2010.	আইন	২১-০৩-১০	২২-০৩-১০	০১-০৪-১০	০৪-০৪-১০	১২-০৪-১০	২২
২৩।	ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০০৯	সংস্কৃতি	২৯-১০-০৯	০২-১১-০৯	০১-০৪-১০	০৫-০৪-১০	১২-০৪-১০	২৩

*** নবম জাতীয় সংসদের ৪র্থ অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল - ২৩টি।**

<u>৫ম অধিবেশনে পাসকৃত বিল</u>

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	আইন নম্বর
১.	শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল (সংশোধন)	শিক্ষা	০৩-০৩-১০	০৯-০৩-১০	০২-০৬-১০	০৬-০৬-১০	১৬-০৬-১০	২৪

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	আইন নম্বর
	বিল, ২০১০							
২.	চার্টার্ড সেক্রেটারীজ বিল, ২০১০	বাণিজ্য	০৯-০৩-১০	১৫-০৩-১০	০২-০৬-১০	০৭-০৬-১০	১৬-০৬-১০	২৫
৩.	Stamp (Amendment) Bill, 2010	অর্থ	২৩-০৩-১০	০২-০৬-১০	০৭-০৬-১০	০৯-০৬-১০	১৬-০৬-১০	২৬
৪.	Income-tax (Amendment) Bill, 2010	অর্থ	০৪-০৪-১০	০২-০৬-১০	০৭-০৬-১০	০৯-০৬-১০	১৬-০৬-১০	২৭
৫.	ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা (শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট) নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী (সংশোধন) বিল, ২০১০	অর্থ	০২-০৬-১০	০৬-০৬-১০	০৮-০৬-১০	০৯-০৬-১০	১৬-০৬-১০	২৮
৬.	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০১০*	অর্থ	১০-০৬-১০	১৪-০৬-১০	-	১৪-০৬-১০	১৬-০৬-১০	২৯
৭.	আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) বিল, ২০১০	স্বরাষ্ট্র	১৬-০৬-১০	১৭-০৬-১০	২২-০৬-১০	২৪-০৬-১০	৩০-০৬-১০	৩০
৮.	বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল বিল, ২০১০	বিমান	২১-০৬-১০	২২-০৬-১০	২৪-০৬-১০	২৭-০৬-১০	৩০-০৬-১০	৩১
৯.	বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) বিল, ২০১০	শ্রম ও কর্মসংস্থান	২৩-০৬-১০	২৪-০৬-১০	২৭-০৬-১০	২৮-০৬-১০	৩০-০৬-১০	৩২
১০.	অর্থ বিল, ২০১০*	অর্থ	১০-০৬-১০	১০-০৬-১০	-	২৯-০৬-১০	৩০-০৬-১০	৩৩
১১.	নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০১০*	অর্থ	১০-০৬-১০	৩০-০৬-১০	-	৩০-০৬-১০	৩০-০৬-১০	৩৪
১২.	বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০১০	শিক্ষা	০২-০৩-১০	০৯-০৩-১০	২০-০৬-১০	১১-০৭-১০	১৮-০৭-১০	৩৫
১৩.	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) বিল, ২০১০	পরিকল্পনা	০৫-০৪-১০	০৭-০৬-১০	২৯-০৬-১০	১২-০৭-১০	১৮-০৭-১০	৩৬
১৪.	বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড বিল, ২০১০	বিমান	০৯-০৬-১০	১৬-০৬-১০	২৪-০৬-১০	১২-০৭-১০	১৮-০৭-১০	৩৭
১৫.	এসিড নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) বিল, ২০১০	স্বরাষ্ট্র	২৪-০২-১০	০৮-০৩-১০	২৩-০৬-১০	১৩-০৭-১০	১৯-০৭-১০	৩৮
১৬.	The Jute (Amendment) Bill, 2010	বস্ত্র ও পাট	২৬-০৫-১০	০৭-০৬-১০	২৮-০৬-১০	১৩-০৭-১০	১৯-০৭-১০	৩৯
১৭.	বাংলাদেশ গ্যাস বিল, ২০০৯	জ্বালানী	০১-১১-০৯	০৩-১১-০৯	১৭-০৬-১০	১৪-০৭-১০	১৯-০৭-১০	৪০
১৮.	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) বিল, ২০১০	ডাক	০৭-০৬-১০	১৩-০৬-১০	১১-০৭-১০	১৯-০৭-১০	০১-০৮-১০	৪১
১৯.	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল বিল, ২০১০	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২৬-০৪-১০	০৬-০৬-১০	১৯-০৭-১০	২০-০৭-১০	০১-০৮-১০	৪২
২০.	ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক বিল, ২০১০	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২৬-০৪-১০	০৬-০৬-১০	১৯-০৭-১০	২০-০৭-১০	০১-০৮-১০	৪৩
২১.	Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem (Amendment) Bill, 2010	মন্ত্রিপরিষদ	০৮-০৭-১০	১২-০৭-১০	১৯-০৭-১০	২০-০৭-১০	০১-০৮-১০	৪৪
২২.	Court-fees (Amendment) Bill, 2010	আইন	১১-০২-১০	১৭-০২-১০	১৯-০৭-১০	২১-০৭-১০	০১-০৮-১০	৪৫
২৩.	ব্যাটালিয়ান আনসার (সংশোধন) বিল, ২০১০	স্বরাষ্ট্র	২৯-০৬-১০	১১-০৭-১০	২০-০৭-১০	২১-০৭-১০	০১-০৮-১০	৪৬
২৪.	Bangladesh Rifles (Amendment) Bill, 2010	স্বরাষ্ট্র	১২-০৭-১০	১৪-০৭-১০	২০-০৭-১০	২১-০৭-১০	০১-০৮-১০	৪৭

*** নবম জাতীয় সংসদের ৫ম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল - ২৪টি।**

৬ষ্ঠ অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	আইন নম্বর
১।	রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিল, ২০১০	গৃহায়ণ	২৬-০৮-০৯	০৭-০৯-০৯	২০-০৯-১০	২২-০৯-১০	০৩-১০-১০	৪৮
২।	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০১০	শিক্ষা	১২-০৭-১০	১৮-০৭-১০	২০-০৯-১০	২৬-০৯-১০	০৫-১০-১০	৪৯
৩।	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) বিল, ২০১০	পরিবেশ ও বন	২৮-০৬-১০	১৪-০৭-১০	২০-০৯-১০	২৭-০৯-১০	০৫-১০-১০	৫০
৪।	বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাষ্ট (সংশোধন) বিল, ২০১০	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	২০-০৭-১০	২১-০৭-১০	২১-০৯-১০	২৭-০৯-১০	০৫-১০-১০	৫১
৫।	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) বিল, ২০১০	স্থানীয় সরকার	২১-০৯-১০	২২-০৯-১০	২৬-০৯-১০	২৮-০৯-১০	০৫-১০-১০	৫২
৬।	পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিল, ২০১০	বস্ত্র ও পাট	১৯-০৯-১০	২১-০৯-১০	২৮-০৯-১০	০৩-১০-১০	০৭-১০-১০	৫৩
৭।	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) বিল, ২০১০	বিদ্যুৎ বিভাগ	২১-০৯-১০	২৬-০৯-১০	২৮-০৯-১০	০৩-১০-১০	০৭-১০-১০	৫৪
৮।	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক বিল, ২০১০	অর্থ	১২-০৮-১০	২২-০৯-১০	০৩-১০-১০	০৪-১০-১০	১১-১০-১০	৫৫
৯।	পরিবেশ আদালত বিল, ২০১০	পরিবেশ ও বন	২৫-০৮-১০	২০-০৯-১০	০৩-১০-১০	০৪-১০-১০	১১-১০-১০	৫৬
১০।	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট বিল, ২০১০	পরিবেশ ও বন	২৫-০৮-১০	২০-০৯-১০	০৩-১০-১০	০৪-১০-১০	১১-১০-১০	৫৭
১১।	পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিল, ২০১০	মহিলা ও শিশু	২০-০৭-১০	২১-০৭-১০	০৩-১০-১০	০৫-১০-১০	১১-১০-১০	৫৮
১২।	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিল, ২০১০	শিক্ষা	১১-০৮-১০	২০-০৯-১০	০৩-১০-১০	০৫-১০-১০	১১-১০-১০	৫৯
১৩।	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) বিল, ২০১০	স্থানীয় সরকার	০৪-১০-১০	০৪-১০-১০	০৫-১০-১০	০৬-১০-১০	১১-১০-১০	৬০

*** নবম জাতীয় সংসদের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল - ১৩টি।**

৭ম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১।	বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল বিল, ২০১০	স্বাস্থ্য	১২-০৭-১০	১৮-০৭-১০	০৬-১২-১০	০৭-১২-১০	২০-১২-১০	২০-১২-১০	৬১
২।	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিল, ২০১০	ভূমি	৩০-০৯-১০	০৪-১০-১০	০৬-১২-১০	০৭-১২-১০	২০-১২-১০	২০-১২-১০	৬২
৩।	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিল, ২০১০	স্বরাষ্ট্র	০২-০৮-১০	২০-০৯-১০	০৬-১২-১০	০৮-১২-১০	২০-১২-১০	২০-১২-১০	৬৩
৪।	ভোটার তালিকা (সংশোধন) বিল, ২০১০	আইন মন্ত্রণালয়	১৯-০৯-১০	২২-০৯-১০	০৬-১২-১০	০৮-১২-১০	২০-১২-১০	২০-১২-১০	৬৪

* নবম জাতীয় সংসদের ৭ম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল - ০৪টি।

৮ম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১।	Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2011	আইন	৩১-১২-০৯	১১-০১-১০	০৯-১২-১০	০২-০২-১১	০৯-০৩-১১	০৯-০৩-১১	১
২।	National Sports Council (Amendment) Bill, 2011	ক্রীড়া	২১-১১-১০	০৯-১২-১০	০৯-০২-১১	২৩-০২-১১	০৯-০৩-১১	০৯-০৩-১১	২
৩।	বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিল, ২০১১	ক্রীড়া	২১-১১-১০	০৯-১২-১০	০৯-০২-১১	২৩-০২-১১	০৯-০৩-১১	০৯-০৩-১১	৩
৪।	Christian Religious Welfare Trust (Amendment) Bill, 2011	ধর্ম	০২-০২-১১	০৭-০২-১১	০৭-০৩-১১	১৩-০৩-১১	২০-০৩-১১	২২-০৩-১১	৪
৫।	উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিল, ২০১১	বন ও পরিবেশ	১৯-০১-১১	০১-০২-১১	১৫-০৩-১১	২০-০৩-১১	০৫-০৪-১১	০৫-০৪-১১	৫
৬।	Administrative Tribunals (Amendment) Bill, 2011	জনপ্রশাসন	০৪-১১-১০	০৬-১২-১০	১৬-০৩-১১	২৩-০৩-১১	০৫-০৪-১১	০৫-০৪-১১	৬

* নবম জাতীয় সংসদের ৮ম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল - ০৬টি।

৯ম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১।	**জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিল, ২০১০**	আইন	১৯-০৯-১০	২২-০৯-১০	০১-০৬-১১	০৬-০৬-১১	২১-০৬-১১	২২-০৬-১১	৭
২।	Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council (Amendment) Bill, 2010.	আইন	২৫-১১-১০	০৬-১২-১০	০১-০৬-১১	০৬-০৬-১১	২১-০৬-১১	২২-০৬-১১	৮
৩।	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০১১	অর্থ	০৯-০৬-১১	১৩-০৬-১১	^	১৩-০৬-১১	২১-০৬-১১	২২-০৬-১১	৯
৪।	কর-ন্যায়পাল (রহিতকরণ) বিল, ২০১১	অর্থ	০৯-০৩-১১	১৪-০৩-১১	০৭-০৬-১১	১৫-০৬-১১	২১-০৬-১১	২২-০৬-১১	১০
৫।	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) বিল, ২০১১	ভূমি	২০-০৬-১১	২১-০৬-১১	২৬-০৬-১১	২৭-০৬-১১	৩০-০৬-১১	৩০-০৬-১১	১১
৬।	অর্থ বিল, ২০১১	অর্থ	০৯-০৬-১১	০৯-০৬-১১	^	২৮-০৬-১১	৩০-০৬-১১	৩০-০৬-১১	১২
৭।	নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০১১	অর্থ	০৯-০৬-১১	২৯-০৬-১১	^	২৯-০৬-১১	৩০-০৬-১১	৩০-০৬-১১	১৩
৮।	সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) বিল, ২০১১	আইন	২৩-০৬-১১	২৫-০৬-১১	২৯-০৬-১১	৩০-০৬-১১	০৩-০৭-১১	০৩-০৭-১১	১৪

* নবম জাতীয় সংসদের ৯ম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল-০৮টি।

১০ম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১।	ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) বিল, ২০১১	সমাজ কল্যাণ	২২-০৩-১১	২২-০৫-১১	০৭-০৭-১১	২৩-০৮-১১	১৮-০৯-১১	২০-০৯-১১	১৫
২।	পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ বিল, ২০১১	মৎস্য ও প্রাণি	২১-০৬-১১	২৭-০৬-১১	০৭-০৭-১১	২৪-০৮-১১	১৮-০৯-১১	২০-০৯-১১	১৬

* নবম জাতীয় সংসদের ১০ম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল-০২টি।

১১তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১।	আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) বিল, ২০১১	আইন	১৭-০৪-১১	২২-০৫-১১	২৩-১০-১১	২০-১১-১১	০১-১২-১১	০১-১২-১১	১৭
২।	**The Lepers (Repeal) Bill, 2011**	বেসরকারী	১৪-০২-১০	০৩-০৬-১০	২৩-০৯-১০	২৪-১১-১১	০১-১২-১১	০১-১২-১১	১৮
৩।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট বিল, ২০১১	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১৬-০৮-১১	২৪-০৮-১১	২৩-১১-১১	২৭-১১-১১	০১-১২-১১	০১-১২-১১	১৯
৪।	চলচ্চিত্র সংসদ (নিবন্ধন) বিল, ২০১১	তথ্য	২৪-০৮-১১	২৫-১০-১১	২৩-১১-১১	২৭-১১-১১	০১-১২-১১	০১-১২-১১	২০
৫।	উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১০	স্থানীয় সরকার	০৫-১২-১০	০৬-১২-১০	২৮-১১-১১	২৯-১১-১১	০১-১২-১১	০১-১২-১১	২১
৬।	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) বিল, ২০১১	-ঐ-	২১-১১-১১	২৩-১১-১১	২৮-১১-১১	২৯-১১-১১	০১-১২-১১	০১-১২-১১	২২
৭।	অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) বিল, ২০১১	ভূমি	১৩-১২-০৯	০৭-১২-১০	০৫-০৭-১১	২৮-১১-১১	০৮-১২-১১	১১-১২-১১	২৩

* নবম জাতীয় সংসদের ১১তম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল-০৬টি এবং বেসরকারী বিল-১টি, মোট= ৭টি।

১২তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১।	দেওয়াল লিখন ও পোস্টার লাগানো (নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০১১	স্থানীয়	২৩-১১-১১	২৮-১১-১১	২৯-০১-১২	০৭-০২-১২	২০-০২-১২	২০-০২-১২	১

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
		সরকার							
২।	Public Servants (Retirement) (Amendment) Bill, 2012.	জনপ্রশাসন	০৭-০২-১২	০৯-০২-১২	১৩-০২-১২	১৪-০২-১২	২০-০২-১২	২০-০২-১২	২
৩।	মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন বিল, ২০১২	স্বরাষ্ট্র	৩০-০১-১২	০৬-০২-১২	১৪-০২-১২	১৫-০২-১২	২০-০২-১২	২০-০২-১২	৩
৪।	অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা বিল, ২০১২	আইন	০৯-০২-১২	১২-০২-১২	১৪-০২-১২	১৫-০২-১২	২০-০২-১২	২০-০২-১২	৪
৫।	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিল, ২০১২	অর্থ	১২-০২-১২	১৩-০২-১২	১৫-০২-১২	১৬-০২-১২	২০-০২-১২	২০-০২-১২	৫
৬।	সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) বিল, ২০১২	স্বরাষ্ট্র	১২-০২-১২	১৪-০২-১২	১৫-০২-১২	১৬-০২-১২	২০-০২-১২	২০-০২-১২	৬
৭।	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) বিল, ২০১২	স্থানীয় সরকার	১৪-০২-১২	২৬-০২-১২	২৭-০২-১২	২৮-০২-১২	২৮-০২-১২	২৮-০২-১২	৭
৮।	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ বিল, ২০১১	যোগাযোগ	২৯-১০-১১	২৩-১১-১১	৩১-০১-১২	০৮-০২-১২	০৮-০৩-১২	০৮-০৩-১২	৮
৯।	পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ বিল, ২০১২	স্বরাষ্ট্র	১৮-০১-১২	২৯-০১-১২	১৪-০২-১২	২৮-০২-১২	০৮-০৩-১২	০৮-০৩-১২	৯
১০।	আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) বিল, ২০১২	স্বরাষ্ট্র	১২-০২-১২	১৪-০২-১২	১৫-০২-১২	২৮-০২-১২	০৮-০৩-১২	০৮-০৩-১২	১০
১১।	Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2012.	-ঐ-	৩০-০১-১২	০৬-০২-১২	১৪-০২-১২	২৯-০২-১২	০৮-০৩-১২	০৮-০৩-১২	১১
১২।	Members of parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Bill, 2012.	-ঐ-	৩০-০১-১২	০৬-০২-১২	১৪-০২-১২	২৯-০২-১২	০৮-০৩-১২	০৮-০৩-১২	১২
১৩।	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল বিল, ২০১১	কৃষি	২৯-০৬-১১	০৬-০৭-১১	২৭-০২-১২	০৪-০৩-১২	০৮-০৩-১২	০৮-০৩-১২	১৩
১৪।	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বিল, ২০১২	স্থানীয় সরকার	২৬-০১-১২	৩১-০১-১২	১৩-০২-১২	০৪-০৩-১২	০৮-০৩-১২	০৮-০৩-১২	১৪
১৫।	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বিল, ২০১২	শিক্ষা	১৫-০২-১২	২৭-০২-১২	০৬-০৩-১২	১১-০৩-১২	১৪-০৩-১২	১৪-০৩-১২	১৫

*** নবম জাতীয় সংসদের ১২তম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল-১৫টি।**

১৩তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১।	Prime Minister (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2012.	মন্ত্রিপরিষদ	২৮-০২-১২	০১-০৩-১২	২৯-০৩-১২	২৯-০৫-১২	১৯-০৬-১২	১৯-০৬-১২	১৬
২।	Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2012.	মন্ত্রিপরিষদ	২৮-০২-১২	০১-০৩-১২	২৯-০৩-১২	২৯-০৫-১২	১৯-০৬-১২	১৯-০৬-১২	১৭

৩।	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বিল, ২০১২	কৃষি	১৬-০২-১২	২৭-০২-১২	২৮-০৫-১২	৩০-০৫-১২	১৯-০৬-১২	১৯-০৬-১২	১৮
৪।	বাংলাদেশ পরমানু শক্তি নিয়ন্ত্রণ বিল, ২০১২	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	০৯-০৫-১২	২৭-০৫-১২	৩০-০৫-১২	৩১-০৫-১২	১৯-০৬-১২	১৯-০৬-১২	১৯
৫।	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০১২	অর্থ	০৭-০৬-১২	১১-০৬-১২	-	১১-০৬-১২	১৯-০৬-১২	১৯-০৬-১২	২০
৬।	International Crimes (Tribunals)(Amendment) Bill, 2012	আইন	২৪-০৫-১২	০৩-০৬-১২	১০-০৬-১২	১৩-০৬-১২	১৯-০৬-১২	১৯-০৬-১২	২১
৭।	অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) বিল, ২০১২	ভূমি	৩১-০৫-১২	০৩-০৬-১২	১২-০৬-১২	১৪-০৬-১২	২১-০৬-১২	২১-০৬-১২	২২
৮।	প্রতিযোগিতা বিল, ২০১২	বাণিজ্য	০৪-০৩-১২	০৭-০৩-১২	০৪-০৬-১২	১৭-০৬-১২	২১-০৬-১২	২১-০৬-১২	২৩
৯।	পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকুরীর শর্তাবলী) বিল, ২০১২	শ্রম	১৯-০৬-১২	২০-০৬-১২	২৪-০৬-১২	২৫-০৬-১২	২৬-০৬-১২	২৬-০৬-১২	২৪
১০।	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) বিল, ২০১২	যোগাযোগ	০৫-০৬-১২	১২-০৬-১২	২৪-০৬-১২	২৬-০৬-১২	৩০-০৬-১২	৩০-০৬-১২	২৫
১১।	অর্থ বিল, ২০১২	অর্থ	০৭-০৬-১২	০৭-০৬-১২	-	২৭-০৬-১২	৩০-০৬-১২	৩০-০৬-১২	২৬
১২।	নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০১২	অর্থ	০৭-০৬-১২	২৮-০৬-১২	-	২৮-০৬-১২	৩০-০৬-১২	৩০-০৬-১২	২৭
১৩।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০১২	স্বাস্থ্য ও পরিবার	১৪-০৫-১২	২৮-০৫-১২	২৬-০৬-১২	০৪-০৭-১২	১০-০৭-১২	১০-০৭-১২	২৮
১৪।	বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) বিল, ২০১২	পরিবেশ ও বন	২৭-০৬-১১	২৩-০৮-১১	০৩-০৭-১২	০৮-০৭-১২	১০-০৭-১২	১০-০৭-১২	২৯
১৫।	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক (অবসর গ্রহণ)(বিশেষ বিধান) বিল, ২০১২	শিক্ষা	২১-০৬-১২	২৫-০৬-১২	০৪-০৭-১২	০৮-০৭-১২	১০-০৭-১২	১০-০৭-১২	৩০

*** নবম জাতীয় সংসদের ১৩তম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল-১৫টি।**

১৪তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১।	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০১২	শিক্ষা	১৮-০৬-১২	০২-০৭-১২	০৫-০৯-১২	১১-০৯-১২	২৪-০৯-১২	২৪-০৯-১২	৩১
২।	কুমিল-া বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০১২	শিক্ষা	১৮-০৬-১২	০২-০৭-১২	০৫-০৯-১২	১১-০৯-১২	২৪-০৯-১২	২৪-০৯-১২	৩২
৩।	জাতীয় কবি কাজী নজর“ল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০১২	শিক্ষা	১৮-০৬-১২	০২-০৭-১২	০৫-০৯-১২	১১-০৯-১২	২৪-০৯-১২	২৪-০৯-১২	৩৩
৪।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিল, ২০১২	দুর্যোগ	০৪-০৭-১২	০৮-০৭-১২	০৪-০৯-১২	১২-০৯-১২	২৪-০৯-১২	২৪-০৯-১২	৩৪
৫।	পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বিল, ২০১২	আইন	২৯-০১-১২	০৬-০২-১২	০৪-০৯-১২	১৭-০৯-১২	২৪-০৯-১২	২৪-০৯-১২	৩৫
৬।	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 2012	আইন	১৩-০৩-১২	১৯-০৩-১২	০৪-০৯-১২	১৭-০৯-১২	২৪-০৯-১২	২৪-০৯-১২	৩৬
৭।	Code of Criminal Procedure (Amendment)	আইন	২৪-০৫-১২	০৩-০৬-১২	০৪-০৯-১২	১৭-০৯-১২	২৪-০৯-১২	২৪-০৯-১২	৩৭

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
	Bill, 2012								
৮।	The Members of the Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) (Amendment) Bill, 2012	জনপ্রশাসন	২৫-০৭-১২	০৪-০৯-১২	১২-০৯-১২	১৭-০৯-১২	২৪-০৯-১২	২৪-০৯-১২	৩৮
৯।	অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, ২০১২	ভূমি	০৬-০৯-১২	১১-০৯-১২	১৩-০৯-১২	১৭-০৯-১২	২৪-০৯-১২	২৪-০৯-১২	৩৯
১০।	হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিল, ২০১২	আইন	২৪-০৬-১২	০৩-০৭-১২	০৪-০৯-১২	১৮-০৯-১২	২৪-০৯-১২	২৪-০৯-১২	৪০
১১।	Registration (Amendment) Bill, 2012	আইন	০২-০৭-১২	০৩-০৭-১২	০৪-০৯-১২	১৮-০৯-১২	২৪-০৯-১২	২৪-০৯-১২	৪১
১২।	Grameen Bank (Amendment) Bill, 2012	অর্থ	০৬-০৯-১২	১১-০৯-১২	১৭-০৯-১২	১৮-০৯-১২	২৪-০৯-১২	২৪-০৯-১২	৪২
১৩।	International Crimes (Tribunals) (Second Amendment) Bill, 2012	আইন	০৯-০৯-১২	১১-০৯-১২	১৭-০৯-১২	১৮-০৯-১২	২৪-০৯-১২	২৪-০৯-১২	৪৩

*** নবম জাতীয় সংসদের ১৪তম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল-১৩টি।**

১৫তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১।	Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council (Amendment) Bill, 2012	আইন	১৫-১১-১২	১৯-১১-১২	২২-১১-১২	২৬-১১-১২	১০-১২-২০১২	১০-১২-২০১২	৪৪
২।	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১২	অর্থ	২১-১০-১২	১৯-১১-১২	২৬-১১-১২	২৭-১১-১২	১০-১২-২০১২	১০-১২-২০১২	৪৫
৩।	Securities and Exchange (Amendment) Bill, 2012	অর্থ	১৪-১১-১২	১৯-১১-১২	২৬-১১-১২	২৭-১১-১২	১০-১২-২০১২	১০-১২-২০১২	৪৬
৪।	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিল, ২০১২	অর্থ	০৪-০৭-১২	০৮-০৭-১২ ১৯-১১-১২	১৩-০৯-১২ ২৬-১১-১২	২৭-১১-১২	১০-১২-২০১২	১০-১২-২০১২	৪৭
৫।	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল, ২০১২	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	০৩-০৯-১২	১১-০৯-১২	১৮-১১-১২	২৭-১১-১২	১০-১২-২০১২	১০-১২-২০১২	৪৮
৬।	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) বিল, ২০১২	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	২০-১১-১২	২১-১১-১২	২৭-১১-১২	২৮-১১-১২	১২-১২-২০১২	১২-১২-২০১২	৪৯

*** নবম জাতীয় সংসদের ১৫তম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল-৬টি।**

১৬তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উথাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১।	সমবায় সমিতি (সংশোধন) বিল, ২০১৩	স্থানীয় সরকার	০৬-০৯-১২	১১-০৯-১২	৩১-০১-১৩	০৬-০২-১৩	১৭-০২-১৩	১৭-০২-১৩	১
২।	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) বিল, ২০১৩	শ্রম ও কর্মসংস্থান	১৩-১১-১২	২০-১১-১২	০৩-০২-১৩	১২-০২-১৩	১৭-০২-১৩	১৭-০২-১৩	২
৩।	International Crimes (Tribunals) (Amendment) Bill, 2013	আইন	১২-০২-১৩	১৩-০২-১৩	১৪-০২-১৩	১৭-০২-১৩	১৮-০২-১৩	১৮-০২-১৩	৩
৪।	আদালত অবমাননা বিল, ২০১১	আইন	০৬-০৬-১১	১৪-০৬-১১	১১-০২-১৩	১৯-০২-১৩	২১-০২-১৩	২২-০২-১৩	৪
৫।	ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান বিল, ২০১২	ধর্ম	১৪-১০-১২	১৮-১১-১২	০৭-০২-১৩	১৭-০২-১৩	২৪-০২-১৩	২৫-০২-১৩	৫
৬।	১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) বিল, ২০১৩	আইন	১৮-০২-১৩	১৯-০২-১৩	২৪-০২-১৩	২৫-০২-১৩	২৬-০২-১৩	২৬-০২-১৩	৬
৭।	১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) বিল, ২০১৩	আইন	১৮-০২-১৩	১৯-০২-১৩	২৪-০২-১৩	২৫-০২-১৩	২৬-০২-১৩	২৬-০২-১৩	৭
৮।	President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2013	মন্ত্রিপরিষদ	১৭-০২-১৩	১৯-০২-১৩	২৪-০২-১৩	২৬-০২-১৩	২৬-০২-১৩	২৬-০২-১৩	৮
৯।	Public Servants (Retirement) (Amendment) Bill, 2013	জনপ্রশাসন	১৯-০২-১৩	২৪-০২-১৩	২৫-০২-১৩	২৬-০২-১৩	২৬-০২-১৩	২৬-০২-১৩	৯
১০।	Islamic Foundation (Amendment) Bill, 2013	ধর্ম	২৪-০১-১৩	৩০-০১-১৩	১৭-০২-১৩	১৮-০২-১৩	২৬-০২-১৩	০৩-০৩-১৩	১০
১১।	Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2013	আইন	১৪-০২-১৩	১৯-০২-১৩	২৪-০২-১৩	২৭-০২-১৩	০২-০৩-১৩	০৩-০৩-১৩	১১
১২।	পরিসংখ্যান বিল, ২০১৩	পরিকল্পনা	০৫-১২-১২	৩০-০১-১৩	২৫-০২-১৩	২৭-০২-১৩	০২-০৩-১৩	০৩-০৩-১৩	১২
১৩।	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড বিল, ২০১২	বস্ত্র ও পাট	২৩-১২-১২	৩০-০১-১৩	২৭-০২-১৩	০৩-০৩-১৩	০৬-০৩-১৩	০৭-০৩-১৩	১৩

*** নবম জাতীয় সংসদের ১৬তম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল-১৩টি।**

১৭তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১।	বাংলাদেশ পানি বিল, ২০১৩	পানি সম্পদ	২৫-০২-১৩	০৩-০৩-১৩	২২-০৪-১৩	২৮-০৪-১৩	০২-০৫-১৩	০২-০৫-১৩	১৪
২।	এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন বিল, ২০১৩	অর্থ	২৭-০২-১৩	০৩-০৩-১৩	২৩-০৪-১৩	২৯-০৪-১৩	০২-০৫-১৩	০২-০৫-১৩	১৫
৩।	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) বিল, ২০১৩	স্বাস্থ্য	২৮-০২-১৩	০৪-০৩-১৩	২২-০৪-১৩	২৯-০৪-১৩	০২-০৫-১৩	০২-০৫-১৩	১৬
৪।	ভোটার তালিকা (সংশোধন) বিল, ২০১৩	আইন	০৬-০৩-১৩	২৩-০৪-১৩	২৮-০৪-১৩	২৯-০৪-১৩	০২-০৫-১৩	০২-০৫-১৩	১৭
৫।	Waqfs (Amendment) Bill, 2013	ধর্ম	৩০-০১-১৩	০৬-০২-১৩	২৮-০৪-১৩	৩০-০৪-১৩	০৩-০৫-১৩	০৫-০৫-১৩	১৮
৬।	বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বিল, ২০১৩	পরিবেশ ও বন	২৬-০২-১৩	২৭-০২-১৩	২৯-০৪-১৩	৩০-০৪-১৩	০৩-০৫-১৩	০৫-০৫-১৩	১৯
৭।	অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) বিল, ২০১৩	ভূমি	২৫-০৪-১৩	২৫-০৪-১৩	২৯-০৪-১৩	৩০-০৪-১৩	০৩-০৫-১৩	০৫-০৫-১৩	২০

*** নবম জাতীয় সংসদের ১৭তম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল-৭টি।**

১৮তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	আইন নম্বর
১।	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০১৩	অর্থ	০৬-০৬-১৩	১০-০৬-১৩	-	১০-০৬-১৩	১২-০৬-১৩	২১
২।	সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) বিল, ২০১৩	স্বরাষ্ট্র	৩০-০৫-১৩	০৩-০৬-১৩	০৯-০৬-১৩	১১-০৬-১৩	১২-০৬-১৩	২২
৩।	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনষ্টিটিউট বিল, ২০১৩	তথ্য	২৩-০৪-১৩	২৮-০৪-১৩	০৪-০৬-১৩	১৩-০৬-১৩	১৯-০৬-১৩	২৩
৪।	শিশু বিল, ২০১৩	সমাজ কল্যাণ	২৮-০৪-১৩	৩০-০৪-১৩	১১-০৬-১৩	১৬-০৬-১৩	২০-০৬-১৩	২৪
৫।	অর্থ বিল, ২০১৩	অর্থ	০৬-০৬-১৩	০৬-০৬-১৩	-	২৯-০৬-১৩	৩০-০৬-১৩	২৫
৬।	নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০১৩	অর্থ	০৬-০৬-১৩	৩০-০৬-১৩	-	৩০-০৬-১৩	৩০-০৬-১৩	২৬
৭।	ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) বিল, ২০১৩	অর্থ	০১-০৪-১৩	২২-০৪-১৩	২৪-০৬-১৩	১৪-০৭-১৩	২২-০৭-১৩	২৭

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	আইন নম্বর
৮।	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড বিল, ২০১৩	যোগাযোগ	১৩-০৫-১৩	৪-০৬-১৩	১৬-০৬-১৩	১৪-০৭-১৩	২২-০৭-১৩	২৮
৯।	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বিল, ২০১৩	নৌ-পরিবহন	২৫-০৩-১৩	২৩-০৪-১৩	১৯-০৬-১৩	১৪-০৭-১৩	২২-০৭-১৩	২৯
১০।	বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) বিল, ২০১৩	শ্রম	০৪-০৬-১৩	০৫-০৬-১৩	২৬-০৬-১৩	১৫-০৭-১৩	২২-০৭-১৩	৩০
১১।	Partnership (Amendment) Bill, 2013	বাণিজ্য	১৫-০৪-১৩	২৮-০৪-১৩	০৪-০৬-১৩	১৬-০৭-১৩	২২-০৭-১৩	৩১
১২।	Societies Registration (Amendment) Bill, 2013	বাণিজ্য	১৫-০৪-১৩	২৮-০৪-১৩	০৪-০৬-১৩	১৬-০৭-১৩	২২-০৭-১৩	৩২

*** নবম জাতীয় সংসদের ১৮তম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল-১২টি।**

১৯তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	আইন নম্বর
১।	বাংলা একাডেমি বিল, ২০১৩	সংস্কৃতি	২৯-০৫-১৩	১৪-০৭-১৩	১৬-০৭-১৩	১৫-০৯-১৩	২২-০৯-১৩	৩৩
২।	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (সংশোধন) বিল, ২০১৩	স্থানীয় সরকার	২৪-০৪-১৩	২৮-০৪-১৩	১৭-০৬-১৩	১৬-০৯-১৩	২২-০৯-১৩	৩৪
৩।	মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০১৩	স্বাস্থ্য	১৩-০৭-১৩	১৬-০৭-১৩	১৬-০৯-১৩	১৭-০৯-১৩	২২-০৯-১৩	৩৫
৪।	গ্রাম আদালত (সংশোধন) বিল, ২০১৩	স্থানীয় সরকার	১৮-০৬-১৩	২৭-০৬-১৩	১৬-০৯-১৩	১৮-০৯-১৩	২৫-০৯-১৩	৩৬
৫।	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০১৩	শিক্ষা	০৬-০২-১৩	১৩-০২-১৩	২৫-০৪-১৩	১৮-০৯-১৩	২৫-০৯-১৩	৩৭
৬।	পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার (সংশোধন) বিল, ২০১৩	বস্ত্র ও পাট	০৫-০৮-১৩	১৫-০৯-১৩	১৭-০৯-১৩	১৯-০৯-১৩	২৫-০৯-১৩	৩৮
৭।	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিল, ২০১৩	সমাজ কল্যাণ	১৫-০৭-১৩	১৬-০৭-১৩	৩০-০৯-১৩	০৩-১০-১৩	০৯-১০-১৩	৩৯
৮।	জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন (সংশোধন) বিল, ২০১৩	আইন	১১-০৯-১৩	১৬-০৯-১৩	৩০-০৯-১৩	০৬-১০-১৩	০৯-১০-১৩	৪০
৯।	ভোটার তালিকা (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, ২০১৩	আইন	১১-০৯-১৩	১৬-০৯-১৩	৩০-০৯-১৩	০৬-১০-১৩	০৯-১০-১৩	৪১
১০।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) বিল, ২০১৩	তথ্য ও যোগাযোগ	১৭-০৯-১৩	১৯-০৯-১৩	৩০-০৯-১৩	০৬-১০-১৩	০৯-১০-১৩	৪২
১১।	নিরাপদ খাদ্য বিল, ২০১৩	খাদ্য মন্ত্রণালয়	২৩-০৯-১৩	৩০-০৯-১৩	০৩-১০-১৩	০৭-১০-১৩	১০-১০-১৩	৪৩
১২।	মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং কার্যক্রম (নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০১৩	বাণিজ্য	২৫-০৯-১৩	৩০-০৯-১৩	০৩-১০-১৩	০৭-১০-১৩	১০-১০-১৩	৪৪
১৩।	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ বিল, ২০১৩	বিজ্ঞান প্রযুক্তি	১৫-০৯-১৩	৩০-০৯-১৩	০৭-১০-১৩	০৮-১০-১৩	১০-১০-১৩	৪৫
১৪।	অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, ২০১৩	ভূমি	১৭-০৯-১৩	১৯-০৯-১৩	০৭-১০-১৩	০৮-১০-১৩	১০-১০-১৩	৪৬
১৫।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ বিল, ২০১৩	শিক্ষা	২২-০৭-১৩	১৮-০৯-১৩	০৯-১০-১৩	২৩-১০-১৩	২৬-১০-১৩	৪৭
১৬।	বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী বিল, ২০১৩	প্রবাসী কল্যাণ	২৬-০৮-১৩	১৫-০৯-১৩	০৩-১০-১৩	২৩-১০-১৩	২৬-১০-১৩	৪৮
১৭।	পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিল, ২০১৩ (বেসরকারি বিল)	-	০২-১২-১০	০৩-০২-১১	২৪-০২-১১	২৪-১০-১৩	২৭-১০-১৩	৪৯

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	আইন নম্বর
১৮।	নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল, ২০১৩ (বেসরকারি বিল)	-	১৮-০২-০৯	১০-০৯-০৯	১০-০৩-১১	২৪-১০-১৩	২৭-১০-১৩	৫০
১৯।	Representation of the People (Amendment) Bill, 2013	আইন	২৫-০৯-১৩	৩০-০৯-১৩	২৭-১০-১৩	২৮-১০-১৩	০৩-১১-১৩	৫১
২০।	নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট বিল, ২০১৩	সমাজকল্যাণ	১৩-১০-১৩	২৩-১০-১৩	২৮-১০-১৩	০৪-১১-১৩	১০-১১-১৩	৫২
২১।	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ বিল, ২০১৩	নৌ-পরিবহন	১০-১০-১৩	২৩-১০-১৩	০৪-১১-১৩	০৫-১১-১৩	১০-১১-১৩	৫৩
২২।	ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিল, ২০১৩	শিল্প	০৮-১০-১৩	২৭-১০-১৩	০৪-১১-১৩	০৫-১১-১৩	১০-১১-১৩	৫৪
২৩।	এশিয়ান রি-ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন বিল, ২০১৩	অর্থ	২৩-১০-১৩	২৭-১০-১৩	০৪-১১-১৩	০৫-১১-১৩	১০-১১-১৩	৫৫
২৪।	গ্রামীণ ব্যাংক বিল, ২০১৩	অর্থ	২৫-১০-১৩	২৭-১০-১৩	০৪-১১-১৩	০৫-১১-১৩	১০-১১-১৩	৫৬
২৫।	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বিল, ২০১৩	বিদ্যুৎ, জ্বালানী	১৩-১০-১৩	০৪-১১-১৩	০৫-১১-১৩	০৬-১১-১৩	১০-১১-১৩	৫৭
২৬।	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (সংশোধন) বিল, ২০১৩	আইন মন্ত্রণালয়	২৮-১০-১৩	০৪-১১-১৩	০৫-১১-১৩	০৬-১১-১৩	১০-১১-১৩	৫৮
২৭।	ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০১৩	পরিবেশ ও বন	২৩-১০-১৩	২৭-১০-১৩	০৫-১১-১৩	১০-১১-১৩	২০-১১-১৩	৫৯
২৮।	দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১৩	মন্ত্রিপরিষদ	২৪-০২-১১	২৮-০২-১১	০৪-০৯-১২	১০-১১-১৩	২০-১১-১৩	৬০
২৯।	বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০১৩	বিমান	২৭-১০-১৩	০৪-১১-১৩	০৭-১১-১৩	১৮-১১-১৩		৬১
৩০।	আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) বিল, ২০১৩	আইন মন্ত্রণালয়	০৭-১১-১৩	১০-১১-১৩	১৮-১১-১৩	১৯-১১-১৩		৬২
৩১।	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০১৩	শিক্ষা	০৬-১১-১৩	১০-১১-১৩	১৯-১১-১৩	২০-১১-১৩		৬৩
৩২।	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড বিল, ২০১৩	বস্ত্র ও পাট	০৭-১১-১৩	১০-১১-১৩	১৯-১১-১৩	২০-১১-১৩		৬৪
৩৩।	ভোজ্যতেলে ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধকরণ বিল, ২০১৩	শিল্প	১৬-১১-১৩	১৮-১১-১৩	১৯-১১-১৩	২০-১১-১৩		৬৫
৩৪।	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্ট্যাডিজ বিল, ২০১৩	পররাষ্ট্র	০৫-১১-১৩ ১৮-১১-১৩	১৯-১১-১৩	২০-১১-১৩	২০-১১-১৩		৬৬
৩৫।	কুমিল-া বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০১৩	শিক্ষা	১৩-১১-১৩	১৮-১১-১৩	২০-১১-১৩	২০-১১-১৩		৬৭
৩৬।	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০১৩	শিক্ষা	১৩-১১-১৩	১৮-১১-১৩	২০-১১-১৩	২০-১১-১৩		৬৮
৩৭।	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (সংশোধন) বিল, ২০১৩	শিক্ষা	১৯-১১-১৩	১৯-১১-১৩	২০-১১-১৩	২০-১১-১৩		৬৯

*** নবম জাতীয় সংসদের ১৯তম অধিবেশনে (২০-১১-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত) পাসকৃত সরকারি বিল ৩৫টি এবং বেসরকারি বিল ২টি।**

পরিশিষ্ট ৪.১: নবম জাতীয় সংসদে পাসকৃত বিল

১ম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রমিক নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত সময়
১।	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) (২০০৬-০৭ অর্থ বৎসর) বিল, ২০০৯	অর্থ	০.০৩.০৭ মিনিট
২।	নির্দিষ্টকরণ (২০০৭-০৮ অর্থ বৎসর) বিল, ২০০৯	অর্থ	০.০৩.০৩ মিনিট
৩।	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) (২০০৭-০৮ অর্থ বৎসর) বিল, ২০০৯	অর্থ	০.০১.৩৯ মিনিট
৪।	নির্দিষ্টকরণ (২০০৮-০৯ অর্থ বৎসর) বিল, ২০০৯	অর্থ	০.১২.০০ মিনিট
৫।	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় বিল, ২০০৯	আইন	০.১৬.১৪ মিনিট
৬।	ভোটার তালিকা বিল, ২০০৯	আইন	০.০৪.০২ মিনিট
৭।	The President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2009	মন্ত্রিপরিষদ	০.০১.৪৮ মিনিট
৮।	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিল, ২০০৯	অর্থ	০.২৫.১২ মিনিট
৯।	অর্থ (২০০৭-২০০৮ অর্থ বৎসর) বিল, ২০০৯	অর্থ	০.০০.৫৭ মিনিট
১০।	অর্থ (২০০৮-০৯ অর্থ বৎসর) বিল, ২০০৯	অর্থ	০.০০.৫৩ মিনিট
১১।	Income-tax (Amendment) Bill, 2009	অর্থ	০.০০.৩৩ মিনিট
১২।	The National Board of Revenue (Amendment) Bill, 2009	অর্থ	০.০১.৪৮ মিনিট
১৩।	The Representation of the People (Amendment) Bill, 2009	আইন	০.০৩.৫১ মিনিট
১৪।	The Bangladesh Shilpa Bank (Amendment) Bill, 2009	অর্থ	০.০৯.৩৩ মিনিট
১৫।	The Bangladesh Laws (Revision and Declaration)(Amendment) Bill, 2009	আইন	০.০১.৪৮ মিনিট
১৬।	সন্ত্রাস বিরোধী বিল, ২০০৯	আইন	০.০১.৩৮ মিনিট
১৭।	The Citizenship (Amendment) Bill, 2009	স্বরাষ্ট্র	০.০৬.৪৭ মিনিট
১৮।	The Bangladesh Flag Vessel (Protection) (Amendment) Bill, 2009	নৌ-পরিবহন	০.১২.৫৫ মিনিট
১৯।	ট্রেডমার্ক বিল, ২০০৯	শিল্প	০.১৩.২৩ মিনিট
২০।	তথ্য অধিকার বিল, ২০০৯	তথ্য	০.০৫.০৫ মিনিট
২১।	The Bangladesh Biman Corporation (Amendment) Bill, 2009	বিমান	০.২৩.২৯ মিনিট
২২।	ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) বিল, ২০০৯	বিদ্যুৎ	০.১৬.৩১ মিনিট
২৩।	সিলেট মহানগরী পুলিশ বিল, ২০০৯	স্বরাষ্ট্র	০.১২.০৬ মিনিট
২৪।	বরিশাল মহানগরী পুলিশ বিল, ২০০৯	স্বরাষ্ট্র	০.২৬.৩৯ মিনিট
২৫।	The Bangladesh Telegraph and Telephone Board (Amendment) Bill, 2009	টিএন্ডটি	০.২১.৪১ মিনিট
২৬।	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিল, ২০০৯	বাণিজ্য	০.১৫.৫৫ মিনিট
২৭।	উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) বিল, ২০০৯	এলজিআরডি	০.৩৮.১০ মিনিট
২৮।	গ্রাম সরকার (রহিতকরণ) বিল, ২০০৯	এলজিআরডি	০.১০.৫৮ মিনিট

ক্রমিক নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত সময়
২৯।	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর বিল, ২০০৯	শিক্ষা	০.১১.৪৫ মিনিট
৩০।	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস বিল, ২০০৯	শিক্ষা	০.১২.৪৫ মিনিট
৩১।	পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) বিল, ২০০৯	ভূমি	০.২০.৪১ মিনিট
৩২।	The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2009	আইন	০.১৮.৩৬ মিনিট

*** নবম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল - ৩২টি।**

২য় অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রমিক নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত সময়
১।	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) বিল, ২০০৯	পরিকল্পনা	০.০৭.১৬ মিনিট
২।	আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) বিল, ২০০৯	স্বরাষ্ট্র	০.০৪.৫২ মিনিট
৩।	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০০৯	অর্থ	০.০৩.০০ মিনিট
৪।	অর্থ বিল, ২০০৯	অর্থ	০.০৬.০০ মিনিট
৫।	নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০০৯	অর্থ	০.০৩.০০ মিনিট
৬।	সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) বিল, ২০০৯	কৃষি	০.০৪.১৫ মিনিট
৭।	The National Agriculture Award Fund(Amendment) Bill, 2009	কৃষি	০.১০.৩১ মিনিট
৮।	সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা বিল, ২০০৯	অর্থ	০.১৮.২৬ মিনিট
৯।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) বিল, ২০০৯	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি	০.১০.২৫ মিনিট
১০।	The Public Servants (Marriage with Foreign Nationals) (Amendment) Bill, 2009	সংস্থাপন	০.০৬.১৬ মিনিট
১১।	The Public Servant (Dismissal on Conviction) (Amendment) Bill, 2009	সংস্থাপন	০.১০.০০ মিনিট
১২।	বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন সম্প্রচার সুবিধা সংরক্ষণ বিল, ২০০৯	তথ্য	০.০৭.৫৯ মিনিট
১৩।	The Members of the Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) (Amendment) Bill, 2009	সংস্থাপন	০.০১.৪৬ মিনিট
১৪।	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০০৯/ The Islamic University (Amendment) Bill, ২০০৯	শিক্ষা	০.০৩.০০ মিনিট
১৫।	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০০৯	শিক্ষা	০.০৪.০৩ মিনিট
১৬।	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০০৯	শিক্ষা	০.০৩.৩৭ মিনিট
১৭।	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০০৯	শিক্ষা	০.০৩.২১ মিনিট
১৮।	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০০৯	শিক্ষা	০.০৩.২১ মিনিট
১৯।	জাতীয় কবি কাজী নজর―ল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০০৯	শিক্ষা	০.০৩.০০ মিনিট
২০।	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০০৯	শিক্ষা	০.০৩.০০ মিনিট
২১।	জাতীয় মানবধিকার কমিশন বিল, ২০০৯	আইন	০.০৩.২৭ মিনিট
২২।	Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2009	আইন	০.০৪.১০ মিনিট
২৩।	The International Crimes (Tribunals) (Amendment) Bill, 2009	আইন	০.০৯.৩১ মিনিট

*নবম জাতীয় সংসদের ২য় অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল- ২৩ টি।

৩য় অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রমিক নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত সময়
১।	Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Bill, 2009	যোগাযোগ	০.০২.৪৯ মিনিট
২।	The Pesticides (Amendment) Bill, 2009	কৃষি	০.০২.০২ মিনিট
৩।	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) বিল, ২০০৯	এলজিআরডি	০.০৫.১৩ মিনিট
৪।	মোবাইল কোর্ট বিল, ২০০৯	স্বরাষ্ট্র	০.০৪.৪৮ মিনিট
৫।	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) বিল, ২০০৯	এলজিআরডি	০.২৩.৫৬ মিনিট
৬।	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) বিল, ২০০৯	স্থানীয় সরকার	০.২০.২৭ মিনিট
৭।	The Jute (Amendment) Bill, 2009	বস্ত্র ও পাট	০.০৭.৪৮ মিনিট
৮।	জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা আইন, ২০০৯	স্বরাষ্ট্র	০.০৪.০০ মিনিট
৯।	The Representation of the People (Second Amendment) Bill, 2009	আইন মন্ত্রণালয়	০.১৪.০০ মিনিট
১০।	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, ২০০৯	পরিকল্পনা	০.০৫.০০ মিনিট
১১।	বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) বিল, ২০০৯	শ্রম	০.২০.২৮ মিনিট

* নবম জাতীয় সংসদের ৩য় অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল- ১১ টি।

৪র্থ অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রমিক নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত সময়
১।	The Post Office (Amendment) Act, 2009	ডাক	০.১৫.১৮ মিনিট
২।	মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০০৯	মৎস্য ও পশু	০.১৭.৪৬ মিনিট
৩।	জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০০৯	আইন	০.০৭.১৯ মিনিট
৪।	National Curriculum and Text-Book Board (Amendment) Act, 2009	শিক্ষা	০.০৭.১৯ মিনিট
৫।	The Public Servants (Retirement) (Amendment) Act, 2010	সংস্থাপন	০.১৮.৫৫ মিনিট
৬।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০০৯	বিদ্যুৎ	০.১৬.৩৩ মিনিট
৭।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইন, ২০১০	-ঐ-	০.০২.৩৫ মিনিট
৮।	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০	-ঐ-	০.০২.৪০ মিনিট
৯।	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০	বিজ্ঞান ও তথ্য	০.৩৫.২০ মিনিট
১০।	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি আইন, ২০১০	-ঐ-	০.৩৪.৩০ মিনিট
১১।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (বান্সডক) আইন, ২০১০	-ঐ-	০.৩১.২৪ মিনিট

ক্রমিক নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত সময়
১২।	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৯	অর্থ	০১.০২.০৬ মিনিট
১৩।	বীমা আইন, ২০০৯	অর্থ	০১.০৩.৪৫ মিনিট
১৪।	মৎস্য হ্যাচারী আইন, ২০১০	মৎস্য ও পশু	০.০৬.৩০ মিনিট
১৫।	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০১০	শিক্ষা	০.৩৯.২৮ মিনিট
১৬।	অর্থ ঋণ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১০	আইন	০১.০১.৫০ মিনিট
১৭।	The President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2010.	মন্ত্রিপরিষদ	০.৩৯.০৯ মিনিট
১৮।	The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2010.	মন্ত্রিপরিষদ	০.৩৩.৫৫ মিনিট
১৯।	The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2010.	মন্ত্রিপরিষদ	০.৩৫.০০ মিনিট
২০।	The Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2010.	আইন	০.৩৬.০০ মিনিট
২১।	The Members of parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Act, 2010.	আইন	০.৩৫.৩০ মিনিট
২২।	The Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2010.	আইন	০.৩৩.০০ মিনিট
২৩।	ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০০৯	সংস্কৃতি	০.৩১.৫৩ মিনিট

*** নবম জাতীয় সংসদের ৪র্থ অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল - ২৩টি।**

৫ম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	**ব্যয়িত সময়**
১.	শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল (সংশোধন) বিল, ২০১০	শিক্ষা	০.১৪.৪৮ মিনিট
২.	চার্টার্ড সেক্রেটারীজ বিল, ২০১০	বাণিজ্য	০.০১.২৪ মিনিট
৩.	Stamp (Amendment) Bill, 2010	অর্থ	০.০২.৩০ মিনিট
৪.	Income-tax (Amendment) Bill, 2010	অর্থ	০.০২.০০ মিনিট
৫.	ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা (শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট) নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী (সংশোধন) বিল, ২০১০	অর্থ	০.০৩.৪০ মিনিট
৬.	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০১০*	অর্থ	০.০৩.০০ মিনিট
৭.	আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) বিল, ২০১০	স্বরাষ্ট্র	০.০৫.০৯ মিনিট
৮.	বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল বিল, ২০১০	বিমান	০.০৩.৫১ মিনিট
৯.	বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) বিল, ২০১০	শ্রম ও কর্মসংস্থান	০.২১.৪৯ মিনিট
১০.	অর্থ বিল, ২০১০*	অর্থ	০.৫৩.৪০ মিনিট
১১.	নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০১০*	অর্থ	০.০৩.০০ মিনিট
১২.	বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০১০	শিক্ষা	০.০২.০০ মিনিট

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	**ব্যয়িত সময়**
১৩.	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) বিল, ২০১০	পরিকল্পনা	০.১৯.২৭ মিনিট
১৪.	বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড বিল, ২০১০	বিমান	০.০৩.০০ মিনিট
১৫.	এসিড নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) বিল, ২০১০	স্বরাষ্ট্র	০১.০১.৪৫ মিনিট
১৬.	The Jute (Amendment) Bill, 2010	বস্ত্র ও পাট	০.১৮.০০ মিনিট
১৭.	বাংলাদেশ গ্যাস বিল, ২০০৯	জ্বালানী	০.০৭.২২ মিনিট
১৮.	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) বিল, ২০১০	ডাক	০.২২.১৬ মিনিট
১৯.	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল বিল, ২০১০	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০.১৯.৩৮ মিনিট
২০.	ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক বিল, ২০১০	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০.০৮.১০ মিনিট
২১.	Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem (Amendment) Bill, 2010	মন্ত্রিপরিষদ	
২২.	Court-fees (Amendment) Bill, 2010	আইন	০.০৯.০০ মিনিট
২৩.	ব্যাটালিয়ান আনসার (সংশোধন) বিল, ২০১০	স্বরাষ্ট্র	০.০৯.৫৪ মিনিট
২৪.	Bangladesh Rifles (Amendment) Bill, 2010	স্বরাষ্ট্র	০.১২.০০ মিনিট

*** নবম জাতীয় সংসদের ৫ম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল - ২৪টি।**

৬ষ্ঠ অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	**ব্যয়িত সময়**
১।	রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিল, ২০১০	গৃহায়ণ	০.১৬.৩৩ মিনিট
২।	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০১০	শিক্ষা	০.০৮.০৬ মিনিট
৩।	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) বিল, ২০১০	পরিবেশ ও বন	০.০২.০০ মিনিট
৪।	বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাষ্ট (সংশোধন) বিল, ২০১০	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	০.০২.০০ মিনিট
৫।	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) বিল, ২০১০	স্থানীয় সরকার	০.২৪.১১ মিনিট
৬।	পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিল, ২০১০	বস্ত্র ও পাট	০.১৮.৩৫ মিনিট
৭।	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) বিল, ২০১০	বিদ্যুৎ বিভাগ	০.২৫.৫০ মিনিট
৮।	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক বিল, ২০১০	অর্থ	০.১২.৪০ মিনিট
৯।	পরিবেশ আদালত বিল, ২০১০	পরিবেশ ও বন	০.০৭.০০ মিনিট
১০।	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট বিল, ২০১০	পরিবেশ ও বন	০.১১.০০ মিনিট
১১।	পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিল, ২০১০	মহিলা ও শিশু	০.১৪.০০ মিনিট
১২।	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিল, ২০১০	শিক্ষা	০.১৫.০০ মিনিট
১৩।	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) বিল, ২০১০	স্থানীয় সরকার	০.০২.০০ মিনিট

*** নবম জাতীয় সংসদের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল - ১৩টি।**

৭ম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	**ব্যয়িত সময়**
১।	বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল বিল, ২০১০	স্বাস্থ্য	০.০২.০০ মিনিট
২।	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিল, ২০১০	ভূমি	০.০৩.০০ মিনিট
৩।	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিল, ২০১০	স্বরাষ্ট্র	০.০৪.৩৫ মিনিট
৪।	ভোটার তালিকা (সংশোধন) বিল, ২০১০	আইন মন্ত্রণালয়	০.০২.২৫ মিনিট

*** নবম জাতীয় সংসদের ৭ম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল - ০৪টি।**

৮ম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	**ব্যয়িত সময়**
১।	Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2011	আইন	০.০৩.০০ মিনিট
২।	National Sports Council (Amendment) Bill, 2011	ক্রীড়া	০.০৫.০০ মিনিট
৩।	বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিল, ২০১১	ক্রীড়া	০.০৫.০০ মিনিট
৪।	Christian Religious Welfare Trust (Amendment) Bill, 2011	ধর্ম	০.১২.০০ মিনিট
৫।	উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিল, ২০১১	বন ও পরিবেশ	০.০৫.০০ মিনিট
৬।	Administrative Tribunals (Amendment) Bill, 2011	জনপ্রশাসন	০.১০.০০ মিনিট

*** নবম জাতীয় সংসদের ৮ম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল - ০৬টি।**

৯ম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	**ব্যয়িত সময়**
১।	**জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিল, ২০১০**	আইন	০.১৫.০০ মিনিট
২।	Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council (Amendment) Bill, 2010.	আইন	০.৪৫.০০ মিনিট
৩।	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০১১	অর্থ	০.০৫.০০ মিনিট
৪।	কর-ন্যায়পাল (রহিতকরণ) বিল, ২০১১	অর্থ	০.৪০.০০ মিনিট
৫।	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) বিল, ২০১১	ভূমি	০.১৩.০০ মিনিট
৬।	অর্থ বিল, ২০১১	অর্থ	০.৪০.০০ মিনিট
৭।	নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০১১	অর্থ	০.০৫.০০ মিনিট
৮।	**সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) বিল, ২০১১**	**আইন**	**০৪.০৬.২৪ মিনিট**

*** নবম জাতীয় সংসদের ৯ম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল-০৮টি।**

১০ম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	**ব্যয়িত সময়**
১।	ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) বিল, ২০১১	সমাজ কল্যাণ	০.৩১.১৭ মিনিট
২।	পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ বিল, ২০১১	মৎস্য ও প্রাণি	০.০২.১৩ মিনিট

* **নবম জাতীয় সংসদের ১০ম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল-০২টি।**

১১তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	**ব্যয়িত সময়**
১।	আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) বিল, ২০১১	আইন	০.১৫.১৮ মিনিট
২।	**The Lepers (Repeal) Bill, 2011**	বেসরকারী	০.৫১.০০ মিনিট
৩।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট বিল, ২০১১	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	০.০৫.৫৮ মিনিট
৪।	চলচ্চিত্র সংসদ (নিবন্ধন) বিল, ২০১১	তথ্য	০.০৫.০০ মিনিট
৫।	উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১০	স্থানীয় সরকার	০.০৫.০০ মিনিট
৬।	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) বিল, ২০১১	-ঐ-	০.০৭.০০ মিনিট
৭।	অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) বিল, ২০১১	ভূমি	০.০২.০০ মিনিট

* **নবম জাতীয় সংসদের ১১তম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল-০৬টি এবং বেসরকারী বিল-১টি, মোট= ৭টি।**

১২তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	**ব্যয়িত সময়**
১।	দেওয়াল লিখন ও পোস্টার লাগানো (নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০১১	স্থানীয় সরকার	০.০৩.০০ মিনিট
২।	Public Servants (Retirement) (Amendment) Bill, 2012.	জনপ্রশাসন	০.১৫.৩০ মিনিট
৩।	মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন বিল, ২০১২	স্বরাষ্ট্র	০.০৫.৫৭ মিনিট
৪।	অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা বিল, ২০১২	আইন	০.০৫.৩২ মিনিট
৫।	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিল, ২০১২	অর্থ	০.৩৭.৫৮ মিনিট
৬।	সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) বিল, ২০১২	স্বরাষ্ট্র	০.২১.০০ মিনিট
৭।	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) বিল, ২০১২	স্থানীয় সরকার	০.০৬.০৬ মিনিট
৮।	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ বিল, ২০১১	যোগাযোগ	০.০৫.০০ মিনিট
৯।	পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ বিল, ২০১২	স্বরাষ্ট্র	০.০৩.১৭ মিনিট
১০।	আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) বিল, ২০১২	স্বরাষ্ট্র	০.০৩.০০ মিনিট
১১।	Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill,	-ঐ-	০.১২.৫৪ মিনিট

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত সময়
	2012.		
১২।	Members of parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Bill, 2012.	-ঐ-	০.০৮.১৩৬ মিনিট
১৩।	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল বিল, ২০১১	কৃষি	০.৩৯.১৯ মিনিট
১৪।	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বিল, ২০১২	স্থানীয় সরকার	০.২৪.৪২ মিনিট
১৫।	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বিল, ২০১২	শিক্ষা	০.২৭.৩৬ মিনিট

*** নবম জাতীয় সংসদের ১২তম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল-১৫টি।**

১৩তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত সময়
১।	Prime Minister (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2012.	মন্ত্রিপরিষদ	০.১৪.৪৪ মিনিট
২।	Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2012.	মন্ত্রিপরিষদ	০.১৬.২০ মিনিট
৩।	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বিল, ২০১২	কৃষি	০.৩৪.৪০ মিনিট
৪।	বাংলাদেশ পরমানু শক্তি নিয়ন্ত্রণ বিল, ২০১২	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	০.১৮.১৬ মিনিট
৫।	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০১২	অর্থ	০.০২.১০ মিনিট
৬।	International Crimes (Tribunals)(Amendment) Bill, 2012	আইন	০.১৫.০০ মিনিট
৭।	অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) বিল, ২০১২	ভূমি	০.২২.৪১ মিনিট
৮।	প্রতিযোগিতা বিল, ২০১২	বাণিজ্য	০.৩৪.৩৩ মিনিট
৯।	পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকুরীর শর্তাবলী) বিল, ২০১২	শ্রম	০.১৪.১৪ মিনিট
১০।	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) বিল, ২০১২	যোগাযোগ	০.২৪.২৬ মিনিট
১১।	অর্থ বিল, ২০১২	অর্থ	০.৩২.৫৩ মিনিট
১২।	নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০১২	অর্থ	০.০৩.৫৭ মিনিট
১৩।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০১২	স্বাস্থ্য ও পরিবার	০.০৫.৪৪ মিনিট
১৪।	বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) বিল, ২০১২	পরিবেশ ও বন	০.২৫.২৩ মিনিট
১৫।	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক (অবসর গ্রহণ)(বিশেষ বিধান) বিল, ২০১২	শিক্ষা	০.৪০.৪১ মিনিট

*** নবম জাতীয় সংসদের ১৩তম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল-১৫টি।**

১৪তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত সময়
১।	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০১২	শিক্ষা	০.১১.০৯ মিনিট
২।	কুমিল-া বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০১২	শিক্ষা	০.০৬.০৬ মিনিট
৩।	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০১২	শিক্ষা	০.০৩.৪৪ মিনিট

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত সময়
৪।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিল, ২০১২	দুর্যোগ	০.১৪.২০ মিনিট
৫।	পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বিল, ২০১২	আইন	০.০৮.২০ মিনিট
৬।	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 2012	আইন	০.১১.২৩ মিনিট
৭।	Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2012	আইন	০.১০.০০ মিনিট
৮।	The Members of the Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) (Amendment) Bill, 2012	জনপ্রশাসন	০.১৬.২০ মিনিট
৯।	অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, ২০১২	ভূমি	০.১০.৫৩ মিনিট
১০।	হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিল, ২০১২	আইন	০.১১.১৮ মিনিট
১১।	Registration (Amendment) Bill, 2012	আইন	০.১০.০০ মিনিট
১২।	Grameen Bank (Amendment) Bill, 2012	অর্থ	০.১০.০০ মিনিট
১৩।	International Crimes (Tribunals) (Second Amendment) Bill, 2012	আইন	০.১৮.৪৮ মিনিট

*** নবম জাতীয় সংসদের ১৪তম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল-১৩টি।**

১৫তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত সময়
১।	Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council (Amendment) Bill, 2012	আইন	০.০২.০৭ মিনিট
২।	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১২	অর্থ	০.১৩.১৪ মিনিট
৩।	Securities and Exchange (Amendment) Bill, 2012	অর্থ	০.০৬.৩৪ মিনিট
৪।	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিল, ২০১২	অর্থ	০.১৯.০৯ মিনিট
৫।	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল, ২০১২	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	০.১৮.৪৫ মিনিট
৬।	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) বিল, ২০১২	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	০.১৭.২৭ মিনিট

*** নবম জাতীয় সংসদের ১৫তম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল-৬টি।**

১৬তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত সময়
১।	সমবায় সমিতি (সংশোধন) বিল, ২০১৩	স্থানীয় সরকার	০.০৩.০০ মিনিট
২।	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) বিল, ২০১৩	শ্রম ও কর্মসংস্থান	০.০৫.৫৩ মিনিট
৩।	International Crimes (Tribunals) (Amendment) Bill, 2013	আইন	০.০৯.৪৪ মিনিট
৪।	আদালত অবমাননা বিল, ২০১১	আইন	০.০৫.০১ মিনিট
৫।	ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান বিল, ২০১২	ধর্ম	
৬।	১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) বিল, ২০১৩	আইন	০.২১.৫৬ মিনিট
৭।	১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ	আইন	০.১৬.৪৩ মিনিট

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	**ব্যয়িত সময়**
	কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) বিল, ২০১৩		
৮।	President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2013	মন্ত্রিপরিষদ	০.০২.৪৩ মিনিট
৯।	Public Servants (Retirement) (Amendment) Bill, 2013	জনপ্রশাসন	০.৩১.৫২ মিনিট
১০।	Islamic Foundation (Amendment) Bill, 2013	ধর্ম	০.০৬.১১ মিনিট
১১।	Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2013	আইন	০.০২.১৩ মিনিট
১২।	পরিসংখ্যান বিল, ২০১৩	পরিকল্পনা	০.২৩.১৪ মিনিট
১৩।	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড বিল, ২০১২	বস্ত্র ও পাট	

*** নবম জাতীয় সংসদের ১৬তম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল-১৩টি**

১৭তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	**ব্যয়িত সময়**
১।	বাংলাদেশ পানি বিল, ২০১৩	পানি সম্পদ	০.২৭.০৫ মিনিট
২।	এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন বিল, ২০১৩	অর্থ	০.১৮.২২ মিনিট
৩।	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) বিল, ২০১৩	স্বাস্থ্য	০.১৫.৪১ মিনিট
৪।	ভোটার তালিকা (সংশোধন) বিল, ২০১৩	আইন	০.০৯.৩৯ মিনিট
৫।	Waqfs (Amendment) Bill, 2013	ধর্ম	০.১৯.০০ মিনিট
৬।	বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বিল, ২০১৩	পরিবেশ ও বন	০.১৭.৫৬ মিনিট
৭।	অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) বিল, ২০১৩	ভূমি	০.১৩.১৩ মিনিট

*** নবম জাতীয় সংসদের ১৭তম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল-৭টি।**

১৮তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	**ব্যয়িত সময়**
১।	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০১৩	অর্থ	০.০১.৫২ মিনিট
২।	সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) বিল, ২০১৩	স্বরাষ্ট্র	০১.২৩.০৫ মিনিট
৩।	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনষ্টিটিউট বিল, ২০১৩	তথ্য	০১.৩২.৪৫ মিনিট
৪।	শিশু বিল, ২০১৩	সমাজ কল্যাণ	০.৩৬.২২ মিনিট
৫।	অর্থ বিল, ২০১৩	অর্থ	০১.১০.৪৫ মিনিট
৬।	নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০১৩	অর্থ	০.০১.৩৪ মিনিট
৭।	ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) বিল, ২০১৩	অর্থ	০.৪৬.১৯ মিনিট
৮।	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড বিল, ২০১৩	যোগাযোগ	০১.০৪.৪১ মিনিট
৯।	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বিল, ২০১৩	নৌ-পরিবহন	০.৫১.৩১ মিনিট

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	**ব্যয়িত সময়**
১০।	বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) বিল, ২০১৩	শ্রম	০.৪৯.২৩ মিনিট
১১।	Partnership (Amendment) Bill, 2013	বাণিজ্য	০.০২.০৫ মিনিট
১২।	Societies Registration (Amendment) Bill, 2013	বাণিজ্য	০.০১.০৩ মিনিট

*** নবম জাতীয় সংসদের ১৮তম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারী বিল-১২টি।**

১৯তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	**ব্যয়িত সময়**
১।	বাংলা একাডেমি বিল, ২০১৩	সংস্কৃতি	০১.০৯.৪৮ মিনিট
২।	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (সংশোধন) বিল, ২০১৩	স্থানীয় সরকার	০.০৬.১২ মিনিট
৩।	মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০১৩	স্বাস্থ্য	০.১৪.৪২ মিনিট
৪।	গ্রাম আদালত (সংশোধন) বিল, ২০১৩	স্থানীয় সরকার	০.০৬.২৮ মিনিট
৫।	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০১৩	শিক্ষা	০.০৯.৩০ মিনিট
৬।	পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার (সংশোধন) বিল, ২০১৩	বস্ত্র ও পাট	০.০৫.৫৮ মিনিট
৭।	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিল, ২০১৩	সমাজ কল্যাণ	০.২০.৪৭ মিনিট
৮।	জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন (সংশোধন) বিল, ২০১৩	আইন	০.০৪.১৭ মিনিট
৯।	ভোটার তালিকা (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, ২০১৩	আইন	০.০৪.৩৬ মিনিট
১০।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) বিল, ২০১৩	তথ্য ও যোগাযোগ	০.০৩.২৭ মিনিট
১১।	নিরাপদ খাদ্য বিল, ২০১৩	খাদ্য মন্ত্রণালয়	০.০২.৪০ মিনিট
১২।	মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং কার্যক্রম (নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০১৩	বাণিজ্য	০.০২.৪৩ মিনিট
১৩।	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ বিল, ২০১৩	বিজ্ঞান প্রযুক্তি	০.০৫.৩২ মিনিট
১৪।	অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, ২০১৩	ভূমি	০.১৬.৪৪ মিনিট
১৫।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ বিল, ২০১৩	শিক্ষা	০.০৫.৫৫ মিনিট
১৬।	বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী বিল, ২০১৩	প্রবাসী কল্যাণ	০.০৬.১৫ মিনিট
১৭।	পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিল, ২০১৩ (বেসরকারি বিল)	-	০.১১.৪২ মিনিট
১৮।	নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল, ২০১৩ (বেসরকারি বিল)	-	০.১৩.২৫ মিনিট
১৯।	Representation of the People (Amendment) Bill, 2013	আইন	০.০৩.৫৯ মিনিট
২০।	নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট বিল, ২০১৩	সমাজকল্যাণ	০.০৫.৪৩ মিনিট
২১।	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ বিল, ২০১৩	নৌ-পরিবহন	০.০৩.৫২ মিনিট
২২।	ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিল, ২০১৩	শিল্প	০.০১.৫৮ মিনিট
২৩।	এশিয়ান রি-ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন বিল, ২০১৩	অর্থ	০.০১.৩০ মিনিট
২৪।	গ্রামীণ ব্যাংক বিল, ২০১৩	অর্থ	০.২৬.৩১ মিনিট
২৫।	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বিল, ২০১৩	বিদ্যুৎ, জ্বালানী	০.১১.৫০ মিনিট

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	**ব্যয়িত সময়**
২৬।	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (সংশোধন) বিল, ২০১৩	আইন মন্ত্রণালয়	০.১০.২৫ মিনিট
২৭।	ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০১৩	পরিবেশ ও বন	০.০৪.৩৩ মিনিট
২৮।	দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১৩	মন্ত্রিপরিষদ	০.১৭.৪৩ মিনিট
২৯।	বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০১৩	বিমান	০.০২.০০ মিনিট
৩০।	আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) বিল, ২০১৩	আইন মন্ত্রণালয়	০.০২.০০ মিনিট
৩১।	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০১৩	শিক্ষা	০.২৩.৩৭ মিনিট
৩২।	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড বিল, ২০১৩	বস্ত্র ও পাট	০.২৭.২২ মিনিট
৩৩।	ভোজ্যতেলে ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধকরণ বিল, ২০১৩	শিল্প	০.২৪.২৯ মিনিট
৩৪।	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্ট্যাডিজ বিল, ২০১৩	পররাষ্ট্র	০.১০.৫০ মিনিট
৩৫।	কুমিল-া বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০১৩	শিক্ষা	০.০৩.৪৭ মিনিট
৩৬।	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০১৩	শিক্ষা	০.০৩.৪৯ মিনিট
৩৭।	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (সংশোধন) বিল, ২০১৩	শিক্ষা	০.০৮.২৯ মিনিট

*** নবম জাতীয় সংসদের ১৯তম অধিবেশনে (২০-১১-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত) পাসকৃত সরকারি বিল ৩৫টি এবং বেসরকারি বিল ২টি।**

সর্বনিম্ন সময় (২-৪ মিনিট) ব্যয়িত সর্বমোট বিল-৭৮ টি

পরিশিষ্ট ৫: মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রশ্নের সংখ্যা

মন্ত্রণালয়	প্রশ্নের সংখ্যা
সংস্থাপন	৪
প্রতিরক্ষা	২
বিদ্যুৎ, খনিজ ও জ্বালানী	৩৬৮
অর্থ	৩২৮
কৃষি	১২৮
পাট ও বস্ত্র	৫১
আইন, বিচার ও সংসদ	৯৩
পরিকল্পনা	৯৭
ডাক ও টেলিযোগাযোগ	২১৫
স্বরাষ্ট্র	৪০৮
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৩৬০
শ্রম ও কর্মসংস্থান	৪৫
প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান	১০৩
ভূমি	৭৯
তথ্য	১১২
সংস্কৃতি	৭২
সমাজকল্যান	১১৩
শিল্প	৯৬
পানি সম্পদ	৩১০
বাণিজ্য	১০৯
বিমান ও পর্যটন	৮৪
তথ্য ও প্রযুক্তি	৪০
খাদ্য	১৯৯
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	৯৩
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	৪৭৮
পররাষ্ট্র	৫৭
শিক্ষা	৩৩৫
মৎস্য ও পশুসম্পদ	১৬৯
নৌ-পরিবহন	৬৯
পরিবেশ ও বন	১৩৭
রেল যোগাযোগ	৪২
যোগাযোগ	৩৭১

মন্ত্রণালয়	প্রশ্নের সংখ্যা
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	৭৪
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১৬
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	১১
যুব ও ক্রীড়া	১৬৫
গৃহায়ন ও গণপূর্ত	৭১
ধর্ম	৯৩
মহিলা ও শিশু	১৩৯
দুর্যোগ ও ত্রান	২২

পরিশিষ্ট ৬ : প্রত্যাহৃত নোটিসসমূহ

- ঢাকা জেলার বাড্ডা থানাধীন ভাটারা ইউনিয়নে গ্যাস সরবরাহ করা
- রাজশাহী জেলার বাঘমারা উপজেলায় একটি এতিমখানা সরকারিভাবে নির্মাণ করা
- দেশের সকল বিদ্যুৎবিহীন গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা
- বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নের অর্জুন মাঝি ও শহীদ মাষ্টারের বাড়ী হইতে হিরালালের বাড়ী হইয়া ডুমচর আনোয়ার উদ্দিন সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কটি চলতি অর্থ বছরে উন্নয়নের আওতায় আনা
- রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলায় সরকারীভাবে একটি ঈদগাঁ নির্মাণ করা
- ঢাকা জেলার বাড্ডা থানাধীন সাতারকুল, ভাটারা ও বেরাইদ ইউনিয়নের মধ্যে ফলাফলের দিক বিবেচনা করিয়া একটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণ করা
- কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার ভূমিহীন ছিন্নমূল মানুষের জন্য খাস জমি বরাদ্দ প্রদান করা
- দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করিয়া কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা
- ঢাকা-আরিচা মহা-সড়কের দুর্ঘটনা রোধকল্পে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া
- নওগাঁ জেলার রানীনগর উপজেলা সদরে একটি মহিলা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা
- চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজকে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা
- রাজশাহী জেলায় একটি পঙ্গু হাসপাতাল স্থাপন করা
- দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা
- নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করিয়া খেলার মাঠ নির্মাণ করা
- কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় একটি ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন স্থাপন করা
- সিলেট-কুলাউড়া-শাহবাজপুর রেল লাইনটি পুনরায় চালু করা
- যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন পুটখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি চলতি অর্থ বছরে উন্নয়ন তালিকায় অন্ড়র্ভুক্ত করা
- নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার সকল ইউনিয়নে একটি করিয়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করা

- লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার সকল স্কুল ও কলেজকে সংস্কারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- দেশের প্রতিটি বিদ্যুৎবিহীন গ্রামে ২০১০ সালের মধ্যে পল্লী বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করা
- দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করিয়া পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন করা
- মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার বিদ্যুৎবিহীন গ্রামগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা
- নোয়াখালী জেলায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা
- লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলা হাসপাতালে সকল বিভাগের জন্য পৃথক ওয়ার্ড খোলা
- নোয়াখালী জেলার হাতিয়ায় মৎস্য চাষের বিস্তারের জন্য হ্যাচারি স্থাপন
- সারা দেশে ভবিষ্যতে পানি সংকট উত্তরণে আগাম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া
- শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা
- চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ইউনিয়নে ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা
- নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার রহমত বাজার ও মোক্তারিয়ার বটতলী বাজারে একটি করিয়া পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা
- ঝিনাইদহ জেলায় একটি কিডনী হাসপাতাল স্থাপন করা
- নদী ভাঙ্গনের কবল হইতে বানারীপাড়া ও উজিরপুরবাসীকে রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করিয়া হৃদরোগ হাসপাতাল স্থাপন করা
- নওগাঁ জেলার ধামইরহাট ও পত্নীতলা উপজেলার সকল গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা
- কিশোরগঞ্জ হইতে ভৈরব বাজার পর্যন্ত রাস্তার জরাজীর্ণ তিনটি বেইলী ব্রীজ ভেঙ্গে পাকা ব্রীজ নির্মাণ করা
- নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার কেন্দুয়া ডিগ্রী কলেজটিকে সরকারী করা
- জামালপুর সদর উপজেলার নরুন্দি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের জন্য একটি টহল ভ্যান বরাদ্দ করা
- জাতীয় শ্রমনীতি পুর্নমূল্যায়ন ও সংশোধন করা
- বরিশাল-খুলনা আঞ্চলিক সড়কের কচা নদীর উপর বেকুটিয়া ফেরী ঘাটে একটি সেতু নির্মাণ করা
- কুড়িগ্রাম জেলার দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ থাকা টেক্সটাইল মিলটি অবিলম্বে চালু করা
- অবিলম্বে দেশের নিম্ন আয়ের মানুষদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া
- দেশে একটি পৃথক মহিলা উন্নয়ন ব্যাংক চালু করা
- দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলায় একটি উপজাতি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা
- ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় ডাইং ও ওয়াশিং বস্ত্র শিল্পের বর্জ্য পরিশোধনাগার প্রতিষ্ঠা করা
- নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলায় একটি শিশু পার্ক স্থাপন করা
- লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলার জরাজীর্ণ রাস্ড়াগুলি সংস্কার করা
- নরসিংদী জেলায় অবস্থিত ঘোড়াশাল ফ্লাগ রেল ষ্টেশনটি যথাযথ সংস্কার করিয়া আন্তনগর ট্রেন স্টপেজের ব্যবস্থা করা
- পর্যটন শিল্পকে গতিশীল করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা

- পাবনা জেলায় একটি আধুনিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ করা
- লক্ষ্মীপুর জেলায় একটি কৃষি কলেজ স্থাপন করা
- মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সদস্য ও কর্মকর্তাগণ, সেক্টর কমান্ডার, সাব-সেক্টর কমান্ডার, মিত্র বাহিনীর প্রধান ও বীরশ্রেষ্ঠদের প্রতিকৃতি নাখালপাড়াস্থ পুরাতন সংসদ ভবন চত্বরে স্থাপন করা
- ঝিনাইদহ জেলা ও হরিণাকুন্ডু উপজেলাধীন ইউনিয়নে গ্যাস সরবরাহ করা
- দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদের চৌকিদার ও দফাদারদের বেতন ন্যূনতম ৩,০০০/- টাকায় উন্নীত করা
- ঝিনাইদহে সুইমিংপুল ও জিমনেসিয়াম স্থাপন,
- চট্টগ্রাম জেলায় শিশু হাসপাতাল নির্মাণ,
- ঈশ্বরদী বিদ্যালয়কে সরকারিকরন,
- সাড়ে আট হাজার গ্রামে ইলেক্ট্রনিক পোষ্ট অফিস স্থাপন,
- চাঁদপুরে দুই উপজেলা সংযোগ স্থাপনকারী সেতু থেকে টোল আদায় না করার প্রস্তাব,
- কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি,মুরাদনগর, মেঘনা, তিতাসকে নিয়ে আলাদা প্রাশাসনিক জেলা গঠন করা
- প্রতি স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেনী ছাত্রছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা,
- চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডকে গ্যাস সরবরাহের আওতাভুক্ত করা
- নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার সবস্থানে বিদ্যুত সরবারাহ করা,
- নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার ঐতিহাসিক কুসুম্বা শাহী মসজিদ এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ করা হউক
- ভোলা জেলার লালমোহন এবং তজুমদ্দীন উপজেলা সদরে তজুমদ্দিন ও লালমোহনে গ্যাস লাইন সম্প্রসারণ করা
- নওগাঁ জেলায় একটি হৃদরোগ হাসপাতাল নির্মাণ
- বছরের বিশেষ একটি দিন 'পার্লামেন্টেরিয়ানস এইড্স অ্যাওয়ারনেস ডে' হিসেবে পালন করা
- চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলা সদরে একটি পাবলিক হল নির্মাণ করা
- নওগাঁ জেলায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা
- জামালপুর সরকারী আশেক মাহমুদ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা
- রাজধানী ঢাকার উত্তর-পূর্ব সার্কুলার বেড়ী বাঁধটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলতি অর্থ বছরে শুরু করা
- নেত্রকোনা জেলাধীন পূর্বধলা উপজেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন প্রতিষ্ঠা করা
- জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য স্বতন্ত্র পে-স্কেল ঘোষণা করা
- শেয়ার বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্য আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের আদলে ব্রোকার বোর্ড গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা
- দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করে করণীক নিয়োগ করা
- চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় একটি হাইটেক পার্ক নির্মাণ করা
- বরিশাল জেলার বানারী পাড়া ও উজিরপুর উপজেলায় একটি করিয়া যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা

- কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলা ও মনোহরগঞ্জ উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত ডাকাতিয়া নদীটি ড্রেজিং বা খনন করা
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীকে যানজট মুক্ত করার লক্ষ্যে লাইসেন্সবিহীন রিকশা নিয়ন্ত্রণ করা
- কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজকে বিশ্ব্যাবিদ্যালয়ে উন্নীত করা
- দেশের প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মাতৃ মৃত্যু রোধকল্পে সিজারিয়ান অপারেশনের সুবিধা চালু করা
- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সারা দেশে ব্যাপকভাবে বনায়নের লক্ষ্যে বিনামূল্যে কৃষকদের মাঝে ফলজ ও বনজ গাছের চারা বিতরণ করা
- দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একজন এম. এল. এস. এস ও একজন অফিস সহকারীর পদ স্থায়ীভাবে সৃজন করা
- বৃহত্তর ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা ও খুলনা অঞ্চলে খেজুড় গুড়ের অর্থকরী কারখানা গড়ে তোলা
- সকল সংসদ সদস্যদের এলাকার উন্নয়নে প্রতি বছরে দশ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া
- জামালপুর সদর উপজেলার নরুন্দি বাজারে একটি ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন স্থাপন করা
- ঢাকা জেলার কদমতলী থানা সদরে একটি পুলিশ ফাড়ি জরুরী ভিত্তিতে স্থাপন করা
- অবিলম্বে দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের বেকার ভাতা প্রদান করা
- নওগাঁ জেলার রানীনগর এবং আত্রাই উপজেলায় অবস্থিত কলেজগুলোর মধ্য থেকে অন্ড়ত ২টি কলেজকে সরকারীকরণ করা
- রেলওয়ের জন্য একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা
- সারা দেশের ন্যায় ঢাকায় বসবাসকারী বিধবাদের জন্য ভাতা প্রদান করা
- নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলা সদরে জেলা পরিষদের আর্থিক সহায়তায় একটি অডিটরিয়াম কাম কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করা
- নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় একটি কৃষি কলেজ স্থাপন করা
- ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলা সদরে উপজেলা আদালত প্রতিষ্ঠা করা
- দেশের সকল সরকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করা
- নওগাঁ জেলার পত্মীতলা উপজেলা সদরে বি.সি.আই.সি কর্তৃক একটি পাঁচশত মে. টন ক্ষমতা সম্পন্ন সার গোডাউন নির্মাণ করা
- কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার করিমগঞ্জ কলেজে অবিলম্বে অনার্স কোর্স চালু করা
- গুলশান, বনানী, উত্তরা, ধানমন্ডিসহ ঢাকা শহরের বিরোধপূর্ণ প্লট বা জায়গাসমূহ অধিগ্রহণ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে প্রদান করা
- রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলার সকল বিদ্যুৎবিহীন গ্রামে বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করা
- ঢাকা ও চট্টগ্রামে চলাচলকারী হাজার হাজার লাইসেন্সবিহীন রিক্সা উঠিয়ে দেওয়া হউক।
- নওগাঁ জেলায় প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট স্থাপন করা
- কিশোরগঞ্জ থেকে খুরশিদমহল ব্রীজ হইয়া ভায়া মশাখালী ভালুকা হয়ে যমুনা ব্রীজ পর্যন্ত রেল লাইন সংযোগ নির্মাণ করা
- নারাযনগঞ্জ জেলায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা
- দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে বৃদ্ধ নিবাস স্থাপন করা
- বরিশাল জেলায় গ্যাস সংযোগ প্রদান করা
- খুলনা উন্নয়নের জন্য খুলনা উন্নয়ন ব্যাংক স্থাপন করা

- সাতক্ষীরা জেলা সদরে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করা
- ২০০৪ সালের ২১ আগষ্ট গ্রেনেড হামলায় নিহত, আহত ও পঙ্গুদের তালিকা প্রকাশ করতে সরকারের পক্ষ থেকে ঢাকা মহানগরীতে তাদের বসবাসের জন্য ৫ কাঠা করিয়া জমি বা সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া
- ভোলা জেলার লালমোহন এবং তজুমদ্দীন উপজেলার বিদ্যুৎবিহীন গ্রামগুলোতে জরুরী ভিত্তিতে পল্লী বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করা
- কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলা সদর হইতে তাড়াইল উপজেলা সদর রাস্তাটি ভায়া শিমুলতলী বাজার এলজিইডি'র মাধ্যমে পাকা করা
- বিভাগীয় শহর খুলনায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বঙ্গবন্ধু অডিটরিয়াম স্থাপন করা হউক।
- খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার সামন্তসেনা গ্রামসহ রূপসা, তেরখাদা ও দিঘলিয়া উপজেলার সকল নদী ভাঙ্গন এলাকা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- যশোর সদরের রাস্তাগুলো মেরামত করা
- চাঁদপুর-ঢাকা রেলপথে একটি আন্তঃনগর ট্রেন চালু করা
- ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার আঠারবাড়ী রায়ের বাজার জেলার অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্য কেন্দ্র এলাকাটিকে পৌরসভায় উন্নীত করা
- সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের সময়সীমা ৩০ থেকে বৃদ্ধি করিয়া ৩৫ বছরে উন্নীত করা
- কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার দামিহা উদয়ন কলেজকে চলতি আর্থিক বছরে এমপিওভুক্ত করা
- সারা দেশে ইয়াবা ফেনসিডিলসহ ভয়াবহ মাদকের ছোবল থেকে তরুন যুব সমাজকে রক্ষা করা
- ভোলা জেলার লালমোহন এবং তজুমদ্দীন উপজেলা সদরে একটি করিয়া দুইটি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা
- কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল মুক্তিযোদ্ধা কলেজে অনার্স কোর্স চালু করা
- কুমিল্লা জেলার লাকসাম ও মনোহরগঞ্জ উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া
- বগুড়া জেলার অন্তর্গত শহীদ এম মনসুর আলী ডিগ্রী কলেজটিকে জাতীয়করণ করা
- সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলা সদরের হাইওয়ের পার্শ্বে অবস্থিত ২০ শয্যা হাসপাতালে একটি ট্রমা সেন্টার সংযুক্ত করে দ্রুত চালু করা
- জামালপুর সদর উপজেলার নরুন্দি বাজারে একটি ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন স্থাপন করা
- নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা

পরিশিষ্ট ৭: ৭১ বিধিতে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক আলোচিত নোটিসের সংখ্যা

মন্ত্রণালয়	নোটিসের সংখ্যা
বিদ্যুৎ, খনিজ ও জ্বালানী	২০
অর্থ	৫
কৃষি	১২
পাট ও বস্ত্র	২
আইন, বিচার ও সংসদ	৪
পরিকল্পনা	১
ডাক ও টেলিযোগাযোগ	১

মন্ত্রণালয়	নোটিসের সংখ্যা
স্বরাষ্ট্র	৩২
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	২৮
শ্রম ও কর্মসংস্থান	৪
ভূমি	৩
তথ্য	২
সংস্কৃতি	১
সমাজকল্যাণ	৩
শিল্প	৬
পানিসম্পদ	২২
বাণিজ্য	২
বিমান ও পর্যটন	৫
খাদ্য	২
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	১
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	২৭
পররাষ্ট্র	২
শিক্ষা	২৪
মৎস্য ও পশুসম্পদ	৩
নৌ-পরিবহন	৫
পরিবেশ ও বন	৬
রেল	২
যোগাযোগ	৩৫
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	১১
ধর্ম	২
মহিলা ও শিশু	১

পরিশিষ্ট ৮: ৭১(ক) বিধিতে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক আলোচিত নোটিসের সংখ্যা

মন্ত্রণালয়	নোটিসের সংখ্যা
সংস্থাপন	৫
প্রতিরক্ষা	১
বিদ্যুৎ, খনিজ ও জ্বালানী	১৬৭
অর্থ	৩৪
কৃষি	৫৮

মন্ত্রণালয়	নোটিসের সংখ্যা
পাট ও বস্ত্র	১০
আইন, বিচার ও সংসদ	৪৬
পরিকল্পনা	৬
ডাক ও টেলিযোগাযোগ	৯
স্বরাষ্ট্র	১৬৬
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৩২৩
শ্রম ও কর্মসংস্থান	১২
প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান	১৬
ভূমি	৩০
তথ্য	১০
সংস্কৃতি	১৭
সমাজকল্যান	২১
শিল্প	৪৫
পানি সম্পদ	২১৩
বাণিজ্য	১৮
বিমান ও পর্যটন	৩০
তথ্য ও প্রযুক্তি	৭
খাদ্য	৬২
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	৭
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	১৭৪
পররাষ্ট্র	৯
শিক্ষা	১৯৩
মৎস্য ও পশুসম্পদ	১৮
নৌ-পরিবহন	২৬
পরিবেশ ও বন	৪৫
রেল যোগাযোগ	১৮
যোগাযোগ	৩৩০
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	৪০
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	১
যুব ও ক্রীড়া	১১
গৃহায়ন ও গণপূর্ত	২২
ধর্ম	৬
মহিলা ও শিশু	১৯

মন্ত্রণালয়	নোটিসের সংখ্যা
দুর্যোগ ও ত্রাণ	৬
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১৬
অন্যান্য	৩

পরিশিষ্ট ৯: নবম জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহের ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বৈঠক সংখ্যা, সাব-কমিটি গঠন ও সাব-কমিটির অনুষ্ঠিত বৈঠকের তথ্য

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	স্থায়ী কমিটির অনুষ্ঠিত বৈঠক সংখ্যা	সাব-কমিটি গঠনের সংখ্যা	সাব-কমিটির অনুষ্ঠিত বৈঠক সংখ্যা	প্রতিবেদন অনুসারে বৈঠক সংখ্যা
১.	কার্য-উপদেষ্টা কমিটি	২৪ টি		-	
২.	সংসদ কমিটি	১৯ টি	০২	১০ টি	
৩.	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	-		-	
৪.	কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	-		-	
৫.	বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি	১৪ টি		-	
৬.	পিটিশন কমিটি	-		-	
৭.	লাইব্রেরী কমিটি	২০ টি	০১	০৩ টি	
৮.	সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৩২ টি	০৪	১৩৬ টি	১৩০
৯.	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	৯১ টি	০৪	২৩ টি	
১০.	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি	৩৮ টি	০৩	০৮ টি	
১১.	সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি	৬৭ টি	০১	০২ টি	
১২.	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭৮ টি	০৫	২২ টি	৭৩
১৩.	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬৬ টি	০১	০৭ টি	৫৪
১৪.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫৩ টি	০১	০১ টি	৪৯
১৫.	স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫৯ টি	০৪	১২ টি	৫৯
১৬.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৬ টি	০৪	০৩ টি	৩০
১৭.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫২ টি	০৩	০৩ টি	৪৬
১৮.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫২ টি	০৩	১০ টি	৩৩(৩১.১২.১১)
১৯.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬৬ টি	০৫	২৭ টি	
২০.	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩২ টি	০৬	২২ টি	৩২
২১.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৩ টি	-	-	১৯
২২.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩২ টি	০৫	১০ টি	৩১
২৩.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৯ টি	০৩	১৬ টি	
২৪.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪০ টি	১২	৫৪ টি	৩৬

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	স্থায়ী কমিটির অনুষ্ঠিত বৈঠক সংখ্যা	সাব-কমিটি গঠনের সংখ্যা	সাব-কমিটির অনুষ্ঠিত বৈঠক সংখ্যা	প্রতিবেদন অনুসারে বৈঠক সংখ্যা
২৫.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪২ টি	০৮	১৩ টি	
২৬.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫১ টি	০৫	১০ টি	৪৮
২৭.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪৫ টি	০৩	০২ টি	৪০
২৮.	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪৮ টি	০৩	১০ টি	৪৮
২৯.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩০ টি	০৫	২৩ টি	৩০
৩০.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪৮ টি	০৪	০৭ টি	৩০(৩১.১২.১১)
৩১.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪৫ টি	১১	৩৩ টি	৪৪
৩২.	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৬ টি	০৮	১৯ টি	৩৬
৩৩.	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫৪ টি	০৬	২২ টি	৫০
৩৪.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪৬ টি	০৫	০৬ টি	৪৬
৩৫.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৯ টি	০৫	০৮ টি	৩৯
৩৬.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৪ টি	০৫	১১ টি	২৩
৩৭.	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৬ টি	০৪	১৬ টি	৩৪
৩৮.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৬ টি	-	-	২৬
৩৯.	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪৫ টি	০৫	১৩ টি	৪৩
৪০.	ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫৪ টি	০৬	০২ টি	৫৪
৪১.	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৬ টি	০৩	০৮ টি	৩৪
৪২.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৮ টি	০২	০৫ টি	৩৭
৪৩.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫৫ টি	০৯	৩২ টি	৫৫
৪৪.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৭ টি	০৭	০৭ টি	৩৬
৪৫.	সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮ টি	০৪	০৯ টি	২৮
৪৬.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮ টি	০৫	১৩ টি	২১(জানু-২০১২)
৪৭.	পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৯ টি	-	-	২৯
৪৮.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২ টি	-	-	১২
৪৯.	রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩ টি	০১	০১ টি	
৫০.	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত	০৭ টি	-	-	

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	স্থায়ী কমিটির অনুষ্ঠিত বৈঠক সংখ্যা	সাব-কমিটি গঠনের সংখ্যা	সাব-কমিটির অনুষ্ঠিত বৈঠক সংখ্যা	প্রতিবেদন অনুসারে বৈঠক সংখ্যা
	স্থায়ী কমিটি				
৫১.	খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৯ টি	-	-	
৫২.	খাদ্য ও দুযোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (বিলুপ্ত)	৪২ টি	০২	০৯ টি	৪২
৫৩.	সংবিধান সংশোধনকল্পে বিশেষ কমিটি (বিলুপ্ত)	২৯ টি	-		
	সর্বমোট (মূলতবী ও বিশেষ বৈঠকসহ) =	২০৪৩ টি	১৮৩ টি	৬৫০ টি	

পরিশিষ্ট ১০: নবম জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের চিত্র

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	বৈঠকে সিদ্ধান্তের সংখ্যা	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সংখ্যা	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার
১.	কার্য-উপদেষ্টা কমিটি			
২.	সংসদ কমিটি	১৪৭	৯৭	৬৫.৯৯%
৩.	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি			
৪.	কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি			
৫.	বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি			
৬.	পিটিশন কমিটি			
৭.	লাইব্রেরী কমিটি	৭৯	৬৩	৭৯.৭৫%
৮.	সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি			
৯.	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি			
১০.	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি			
১১.	সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি	৪৪২	২০৭	৪৬.৮৩%
১২.	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৩৮		
১৩.	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৫১		
১৪.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি			
১৫.	স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩০৩		
১৬.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৩৩		
১৭.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি			
১৮.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৪৭	৬৩	২৫.৫০%
১৯.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৯৭	১০১	৫১.২৬%
২০.	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২০৫	৬১	২৯.৭৬%

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	বৈঠকে সিদ্ধান্তের সংখ্যা	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সংখ্যা	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার
২১.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৯৪	৫৪	৫৭.৪৫%
২২.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫৬	৩৪	৬০.৭১%
২৩.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি			
২৪.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি			
২৫.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি			
২৬.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২৯	৫৫	৪২.৬৪%
২৭.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩২	২৪	৭৫%
২৮.	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২১৯	৩৯	১৭.৮১%
২৯.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২০২	১৫৭	৭৭.৭২%
৩০.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি			
৩১.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৪৬	২২	১৫.০৭%
৩২.	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি			
৩৩.	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭৮	১২২	৪৩.৮৮%
৩৪.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি			
৩৫.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি			
৩৬.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬৩	৩৫	৫৫.৫৫%
৩৭.	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি			
৩৮.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬১	৫৫	৩৪.১৬%
৩৯.	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮১		
৪০.	ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৪৮	০৪	১.১৪%
৪১.	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১১১	৪৫	৪০.৫৪%
৪২.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি			
৪৩.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৮১	১৪৪	৩৭.৭৯%
৪৪.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৮৪	০৭	৩.৮০৪%

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	বৈঠকে সিদ্ধান্তের সংখ্যা	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সংখ্যা	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার
৪৫.	সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬৮	২২	৩২.৩৫%
৪৬.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি			
৪৭.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৪০	৭৭	৫৫%
৪৮.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি			
৪৯.	রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি			
৫০.	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি			
৫১.	খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি			
৫২.	খাদ্য ও দুযোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (বিলুপ্ত)			
৫৩.	সংবিধান সংশোধনকল্পে বিশেষ কমিটি (বিলুপ্ত)			
	সর্বমোট (মূলতবী ও বিশেষ বৈঠকসহ) =	৪৯৩৫টি	১৭৮৭টি	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের গড় হার =৪৩.১৭%

পরিশিষ্ট ১১- নবম জাতীয় সংসদের বিভিন্ন কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতির হার

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	উপস্থিতির গড় হার	নারী সদস্যের উপস্থিতির হার
১.	সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪৭%	-
২.	সরকারি প্রতিশ্রুত সম্পর্কিত কমিটি	৫৬%	৬৪%
৩.	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫২%	৬২%
৪.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি(১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ রিপোর্ট)	৪২%	৫৬%
৫.	স্থানীয় সরকার,পল[illegible] উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬১%	৬০%
৬.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (১ম রিপোর্ট)	৬৭%	-
৭.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (দ্বিতীয়)	৫৮%	৬৯%
৮.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (তৃতীয়)	৬১%	৮২%
৯.	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (প্রথম)	৭০%	৮৮%
১০.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (প্রথম ও দ্বিতীয়)	৭৬%	৭৮%
১১.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (প্রথম)	৬০%	৮৩%
১২.	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (প্রথম)	৬৯%	১০০%
১৩.	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (১,২)	৫৩%	৪৬%
১৪.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (প্রথম)	৭০%	৫০%
১৫.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (প্রথম)	৫৮%	৭৮%

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	উপস্থিতির গড় হার	নারী সদস্যের উপস্থিতির হার
১৬.	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (দ্বিতীয়)	৬৬%	৭০%
১৭.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪০%	০%
১৮.	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭৪%	-
১৯.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (তৃতীয়)	৯২%	৮৭%
২০.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (প্রথম ও দ্বিতীয়)	৮৩%	৭৭%
২১.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (১ম রিপোর্ট অনুসারে)	৫৫%	৭৮%
২২.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (দ্বিতীয়)	৬৩%	৪৬%
২৩.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (প্রথম)	৬৩%	৭৫%
২৪.	খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি(বিলুপ্ত)(১ম)	৭০%	৬৭%
	সার্বিক গড়	৬৩%	৫৯%

পরিশিষ্ট ১২ - অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়বস্তু

১ম অধিবেশনঃ

১. ন্যাম ফ্ল্যাট নিয়ে স্পীকারের ভাষণের সমালোচনা
২. নিজের নামের বিভ্রাট
৩. সংসদে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের উপর আলোচনা
৪. উপজেলা নির্বাচনে নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের শপথ গ্রহণ প্রসঙ্গে।
৫. সংসদে হাজিরা বইয়ে এমপিদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার বিষয়ের সম্মানজনক বিবেচনা করে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির পরিবর্তন
৬. সংসদ অকার্যকরনে বিরোধী দলের সংসদে অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে
৭. আসন বন্টনে
৮. ৯ম সংসদ সদস্যদের নামের সংশোধিত গেজেট প্রকাশ প্রসঙ্গে
৯. যুদ্ধাপরাধীর বিচার প্রসঙ্গে
১০. ট্রাইবুনাল গঠন করে বিচার প্রসঙ্গে
১১. বিদেশী রাষ্ট্রদুত কর্তৃক তার বক্তবের জন্য ক্ষমা প্রসঙ্গে
১২. মন্ত্রনালয় সংক্রান্ত প্রশ্নে ঐ মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রীর উপস্থিতি প্রসঙ্গে
১৩. সম্পুরক প্রশ্ন যাতে সঠিক ভাবে উপস্থাপিত হয় সে প্রসঙ্গে
১৪. ওয়েস্টিন কোম্পানি প্রসঙ্গে
১৫. মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রশ্নের সুযোগ প্রসঙ্গে
১৬. জয়পুরহাটে ট্রেন দূর্ঘটনায় যোগাযোগ মন্ত্রীর বিবৃতি দাবি প্রসঙ্গে
১৭. জিয়াউর রহমান কর্তৃক ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে
১৮. জোট সরকারের দুর্নীতি প্রসঙ্গে
১৯. সংসদে প্রবির চীফ হুইপের বর্তমান টেলিফোন নং সর্ম্পকে বক্তব্য প্রসঙ্গে

২০. প্রাক্তন স্পিকারের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন ও এ সর্ম্পক্যে তার বক্তব্য প্রসঙ্গে
২১. বিরোধী দলের নেতা সহ অনেকের টেলি নং সংস্থাপন মন্ত্রনালয়ের ফোন সূচীতে না থাকা প্রসঙ্গে
২২. প্রবির চীফ হুইপের বক্তব্য নিয়ে সমালোচনা এবং ন্যাম ভবনে সাংসদের আবাসন ব্যবস্থা সর্ম্পকে
২৩. আওয়ামী লীগ আমলে এমপিরা, স্পীকাররা যে সকল সুযোগ নিয়েছেন সে সর্ম্পকে
২৪. সাকা চৌধুরীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে
২৫. এরশাদের উপর হামলায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করে
২৬. গ্রামের বাড়ীতে ডাকাতি ও আইন শৃংখলার অবনতি সর্ম্পকে
২৭. মুক্তিযোদ্ধাদের উপর হামলার বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্য আহবান করে
২৮. ৭১ বিধিতে বক্তব্য এক্সপাঞ্জ প্রসঙ্গে
২৯. সংসদীয় তদন্ত কমিটি সর্ম্পকে
৩০. বিটিভিতে বিরোধী নেত্রীর ভাষণ প্রচারিত না হওয়া প্রসঙ্গে
৩১. এরশাদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে
৩২. চট্রগ্রাম বিমান বন্দরে জিয়াউর রহমানের মুর্তি ভাঙ্গা সর্ম্পকে
৩৩. দুর্নীতি সর্ম্পকে
৩৪. বিডিআর সদর দপ্তরে হামলার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করে
৩৫. শোক প্রস্তাব গ্রহণে বিরোধী দলের ভুমিকা নিয়ে
৩৬. বিটিবির ঘটনায় বিরোধী দলের ওয়াক আউট নিয়ে
৩৭. ডিজিটাল এয়ারফোন নিয়ে তৎকালীন স্পীকারের দুর্নীতি প্রসঙ্গে
৩৮. দুর্নীতি সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি গঠন সর্ম্পকে
৩৯. দীর্ঘদিন ওয়াকআউটের পর পুনরায় অধিবেশনে যোগদান প্রসঙ্গে
৪০. বিরোধী দলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে

২য় অধিবেশনঃ

৪১. যুদ্ধাপরাধীর ট্রাইবুনাল গঠন করে বিচার প্রসঙ্গে
৪২. ৩০০ বিধিতে পরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতির পর
৪৩. বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে আসন বিন্যাস প্রসঙ্গে
৪৪. সংসদে শব্দ চয়ন করা প্রসঙ্গে ও স্বাস্থ্য মন্ত্রীর প্রতি ব্যবহৃত উক্তির এক্সপাজ প্রসঙ্গে
৪৫. টিআইবির সংসদ বিষয়ক রিপোর্টের প্রক্ষিতে

৩য় অধিবেশনঃ

৪৬. স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, চীফহুইপ এর বিভিন্ন দুর্নীতিতে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টের উপর
৪৭. টিপাইমুখী বাধঁ পরিদর্শনের রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপন সর্ম্পকে
৪৮. তেল গ্যাস নিয়ে
৪৯. সংসদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন বিষয়ে
৫০. বিডিআর এর নাম. পোষাক ও মনোগ্রাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে
৫১. ঈদ বাজারে সংকট অবস্থা সর্ম্পকে

৫২. জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ ও বাংলাতে ভাষণ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে
৫৩. পিআরএসপি নিয়ে
৫৪. ঘূর্নিঝড়ের পর, ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রনালয়ের কাছে সাহায্যের আবেদন করে

৪র্থ অধিবেশনঃ

৫৫. প্রশ্নোত্তর চলাকালীন সময় কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী এক ঘন্টা সময় পাওয়া যায়। প্রশ্ন টেবিলে আসার পূর্বে প্রচার করা হয় এবং এতে অংশগ্রহণের জন্য মাননীয় মন্ত্রী ও সংসদ-সদস্যদের পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে সংসদে উপস্থিত হওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় মাননীয় মন্ত্রী আছেন, প্রশ্ন কর্তা নেই। আবার প্রশ্ন কর্তা আছেন, মাননীয় মন্ত্রী নেই। সে কারণে অনেক সময় হুইপদের বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়।
৫৬. দ্বীপ রাষ্ট্র হাইতিতে ৭ রেক্টর স্কেলের উপরের একটি ভূমিকম্প সমস্ড় রাষ্ট্রটিকে গুড়িয়ে দিয়েছে এবং তাতে মৃত্যুর সংখ্যা আস্ড়ে আস্ড়ে লক্ষের দিকে যাচ্ছে। এ। সংসদে হাইতির এই চরম বিপর্যয়ের দিনে গভীর সমবেদনা প্রকাশসহ সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতার হাত অনতিবিলম্বে প্রসারিত করার জন্য তিনি অনুরোধ ।
৫৭. চট্টগ্রামে জামায়াত নেতার বাড়ি থেকে অস্ত্রসহ ১২জন ছাত্রশিবির ও জামায়াত নেতা গ্রেফতার প্রসঙ্গে
৫৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল বনাম ছাত্রদলের মধ্যে যে মারামারি হয়েছিল সে সম্পর্কে বিএনপি'র মহাসচিব অসত্য বক্তব্য
৫৯. অপ্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা যারা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভাতা পাচ্ছেন সে ভাতা কর্তন এবং যাদের সুপারিশে এই ভাতা প্রদান করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে প্রদত্ত ভাতার টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী
৬০. দেশে একটি চক্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রী ও সংসদ-সদস্যদের সই জাল করে বিভিন্ন দপ্তরে ডি.ও. লেটার দিয়ে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ
৬১. ২০০৫ সালের আজকের এই দিনে হবিগঞ্জের বৈদ্যের বাজারে এক ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে গ্রেনেড হামলায় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শাহ্ এ.এম.এস. কিবরিয়াসহ কয়েকজন নেতা-কর্মীকে হত্যা করা হয়েছিল, উক্ত হত্যাকান্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার প্রসঙ্গে।
৬২. দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারী ও বিরোধী দলকে এই রায় মেনে নিয়ে এই সংসদেই ১৯৭২ এর সংবিধানে ফিরে যাওয়ার আহ্বান।
৬৩. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ইসলামী ছাত্র শিবির ক্যাডারদের সশস্ত্র তান্ডব এবং নারকীয় নির্যাতনে সোমবার গভীর রাতে ছাত্রলীগের ফারুক হোসেন নামে এক কর্মী নিহত এবং আহত হয়েছে প্রায় অর্ধ শতাধিক।
৬৪. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, বিরোধী দলের মামলাগুলো প্রত্যাহারের সুপারিশ না করা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ক্যান্টনমেন্টের বাড়ির লিজ বাতিলের সিদ্ধান্ত বাতিল না করা, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা, বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পীকারের পদ দেয়া, বিরোধী দল থেকে সংসদীয় কমিটির ৪টি সভাপতির পদ পূরণ করা, টিপাই মুখে বাঁধ, করিডোর, এশিয়ান হাইওয়ে, সমুদ্র সীমা নিয়ে আলোচনার সুযোগ দেয়া, বিরোধী দলের ৩৮ জন সদস্যের নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যদের দায়িত্ব প্রদান করা, বিএনপির ৩২ জন সদস্যের শপথ অনুষ্ঠান বিটিভিতে সরাসরি সম্প্রচার না করা, এ সংসদে প্রদত্ত বিরোধী দলীয় নেতার ভাষণ সম্প্রচার না করা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অরাজকতা, ভর্তি বাণিজ্যের বিষয়ে বক্তব্য প্রদান।
৬৫. ১ কোটি ২০ লক্ষ ভুয়া ভোটার সম্বলিত তালিকার মাধ্যমে ২২শে জানুয়ারি নির্বাচন করার জন্য সিডিউল ঘোষণা করা হয়েছিল। বর্তমানে ছবিযুক্ত সুষ্ঠু ভোটার আইডি কার্ডের মাধ্যমে যে নির্বাচন হয়েছে তা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে।
৬৬. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হঠাৎ করে ৩০০ বিধিতে তাদের দল এবং নেতাদের সম্পর্কে বেশ কিছু কটাক্ষ ও কুরুচিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করেছেন।
৬৭. গত ২/৩ দিন যাবৎ সংসদে বেশ কয়েকজন মাননীয় সংসদ-সদস্য অসৌজন্যমূলক আচরণ করছে।
৬৮. সংসদের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে, গণতন্ত্র রক্ষার্থে সংসদে সকল মাননীয় সংসদ-সদস্যকে গঠনমুলক আলোচনা, সমালোচনা করা উচিত।
৬৯. বিএনপি'র কার্যালয়ের সামনে বোমা পুঁতে রেখে বোমা আতঙ্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে। এতে বেগম খালেদা জিয়ার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। এটা গভীর ষড়যন্ত্রের ফসল।

৭০. পাকিস্তানের জয়সে-ই-মোহাম্মদ জঙ্গী সংগঠনের চার সদস্যকে ঢাকার নিউ মার্কেট থানা এলাকার মিরপুর রোডের সুকন্যা টাওয়ার থেকে র‌্যাব কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ায় মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে ৩০০ বিধিতে বিস্তারিত বিবৃতি দাবী।

৭১. খালেদা জিয়ার বনানী অফিসে বোমা হামলার ঘটনার সময় ব্যক্তিগত কাজ শেষে তিনি ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু এই ঘটনার সাথে কোন ভাবেই সংশ্লিষ্ট নয়।

৭২. গত ১৮-০২-২০১০ তারিখে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নাম পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কেন্দ্রীয় কর্মসূচী হিসেবে প্রতিটি জেলা ও থানাতে মিছিলের একটি কর্মসূচী দিয়েছিল। এ ব্যাপারে থানায় মামলা করতে গেলে থানায় মামলা না নিয়ে যারা তাদের উপর হামলা করেছিল তারাই তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলায় আসামী করে পুলিশের অত্যাচারে তাদের ঘর ছাড়া করেছে। তিনি সেই কারণে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তসহ তাদের দায়ের করা মামলাটি থানায় গ্রহণের অনুরোধ ।

৭৩. বিএনপি এবং জামায়াতের ষড়যন্ত্রের কারণে পাবর্ত্য চট্টগ্রামে সহিংস ঘটনা এবং পিলখানায় বিডিআর সদর দপ্তরে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিল। মাননীয় সংসদ-সদস্য যিনি তার স্বামীর কথা বলেছেন তাসহ মাননীয় বিরোধী দলীয় চীফ হুইপের বক্তব্য এক্সপাঞ্জ হওয়া উচিত।

৭৪. গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ হলো সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা। কিন্তু দেশে আজ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে, সাংবাদিকদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে।

৭৫. সংসদে রাষ্ট্রপতির ধন্যাবাদ প্রস্তাবের উপর আলোচনার সুযোগে কেউ কেউ বেশকিছু অসাংবিধানিক ও আপত্তিকর শব্দ উচ্চারণ করে থাকে যা কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি ঐ সকল আপত্তিকর শব্দগুলি এক্সপাঞ্জ করার জন্য অনুরোধ

৭৬. বঙ্গবন্দুর অবদানের পাশাপাশি জিয়ার অবদান স্মরণ প্রসঙ্গে।

৭৭. দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, দ্রব্যমূল্য ইত্যাদি।

৭৮. রাষ্ট্রপতির ভাষনে দেয়া বিভিন্ন সংসদ সদস্যদের বক্তব্য সম্পর্কে।

৭৯. রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনার সময়বন্টন নিয়ে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের অসন্তোষ ।

৮০. গতকাল তাঁর হোমনাস্থ বাড়িতে আওয়ামী লীগের একটি মিছিল এসে বাড়িতে ঢুকে হামলা, ভাঙ্গচুর এবং তাদের লোকজনকে মারধরসহ তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেছে। তিনি এ ব্যাপারে সরকারি দলের দুইজন সংসদ-সদস্যকে দিয়ে বিষয়টি তদন্তের দাবি।

৮১. সংবিধানের ১১১ ও ১১২ অনুচ্ছেদ উল্লেখপূর্বক বক্তব্য প্রদান।

৮২. পত্রিকায় এসেছে বাংলাদেশের জমি দখল করছে বিএসএফ। সিলেটের জৈন্তা সীমান্তে এক হাজার গুলি বিনিময় ৩০ বাংলাদেশী গুলিবিদ্ধ। বিএসএফ বাংলাদেশের প্রায় দেড় কিলোমিটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নিরীহ লোকের উপর গুলি চালাচ্ছে, অত্যাচার করছে। এটি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন।

৮৩. ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি একটি দেশকে কি রকম সর্বনাশ করতে পারে পাকিস্তান তার উদাহরণ।

৮৪. সংসদের ভিতরে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া, তারেক রহমান এবং বিএনপির সিনিয়র নেতাদের সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করা হচ্ছে।

৮৫. পয়েন্ট অফ অর্ডার-এ জোট সরকারের আমলে ১ জনের বেশি সদস্যকে কথা বলতে দেওয়া হয়নি - স্পিকার-এর এই কথার প্রতিবাদ ও প্রধান বিরোধী দলকে কথা বলতে দেওয়ার অনুরোধ ।

৮৬. বাজেটে টিনের উপর কর বসানো প্রসঙ্গে ।

৮৭. ঘুর্ণিঝড়ের কারনে ফসল নষ্ট ও মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। দুর্গত এলাকায় সরকারি সাহায্য প্রদান প্রসঙ্গে ।

৮৮. সংসদ সদস্যদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির জন্য আনীত বিল প্রত্যাহার করা।

৮৯. প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ ও সরকার দলয়িদের কার্যকলাপ প্রসঙ্গে ।

৯০. দেশের বাইরে যাবার ক্ষেত্রে সংবিধানে নাগরিকদের যেমন সুযোগ আছে, অধিবেশন বন্ধ কালীন বা অন্যান্য সময়ে কোন কারণে দেশের বাইরে যাবার ক্ষেত্রে তেমন বিধান সংসদ সদস্যদের জন্যও চালু করার আহ্বান । শুধু সংসদ চলাকালীন স্পিকারের অনুমতি লাগবে।

৫ম অধিবেশন:

৯১. বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে গতকাল বাংলাদেশের জনপ্রিয় পত্রিকা আমার দেশ এর প্রকাশনা বাতিল করা হয়েছে এবং উক্ত পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গতকালই আটক করা হয়েছে।

৯২. সম্প্রতি বেগুন বাড়িতে দালান হেলে পড়ার ঘটনায়, পুরানো ঢাকার নিমতলীতে অগ্নিদগ্ধের ঘটনায় বহু লোক হতাহত হয়েছে। তাছাড়া রাজধানী ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন নির্মাণ করায় প্রায়ই ভবন ধ্বসে লোকজনের প্রাণহানি ঘটছে এবং বহু লোক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছে।

৯৩. আগামী ১০-০৬-২০১০ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী সংসদে বাজেট পেশ করবেন কিন্তু তার ১দিন আগেই বিরোধী দলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়া সাংবাদিকদের সামনে জাতির উদ্দেশ্যে একটি বিকল্প বাজেট উপস্থাপন।

৯৪. সংসদ পরিচালনার সুবিধার্থে পয়েন্ট অব অর্ডারের সময় সীমা নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুরোধ করেন।

৯৫. গতকাল সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে তাঁর এলাকায় এক ভয়াবহ নৌকা ডুবিতে ১৫ জন নিহত হয় এবং ১ জন নিখোঁজ।

৯৬. নিমতলী ঘটনায় নিহত ৬ ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য অর্থ সাহায্য প্রদানের প্রস্তাব।

৯৭. হাওর অঞ্চলের বন্যা দূগতদের অধিক ত্রাণসামগ্রী ও ভিজিএফ কার্ড বিতরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রীরদৃষ্টি আকর্ষণ প্রসঙ্গে ।

৯৮. অবিলম্বে ভোলার মওজুদকৃত গ্যাস সহ অন্যান্য প্রাকৃতি সম্পদ রক্ষার নিমিত্ত ভোলাকে নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষার আহ্বান

৯৯. দেশের পোশাক শিল্প তথা গার্মেন্টস আবারো হুমকির মুখে। গত কয়েকদিন ধরে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির অজুহাতে আশুলিয়া এলাকায় একের পর এক পোষাক শিল্প কারখানায় ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালিয়ে ভাংচুর, সংঘর্ষসহ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে।

১০০. মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে অন্য কেউ এই কাজটি করছেন বলে মনে হয় না। তিনি এ ব্যাপারে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় সংসদ-উপনেতার দৃষ্টি আকর্ষণ।

১০১.গত ২৩শে জুন দিবাগত রাত ২-১৫ মিনিটে তাঁর নির্বাচনী এলাকা গৌরনদী বাসষ্ট্যান্ড সুপার মার্কেটে বৈদ্যুতিক শট সার্কিট থেকে আগুন লেগে ২৩টি দোকান ও তৎসংলগ্ন ২টি বাসা সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়েছে এবং ফায়ার সার্ভিসের ৪ জনসহ ৩৬ জন লোক আহত হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২ কোটি টাকা। তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ।

১০২. গাজীপুর উপ-শহর প্রকল্পের নামে গাজীপুর পৌর এলাকার ৪৩২২ একর জমি গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক অধিগ্রহণের সংবাদে গাজীপুরবাসী আতংকিত।

১০৩. নির্বাচনী এলাকা গাজীপুর-২ এর গাছা, পূবাইল ও টঙ্গীর বিভিন্ন মৌজায় ৪৩২২ একর জমি হুকুম দখল করার প্রস্ত্তাব করা হয়েছে।

১০৪. ছাটাই প্রস্তাব উত্থাপিত হলনা কারন সদস্যগন উপস্থিত ছিলেন - এই বিষয়টি কার্যবিবরনীতে থাকা দরকার ।

১০৫. ক্রিকেটে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করার জন্য বাংলাদেশ দলকে অভিনন্দন ।

১০৬. গত কয়েকদিন আগে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র ফাঁস হওয়ার প্রেক্ষিতে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন ঢাকার বিজি প্রেস থেকে বিপুল অংকের টাকাসহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার।

১০৭. সংসদ-সদস্যদের মধ্যে অনেক সংসদ-সদস্য ন্যাম ভবনে বসবাস করছেন এবং সেখানে প্রতিদিনই চুরি, ছিনতাই ও ডাকাতি হচ্ছে।

১০৮. লালমনিরহাট এক্সপ্রেসের ১টি বগির স্থলে ২টি বগি এবং সময়মত যাতে ঢাকায় এসে পৌছে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ।

১০৯. ঢাকাকে বাঁচাতে হলে পরিকল্পিত শহর অত্যাবশ্যক। আবার অনেক পত্রিকায় এসেছে যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোর জন্য এই ড্যাপ দেয়া হয়েছে। এটাও ঠিক নয়।

১১০.দেওয়ানগঞ্জ-ঢাকা রুটে ট্রেন চলাচলের সময় যাত্রীগণ প্রায়ই মলম পার্টি, অজ্ঞান পার্টি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সর্বস্ব হারান এবং অনেক ক্ষেত্রে যাত্রীগণ মারাত্মক আহত হন অথবা মৃত্যুবরণ করেন। তিনি এ বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা।

১১১.সংসদ ভবনের ক্যাফেটেরিয়ার অব্যবস্থাপনা, সংসদ লবীতে একটি মাত্র টয়লেট থাকার কারণে সংসদ-সদস্যদের ভোগান্তিসহ সংসদের অব্যবস্থাপনা এবং অপরিচ্ছন্ন কাপের্টের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এবং প্রতিকারের জন্য মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ।

৬ষ্ঠ অধিবেশনঃ

১১২.প্রথম আলো পত্রিকার রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, উক্ত পত্রিকার হেড লাইনে ছাপা হয়েছে, 'আইন প্রণেতাদের আইন প্রণয়নে আগ্রহ কম', 'হাঁ বা না বলে দায়িত্ব শেষ', 'দেড় থেকে পাঁচ মিনিটে বিল পাস'। পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে ক্ষোভ প্রকাশ ।

১১৩.সংসদ ভবনের সামনে মানিক মিয়া এভিনিউ রাস্তা মেরামতের সময়ে স্পীড ব্রেকারগুলো প্রসঙ্গে ।

১১৪.প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে নানা অনিয়মের কথা প্রসঙ্গে ।

১১৫.অদ্যকার শোক প্রস্তাবে নাজমুল হাসান জাহেদ ১৯৯১ সালে সংসদ-সদস্য ছিলেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে তিনি ২০০১ সালে সংসদ-সদস্য ছিলেন।

১১৬.প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সংসদে সংসদ-সদস্যদের তোপের মুখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী এই খবরটি প্রসঙ্গে দৃষ্টি আর্কষণ ।

১১৭.গত কয়েকদিন ধরে প্রথম আলোসহ কয়েকটি পত্রিকায় মাননীয় সংসদ-সদস্যদের শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে সংসদ-সদস্য তথা সংসদকে হেয় করার জন্য সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে।

১১৮. বিশেষ অধিকার ক্ষুণ্নের নোটিশের উপর বক্তব্য রেখে পুলিশ ফাঁড়ির সামনে ঘটনা সম্পর্কে।

১১৯.৭১-এর অধিনে নির্বাচনে প্রদেশিক নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের দল থেকে বহিস্কৃত করা হয় ও তাদের তালিকায় তথ্য সংশোধন।

১২০. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভ্রান্তি তথ্য প্রকাশ সম্পর্কে বিরোধী দলের প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন।

১২১.জাহাজ শিল্প রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে ।

১২২. পত্রিকার রিপোর্টের উদ্ধৃতি- সারাদেশে নিয়োগ নিয়ে বিশৃংখলা প্রসঙ্গে।

১২৩. পত্রপত্রিকায় জামায়াত ইসলামের আমীর প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকি ও যুদ্বাপরাদীদের বিচার দাবি ।

১২৪. সংসদ সদস্যদের সদস্যপদ বাতিলের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন ও জাতীয় সংসদেও ক্ষমতা প্রসঙ্গে ।

১২৫. ৭১ বিধির আওতায় সে সমস্ত নোটিস গ্রহণ করা হয় তার একটি সিরিয়াল হয় এবং সেই সিরিয়াল অনুযায়ী দিনের কার্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। সিরিয়ালের ঐ নির্ধারিত দিনে কোন মাননীয় মন্ত্রী অনুপস্থিত থাকলে সেটি সবার পেছনে চলে যায়।

১২৬. দেশব্যপী এ্যানথ্রাক্স রোগের কারণে মানব জীবনে আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

৭ ম অধিবেশনঃ

১২৭. বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার বিবৃতির আহ্বান

১২৮. বাংলাদেশের একটি জাহাজ সোমালিয়ান জলদস্যুরা সমস্ত বিশ্বের চোখের উপর দিয়ে সোমালিয়ার দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং এই জাহাজটি সোমালিয়ান জলদস্যুদের আশ্রয়স্থানে পৌঁছতে আরও চারদিন সময় লাগবে। যেখান থেকে সোমালিয়ান জলদস্যুরা জাহাজটিকে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে ইউএস মেরিন শীপ এবং ভারতীয় শীপ টহল দিচ্ছে। তিনি এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে কি পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

১২৯. নির্বাচনী এলাকায় প্রচুর টমেটোর চাষ হয় এবং প্রতিদিন প্রায় একশত ট্রাক টমেটো ঢাকা শহরে আসে। এ পেশার সাথে তাঁর নির্বাচনী এলাকার হাজার হাজার কৃষক জড়িত এবং উক্ত কৃষকরা চলতি মৌসুমে একটি কোম্পানীর কাছ থেকে টমেটোর বীজ ক্রয় করে প্রতারিত হয়েছে। প্রায় পাঁচ হাজার হেক্টর জমিতে গাছ হয়েছে কিন্তু কোন টমেটো হয়নি। কৃষকরা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং কৃষকরা বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছে।

১৩০. চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের বারবকুন্ড এলাকার একটি কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ বন্ধ হওয়া প্রসঙ্গে।

১৩১.নরসিংদীতে ২টি ট্রেনের মুখোমুখি ভয়াবহ সংঘর্ষে বহু লোক হতাহতের ঘটনায় সংসদের পক্ষ থেকে গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেন।

৮ ম অধিবেশনঃ

১৩২. আড়িয়াল বিলে বিমান বন্দর হবে না মর্মে বক্তব্য রাখেন।

১৩৩. সংসদে বিরোধী দলের আসনগুলো শুন্য। বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বয়কট সংবিধান সম্মত নয়।

১৩৪. মুন্সিগঞ্জের আড়িয়াল বিলে বিমান বন্দর সংকট নিরসন প্রসঙ্গে।

১৩৫. সংবিধানে সংসদ ও সংসদ-সদস্যদের যে বিশেষ অধিকার দেওয়া আছে তা লংঘন করে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব চিঠি বা কিছু কিছু পত্রিকার ভাষ্য অনুসারে সার-সংক্ষেপ পাঠিয়েছেন।

১৩৬. বিরোধী দল সংসদে না এসে অহেতুক হরতালসহ নানা ধরনের অরাজনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত রয়েছে।

১৩৭. প্রথম আলো পত্রিকার প্রকাশিত দেশবন্ধু সুগার মিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, বিজ্ঞপ্তিতে সম্পূর্ণ অসত্য সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে।

১৩৮. সংসদ হল সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দু। অথচ হাউসে যে হেড ফোন ব্যবহার করা হচ্ছে তা দিয়ে মাননীয় স্পীকার, মাননীয় মন্ত্রী ও সংসদ-সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পরিষ্কারভাবে শোনা যাচ্ছে না।

১৩৯. প্রশ্নকর্তা অনুপস্থিত থাকার কারণে প্রশ্নটি উত্থাপিত হচ্ছে না এবং উত্তরটি আলোচনাও হচ্ছে না। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংসদে আলোচনা হচ্ছে না।

১৪০. চট্টগ্রামের জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেওয়ার ঘোষণা দেয়ায় আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

১৪১.একুশে টিভিতে একটি টক শোতে রাজনীতিবিদদের নিয়ে যে মন্তব্য করা হয়েছে সে প্রেক্ষিতে।

১৪২. "তথ্য জানা ও পাওয়া আপনার মৌলিক অধিকার" এসএমএস পেয়েছেন। তথ্য অধিকার আইন অনুসারে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা তথ্য প্রদানে বাধ্য।

১৪৩. ২৩ ফেব্রুয়ারি আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলা হতে মুক্ত হয়ে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে লাখো জন-সমুদ্রের সম্মুখে জাতির পিতা শেখ মুজিবর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন এবং ঐ স্থানে তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৪৪. লিবিয়ায় ৩৭ জন বাঙালী নিহতসহ বিভিন্ন এলাকায় বাঙালীরা আটকে গেছে আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

১৪৫. কোরাম সংকটজনিত কারণে অধিবেশন মুলতবি করতে হয়েছে।

১৪৬. 'সংবিধানে আল্লাহর পরিবর্তে সৃষ্টিকর্তা সংযোজনের চিন্তা' যে খবর ছাপা হয়েছে তা কোন অবস্থাতেই সঠিক নয় এবং বিষয়টি বাঙালী জাতি ও সংসদীয় কমিটির জন্য দুর্ভাগ্যজনক।

১৪৭. অর্থমন্ত্রী শেয়ার বাজারের দরপতন সংক্রান্ত বক্তব্য দিতে গিয়ে ফটকাবাজী শব্দটি চয়ন করেছে যা বিনিয়োগকারীদের আহত করতে পারে।

১৪৮. পত্রপত্রিকা এবং বিদেশী মিডিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, লিবিয়ায় বসবাসরত প্রায় ৬২ হাজার বাংলাদেশী অভিবাসীর জীবন বিপন্ন।

১৪৯. বিরোধী দল সংসদে আসতে চায়, সংসদকে কার্যকর করতে চায় কিন্তু এজন্য মাননীয় স্পিকার ও সরকারি দলের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে।

১৫০. বিরোধী দলীয় নেতার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেন।

১৫১.সুপ্রীম কোর্টের রায়কে কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার সংবিধান পুনর্মুদ্রণ করছে।

১৫২. খালেদা জিয়া ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার করতে পারবেন মাননীয় স্পীকারের এমন অনুমতি নিয়ে তিনি বিমান বন্দরে যান। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদেরকে ৫০০ গজ দূরে গাড়ী থেকে নামিয়ে দেয়া হয়।

১৫৩. তাঁরা বিরোধী দলে থাকাবস্থায় বিদেশে যাওয়া-আসার সময় মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা শেখ হাসিনাসহ তাঁদের সাথে যে দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল তা এই সংসদে বলারও সুযোগ হয়নি।

১৫৪. মাননীয় স্পীকারের বার বার রুলিং দেয়া সত্ত্বেও সংসদে অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার হচ্ছে।

৯ ম অধিবেশন:

১৫৫. ১৬ মে, ২০১১ তারিখ তাঁর নির্বাচনী এলাকায় সাপ্তাহিক কর্মসূচী শেষে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে সকাল সাড়ে দশটায় জলদস্যু নেতৃত্বে শতাধিক ডাকাত তাঁর বাড়িতে হামলাসহ তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা চালায়।

১৫৬. বাজেট অধিবেশন আহ্বান নিয়ে একটি ধুম্রজাল সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাজেট সেশন এত তাড়াতাড়ি ডাকলেন কেন, আরো পরে ডাকা হলো না কেন।

১৫৭. গত তিন-চারদিন আগের পত্র-পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, সংসদীয় কমিটিগুলোর ক্ষমতা ও ব্যপ্তি বাড়ানোর বিষয়ে।

১৫৮. চলতি বোরো মৌসুমে সমগ্র বাংলাদেশে ধানের বাম্পার ফলন হওয়ায় কৃষকদের ধন্যবাদ জানান।

১৫৯. বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী পপ সম্রাট আজম খানের মৃত্যুতে শিল্পী সমাজের পক্ষ থেকে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

১৬০. শেয়ার বাজারের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

১৬১.প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী যখন কর্তব্যরত অবস্থায় থাকেন তখন তাকে আঘাত করা অবশ্যই একটি অপরাধ।

১৬২. বাজেট সেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সকল সংসদ-সদস্য বক্তব্য রাখেন। সকলে আশা করেন মাননীয় অর্থ মন্ত্রী ও কেবিনেট সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন।

১৬৩. মন্ত্রিসভার বেশির ভাগ সদস্য হাউজে নেই এটা ঠিক। তবে এই সংসদ ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে মন্ত্রীদের জন্য রুম রয়েছে।

১৬৪. সংবিধান সংশোধন নিয়ে বিরোধী দল কৃত্রিম সঙ্কট তেরি করে সংসদের বাইরে উত্তেজনা সৃষ্টি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

১৬৫. মাননীয় স্পীকারের বিরুদ্ধে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশন করায় মাননীয় স্পীকার যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তার জন্য তিনিসহ সংসদ-সদস্যগণ মর্মাহত।

১৬৬. গতকাল বিকেলে বিরোধী দলের ১৮ জন মাননীয় সংসদ-সদস্য তাঁর কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন এবং তিনি গত রাতেই স্মারকলিপির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন।

১৬৭. বিরোধী দলের হরতাল এবং বিরোধী দলীয় চীফ হুইপের আচরণের সমালোচনা করে বক্তব্য প্রদান করেন।

১০ তম অধিবেশনঃ

১৬৮. সম্প্রতি গ্রামীন টেলিফোন নেটওয়ার্ক খুবই খারাপ। গ্রামীণ ফোনে কথা বলার মাঝ পথেই লাইন কেটে যায়। তিনি সমস্যাটি সমাধানের জন্য মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীসহ সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১১ তম অধিবেশনঃ

১৬৯. নবম জাতীয় সংসদে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং কেয়ার-টেকার সরকারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

১৭০. পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, সরকার ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের লক্ষে মেট্রো রেল চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে।

১৭১.গতকাল ১৯ অক্টোবর, ২০১১ ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। কারণ এই দিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আঙ্গরপোতা, দহগ্রাম সফর করেছেন।

১৭২. মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স সুলতান বিন আবদুল আজিজ সৌদ গত শনিবার চিকিৎসারত অবস্থায় ইন্তেকাল করায় সংসদের পক্ষ থেকে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন।

১৭৩. বর্তমান সরকারের উপদেষ্টাসহ ক্যাবিনেটের সদস্য সংখ্যা ৫০ জনের বেশী। এতজন মন্ত্রীর মধ্যে মাত্র ৬জন মন্ত্রী এখন সংসদ কক্ষে উপস্থিত আছেন। মাননীয় সদস্যগণ জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন কিন্তু তা শুনার কেউ নেই।

১৭৪. স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ ও বর্তমান মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব আব্দুর রাজ্জাক বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে বৃটেনের কিং কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

১৭৫. চট্টগ্রামের কয়েকটি দৈনিক পত্রিকার বরাত দিয়ে বলেন যে, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সংসদ অথচ এই সংসদের প্রথম সারির একজন মাননীয় সংসদ-সদস্য ডক্টর অলি আহমদ বীর বিক্রম কয়েক দিন আগে চট্টগ্রামে তাঁর নির্বাচনী এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত মহিলা সংসদ-সদস্যকে উদ্দেশ্য করে অশালীন মন্তব্য করেছেন যা কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়।

১৭৬. ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এর সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরকালে জনগণ আশা করেছিল তিস্তা পানি চুক্তি হবে কিন্তু শেষ মুহূর্তে তা হয়নি।

১৭৭. আজ বাংলাদেশের মহিলা ক্রিকেট দল ওয়ান ডে স্ট্যাটাস পেয়েছে যা অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ এবং বিশাল অর্জন।

১৭৮. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একনেক বৈঠকে সকল মাননীয় সংসদ-সদস্যদের এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৫ কোটি টাকার একটি থোক বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। সংসদে মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে এ বিষয়ে প্রশ্নের বানে জর্জরিত করা হলে।

১৭৯. গত দু'দিন আগে মাননীয় বিরোধীদলীয় নেত্রী জনসভায় বক্তব্যে বলেছেন যারা দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ আছেন তারা নিজ দল ত্যাগ করে বিএনপিতে যোগদান করলে তিনি তাদেরকে সম্মানজনক পদ দিবেন। তিনি বলেন, মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী এই বক্তব্যের মাধ্যমে নির্বিচারে সমস্ত রাজনীতিবিদদের সততাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন এবং রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে একটি নেতিবাচক বার্তা এদেশের মানুষের কাছে পৌছাবার চেষ্টা করেছেন।

১৮০. গতকাল "উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১১" এবং "স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) বিল, ২০১১" দিনের কার্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বিল দু'টিতে বেশ কয়েকজন সংসদ-সদস্য সংশোধনী দিয়েছিলেন। দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী বিল দু'টি আরো পরে সংসদে আলোচনা করার কথা থাকলেও দিনের অন্যান্য কর্মসূচী স্থগিত করায় তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ বিল দু'টি পাশের সময় সংসদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারেননি এবং তাঁদের সংশোধনীগুলো সংসদে আলোচনা করতে পারেননি।

১২তম অধিবেশনঃ

১৮১. সাবেক অর্থমন্ত্রী জাতীয় নেতা শাহ এম এস কিবরিয়াকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

১৮২. সাবেক ছাত্রলীগের সভাপতি সৈয়দ মোজাহারুল হক বাকীর মৃত্যুতে গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেন

১৮৩. গত ৩০ জানুয়ারি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁর নির্বাচনী এলাকায় কোষ্টগার্ড ষ্টেশন এবং সাইক্লোন ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেন্টার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে গিয়েছিলেন।

১৮৪. এ দেশের আপামর জনসাধারণ উপলব্ধি করছে দেশের অর্থনীতি মহাসংকটের সম্মুখীন। তিনি এই সকল ব্যর্থতার জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে পরিবর্তন করে অন্যকোন যোগ্য ব্যক্তিকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার পরামর্শ দেন।

১৮৫. মিরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে নিহত ছোট্ট পালানের মাকে সান্তনা দেয়ার কথা জানান।

১৮৬. দেশের পুঁজিবাজারে আজ চরম দুর্দশা চলছে। তিনি অবিলম্বে পুঁজিবাজারে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।

১৮৭. উক্ত অনুষ্ঠানে ডায়াসে জায়গা হলো মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর, স্বরাষ্ট্র সচিবের, আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের, কোষ্ট গার্ডের ডিজি ও লোকাল নেভাল কমান্ডারের এবং তাঁর নিজের জায়গা হলো দর্শকদের কাতারে।

১৮৮. মাহে আলম মজুরি কমিশনের রিপোর্ট হুবহু বাস্তবায়ন প্রসংগে বলেন। তিনি এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য মাননীয় শিল্প মন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন এবং এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করেন।

১৮৯. যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রসঙ্গে।

১৯০. আজ ১লা মার্চ, মার্চ মাস আমাদের স্বাধীনতার মাস। ১লা মার্চেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার মানুষ গর্জে উঠেছিল। সে জন্য ১লা মার্চ বাঙ্গালী জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

১৯১.বহুল আলোচিত সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যাকান্ডের বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে ৩০০ বিধিতে একটি বিবৃতি দাবি করেন।

১৯২. খাদ্যে ভেজাল রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র রিপোর্টটি আরো ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে উপস্থাপনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণের অনুরোধ করেন।

১৯৩. তাঁর নির্বাচনী এলাকায় বর্তমানে মারাত্মক বিদ্যুৎ সংকটের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

১৯৪. মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর আলোচনায় যাতে সকল মাননীয় সংসদ-সদস্য অংশগ্রহণ করতে পারেন সে জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

১৯৫. ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণকে কেন্দ্র করে মহান ৭ মার্চে সংসদ অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরামর্শক্রমে ও নির্দেশক্রমে আলোচনার সুযোগ দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

১৯৬. বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। তিনি উৎপাদিত বিদ্যুৎ কোথায় যাচ্ছে তা খতিয়ে দেখার কথা বলেন এবং এ বিষয়ে ৩০০ বিধিতে মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেন।

১৯৭. তার নির্বাচনী এলাকা দাকোপ সুন্দরবন সীমান্তে অবস্থিত। সেখানে সম্প্রতি বাঘের ব্যাপক উৎপাত শুরু হয়েছে।

১৯৮. নারী দিবসের তাৎপর্য।

১৯৯. মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমারেখাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক আদালতে যে রায় হয়েছে তা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সুখকর বিষয়।

২০০. সম্প্রতি বাংলাদেশ মায়ানমারের সাথে সমুদ্র সীমারেখা নিষ্পত্তির বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে যে রায় পেয়েছে সে বিষয়ে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন।

২০১. বিরোধী দলের একজন মহিলা মাননীয় সংসদ-সদস্যের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন। তিনি সকলের কাছে সংসদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যপ্রণালী-বিধি ও সংবিধানের আলোকে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানান।

২০২. মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব মইন উদ্দীন খান বাদল এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা বলেন যে ডান দিক থেকে যদি অশালীন বক্তব্য বন্ধ হয় তবে বাম দিক থেকেও বন্ধ হবে।

২০৩. বিরোধী দলের সংসদ-সদস্যগণ আজকে সংসদে নেই। কারণস্বরূপ বিরোধী দলীয় চীপ হুইপ বলেছেন, সরকারী দলের সংসদ-সদস্যরা বেশ কিছু উক্তি করেছে সেগুলো এক্সপাঞ্জ না করলে তাঁরা সংসদে আসবেন না। বিরোধী দলের সংসদ-সদস্যরা মাননীয় স্পীকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

১৩ তম অধিবেশনঃ

২০৪. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির প্রেক্ষিতে সম্প্রতি বিরোধী দল আন্দোলন করছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলের দাবীর প্রেক্ষিতে সরকারের শরিকরাও সকল দলের অংশগ্রহণে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের কথা বলছেন। তিনি আগামী সংসদ নির্বাচনের কি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে সে বিষয়ে বিরোধী দলের সাথে সরকারি দলকে আলোচনার আহ্বান।

২০৫. সংসদ কার্য-প্রণালী বিধি ও সংবিধান অনুযায়ী চলবে। যখন তখন যে কেউ যে কোন বিষয়ে সংসদে কথা বলতে পারেন না। আইন প্রণয়ন কার্যাবলী চলাকালে **Point of order** এ বক্তব্য দেয়া যায় না।

২০৬. পত্রিকায় ও টেলিভিশনের খবরে এসেছে “মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, “সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পুলিশের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।”।

২০৭. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অন্যতম প্রধান অর্জন। কিন্তু বর্তমানে সংবাদপত্র, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের উপর প্রতিনিয়ত আক্রমণ, হামলা, প্রাণনাশের চেষ্টা চলছে।

২০৮. রাষ্ট্রের ৩টি মূল স্তম্ভ হলো নির্বাহী বিভাগ, আইন সভা বা পার্লামেন্ট এবং বিচার বিভাগ। অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে কথা বলেন।

২০৯. মাননীয় সংসদ-সদস্যদের কার্য-প্রণালী বিধি অনুযায়ী ৩০১ বিধিতে **Point of order** এ বক্তব্য রাখা উচিত।

২১০. টিআইবি কর্তৃক আলোচনা সভায় একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি মন্ত্রী, সংসদ-সদস্যের বিরুদ্ধে দায়িত্ব-জ্ঞানহীন মন্তব্য করেছেন। ঐ বুদ্ধিজীবি সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং তাঁর ঐ মন্তব্যে মন্ত্রী, সংসদ-সদস্যদের হেয় করা হয়েছে, খাটো করা হয়েছে।

২১১.সংবিধানের ৭৮(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সংসদে কোন বিষয়ের আলোচনা কোন আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করতে পারবে না। তিনি বলেন, আজকে সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে যে, মাননীয় স্পীকার গত কয়েকদিন পূর্বে সংসদে বৈধতার প্রশ্নে কিছু মন্তব্য করেছিলেন এবং সেই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে

আজকে হাইকোর্টে একটি **Public interest Litigation** হয়েছে এবং হাইকোর্টের পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ এটি দাখিল করেছেন।

২১২. সংবিধানের ৭৮(৩) বিধি লংঘন সম্পর্কিত প্রশ্ন সংসদে উত্থাপিত হয়েছিল এবং আলোচনা হয়েছিল। সেই আলোচনার প্রেক্ষিতে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার বলেছিলেন, মাননীয় স্পীকারের সাথে আলোচনা করে সংসদে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হবে। এ বিষয়টির প্রতি মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ।

২১৩. মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব মইন উদ্দীন খান বাদল (২৮৪ চট্টগ্রাম-৭) **Point of Order** এ বক্তব্য দেয়ার জন্য মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার তাঁদের পয়েন্ট অব অর্ডারের বক্তব্য বিধি সম্মত না হওয়ায় তা নাকচ করে দেন।

২১৪. প্রকৃতির রুদ্ররোষে চট্টগ্রাম আক্রান্ত হয়েছে। তিনি বলেন তিনিসহ চট্টগ্রামের সংসদ-সদস্যগণ ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে বিমান চলাচল বন্ধ থাকায় সেখানে যেতে পারেননি। তিনি এই দুর্যোগকালে চট্রগ্রামে যাওয়ার জন্য সরকারের তরফ থেকে হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেন। তিনি একই সাথে চট্রগ্রামে কেন বার বার জলবদ্ধতা হচ্ছে সে বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবী জানান।

২১৫. পদ্মা সেতুর বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৬৮ বিধিতে একটি নোটিশ দিয়েছিলেন দিনের কার্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করার জন্য। পদ্মা সেতুর বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে দেশবাসী উদ্বিগ্ন এবং তারা এ ব্যাপারে ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে চায়।

২১৬. বিএনপিসহ ১৮ দলীয় জোট কেয়ারটেকার সরকার নিয়ে যে দাবী তুলেছেন সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। বিষয়টি নিয়ে দেশের জনগণের মাঝে ধুম্রজালের সৃষ্টি হয়েছে।

১৪ তম অধিবেশনঃ

২১৭. সংবিধানের ৭৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি সম্পর্কে মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নোক্ত মাননীয় সংসদ-সদস্যগণ অনির্ধারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

২১৮. তাঁর নির্বাচনী এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

২১৯. মাননীয় সংসদ-সদস্য, দেশবাসী এবং বিশ্ববাসীর অবগতির জন্য বলেন, ২০১০ সালে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা পাটের উপর গবেষণা করে পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেছিলেন। তিনি বলেন, পাটের জীবন রহস্য কাজে লাগিয়ে উন্নত জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সরকার একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং বিজ্ঞানীরা সেই প্রকল্পে গবেষণা করে পাটসহ বিশ্বের পাঁচ শতাধিক প্রজাতির উদ্ভিদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে এরূপ একটি ছত্রাক বা ফাংগাসের জীবন রহস্য উন্মোচন করেছেন।

২২০. বাংলাদেশ বিমানের বেহাল অবস্থার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য।

১৫ তম অধিবেশনঃ

২২১. যুদ্ধাপরাধীর বিচার নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। এই বিচারকে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামী সম্প্রতিকালে রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে সহিংসতার আশ্রয় নিয়েছে যা মোটেই কাম্য নয়।

২২২. যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে বলেন যে মহাজোটের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। এ বিচার নিয়ে কোন আপোষ করার সুযোগ নেই।

২২৩. একটি বিশেষ মহল কিছুদিন ধরে সুপরিকল্পিতভাবে মাননীয় সংসদ-সদস্য এবং সংসদকে অকার্যকর করতে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় গত ১৪ই অক্টোবর টিআইবি'র কিছু কর্মকর্তা সংবাদ সম্মেলনে একটি রিপোর্ট প্রদান করে মাননীয় সংসদ-সদস্যদের চরিত্র হনন করেছে। উক্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ৯৭% সংসদ-সদস্য অনৈতিক কাজে লিপ্ত। তিনি বলেন, টিআইবির এই প্রতিবেদন কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। টিআইবি'র প্রতিবেদন প্রত্যাখান করে বলা হয় যে সংস্থাটি জরিপের স্বীকৃত পদ্ধতিও অনুসরণ করেনি।

২২৪. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তর পর্বে মাননীয় মন্ত্রীগণ দীর্ঘ বক্তব্য দিচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে কার্যপ্রণালী-বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করার হচ্ছে না।

২২৫. সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, গাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগসহ আইন নিজের হাতে তুলের নেয়ার বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেন।
২২৬. বিরোধী দলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়া আওয়ামী লীগকে দোষারোপ করে বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে যাচ্ছেন।
২২৭. বিরোধী দলীয় নেতা বরিশালের জনসভায় বলেছিলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা তার বড় ছেলে তারেক রহমান। তিনি বলেন, বিরোধী দলীয় নেতা সঠিক কথা বলেছেন, তার বড় ছেলে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে বিদেশে টাকা পাচার করার স্বপ্নদ্রষ্টা এবং এই ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহারও একটি ডিজিটাল পদ্ধতি।
২২৮. বিএনপি ২০০১ থেকে ২০০৬ সালে ক্ষমতায় এসে সবকিছু তছনছ করেছিল। আবার যদি তারা ক্ষমতায় আসে তাহলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের সবকিছু তছনছ হয়ে যাবে।
২২৯. গতকাল ১৮ দলীয় সমাবেশে পল্টন ময়দানে বিরোধী দলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়ার উপস্থিতিতে জামায়াত নেতা মজিবর রহমান প্রকাশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন।
২৩০. দেশের চেহারা পাল্টানোর আগে বিরোধী দলীয় নেতা ও তার পরিবারের চেহারা পাল্টাতে হবে। কারণ ক্ষমতায় এলে আবারো জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটিয়ে এদেশকে বিশ্বের কাছে কলঙ্কিত করবে।

১৬ তম অধিবেশন:

২৩১. সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এস এম কিবরিয়া ৮ বছর আগে হবিগঞ্জের নির্বাচনী এলাকায় বৈদ্যের বাজারে গ্রেনেড হামলায় নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন।, দীর্ঘ ৮ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হলেও আজ পর্যন্ত সেই হত্যাকান্ডে বিচার সম্পন্ন হয়নি।
২৩২. দেশের গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব নস্যাত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন টাইমস পত্রিকায় বিরোধীদলীয় নেতা ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে নালিশ করে দেশদ্রোহের পরিচয় দিয়েছেন।

২৩৩. কয়েক দিন যাবত কতিপয় দুষ্কৃতকারী ও দেশদ্রোহী পুলিশকে রাস্তায় ফেলে পেটাচ্ছে যা পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।
২৩৪. সংসদে যুদ্ধাপরাধের বিচারের সিদ্ধান্ত।

২৩৫. যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও সর্বোচ্চ শাস্তির দাবীতে শাহবাগের নতুন প্রজন্মের নবজাগরণের সাথে একাত্মতা ঘোষণা

২৩৬. যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবীতে অবস্থান নিয়ে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন শাহবাগের নতুন প্রজন্ম চত্বরের অন্যতম উদ্যোক্তা ও ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দার।

২৩৭. শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চের প্রথম শহীদ আহমেদ রাজীব হায়দারকে নিয়ে দৈনিক সংগ্রামসহ ইন্টারনেটে তার নামে জামায়াত-শিবিরের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে কিছু অসত্য খবর প্রকাশ করেছে।
২৩৮. **৯.** শান্তির ধর্ম ইসলামকে ব্যবহার করে একটি মহল মানুষ হত্যা করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাধাগ্রস্ত করতে চাচ্ছে। কয়েকদিন আগে এই মৌলবাদীদের হাতে নির্মমভাবে খুন হয়েছেন এ প্রজন্মের মুক্তিসেনা রাজীব হায়দার।

২৩৯. যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার রায়ের পরে জনমনে যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল তা আজকের আরেক জন যুদ্ধাপরাধী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর রায়ে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করায় দেশবাসীর প্রত্যাশা পূরণের সাথে এই জাতীয় সংসদ সংহতি ও একাত্মতা প্রকাশ করছে।
২৪০. আজকের দেশের বিভিন্ন স্থানে জামায়াত-শিবিরের ডাকা হরতালকে কেন্দ্র করে যে চরম অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে

২৪১. দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর রায়ের বিরুদ্ধে জামাত-শিবিরের ৪৮ ঘন্টা ডাকা হরতালের প্রথম দিনে তারা যে নারকীয় তাণ্ডব চালিয়েছে তা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ও ঘটেনি।

২৪২. বিরোধী দলীয় নেতা যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষার জন্য জামায়াত-শিবিরকে দিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের উপর আক্রমণ করাচ্ছে। মানবতার বিরুদ্ধে সংসদে জামায়াত-শিবিরের বিষয়ে একটি চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার।

১৭ তম অধিবেশনঃ

২৪৩. সাভারে ভবন ধ্বসের কারণে পোশাক শিল্প কর্মীদের মর্মান্তিক মৃত্যু এবং হাজার হাজার কর্মী আহত হয়েছে।

১৮ তম অধিবেশনঃ

২৪৪. ১৯ মে চট্টগ্রামের মিরেরসরাইতে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ঘোষণা দিলেন পরবর্তী একমাস রাজধানীতে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ থাকবে।

২৪৫. বিরোধী দল আর মাত্র ৮ কার্যদিবস সংসদে অনুপস্থিত থাকলে তাদের সদস্যপদ চলে যেত। বিনা ইস্যুতে সংসদ থেকে ওয়াক-আউট করে বিরোধী দল প্রমাণ করেছে, তারা শুধু বেতন-ভাতা, সুযোগ-সুবিধা বহাল রাখতে সংসদ-সদস্যপদ রক্ষায় সংসদে এসেছিল।

২৪৬. বগুড়া জেলার ধুপচাচিয়া উপজেলার তালোরা পৌরসভার নির্বাচন মে ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

২৪৭. বর্তমান সরকারের আমলে নির্বাচন কার্যক্রম যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ তার প্রমান এ পর্যন্ত স্থানীয় সরকার থেকে শুরু করে উপ নির্বাচনসহ প্রায় ৫৬৪৫টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৪৮. মিডিয়ার ওপর সরকারের চলমান হস্তক্ষেপ।

২৪৯. আমার দেশ পত্রিকা ও দুটি টিভি চ্যানেলের সাময়িক সম্প্রচার বন্ধের কারণ।

২৫০. প্রশ্নোত্তর একটি নির্দিষ্ট বিষয়। কিন্তু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তর পর্বে একজন মাননীয় মন্ত্রী অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন।

২৫১. ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নারায়ণগঞ্জে একটি কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য কারিগরি ও বাণিজ্যিক দিকগুলো সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করেছে।

২৫২. গত ০৫ জুন, ২০১৩ তারিখে মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সম্পর্কে যে অসংসদীয় ও কটাক্ষমূলক বক্তব্য দিয়েছেন তা এক্সপাঞ্জ করার দাবি জানান।

২৫৩. তারেক রহমান এবং বিরোধী দলীয় নেতা সম্পর্কে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী যে বক্তব্য দিয়েছেন সেই বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি এবং ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, প্রহসনের রাজনীতি, সন্ত্রাস, হত্যা ও অসত্য মামলার রাজনীতি থেকে জাতিকে মুক্তি দেবার আহবান।

২৫৪. হাউসে অশালীন বক্তব্যের ক্ষেত্রে যদি কোন সংসদ-সদস্য অশালীন বক্তব্য দেয় তখন সাথে সাথে তাঁর মাইক বন্ধসহ অশালীন বক্তব্য এক্সপাঞ্জ করার অনুরোধ। তাহলে ভবিষ্যতে হাউসে অশালীন বক্তব্য দেয়ার সুযোগ থাকবে না।

২৫৫. ২০১২-২০১৩ সালের সম্পূরক বাজেটে প্রস্তাবিত অন্যান্য ব্যয় সম্পর্কিত মঞ্জুরী দাবীসমূহের উপর আলোচনা ও ভোট গ্রহণ প্রসঙ্গে।

২৫৬. সভা-সমাবেশের উপর কোন ধরণের নিষেধাজ্ঞা নেই। অনুমতি সাপেক্ষে সমাবেশ করতে দেওয়া হবে। এর প্রেক্ষিতে পল্টনে বিএনপি কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করা হয়। কিন্তু অনুমতি দেওয়া হয়নি।

২৫৭. রাজশাহী, খুলনা, সিলেট এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দেশের জনগণ গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রতিনিধি বিএনপি ও ১৮ দলীয় জোটের সমর্থিত প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করায় তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

২৫৮. কোন কোন সংসদ-সদস্য বক্তৃতাকালে কার্যপ্রণালী-বিধি বহির্ভূত যে সকল শব্দ ব্যবহার করেছেন তা সংসদের কার্যবাহ থেকে এক্সপাঞ্জ করার অনুরোধ।

২৫৯. যৌথ-নদী কমিশনের সভা হওয়ার কথা থাকলেও ২ দিনের নোটিশে সেই সভা স্থগিত করা হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যে, মন্ত্রীর ব্যস্ততার কারণে ভারতের পানি মন্ত্রীসহ ১৬ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল আসছে না।

২৬০. কার্যপ্রণালী-বিধির ২৭৪ বিধির পরে কোন বিতর্ক হয় না।

২৬১. গঙ্গা পানি চুক্তির বিষয়ে আপত্তির কারণ হল এই চুক্তিতে কোন গ্যারান্টি ক্লোজ নেই এবং পানি বন্টনে বিরোধ দেখা দিলে তা নিষ্পত্তির জন্য কোন গ্রাউন্ড নেই। তবে চুক্তি না হওয়ার চেয়ে চুক্তি হওয়াই ভাল।

২৬২. ২৩শে জুন, বাঙালী জাতির জীবনে একটি ঐতিহাসিক দিন। কারণ ১৯৪৯ সালের এই দিনে তাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২৬৩. সরকার গ্রামীণ ব্যাংকের কাঠামো পরিবর্তনের চেষ্টা চালাচ্ছে।

২৬৪. সরকারি দলের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে, বিরোধী দলকে সংখ্যা দিয়ে নয় বিরোধী দলকে বিরোধী দল হিসেবে দেখতে চান। তাই তিনি বাজেট আলোচনার উপর নির্ধারিত ৫০ ঘন্টার মধ্যে অন্তত ১২ ঘন্টা আলোচনায় সুযোগদানের জন্য অনুরোধ।

২৬৫. কার্য উপদেষ্টা কমিটিতে বাজেটের উপর আলোচনার জন্য ৪০ ঘন্টা সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

২৬৬. ৫৬টি ছাঁটাই-প্রস্তাবের মধ্যে ৭টি সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের উপর আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

২৬৭. যে বিষয়ে রুলিং দেওয়া হয়েছে তার উপর কোন আলোচনা হতে পারে না। মাননীয় স্পীকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

২৬৮. সরকারের রাজনৈতিক প্রভাবে দলীয় সরকারের অধীনে কোন নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হতে পারে না। তাই গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ করার জন্য সেখানে সেনাবাহিনী মোতায়েনের দাবি।

২৬৯. রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির ১৭ দিন পর উদ্ধারকৃত রেশমা বেগমের সাজানো নাটক যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক পত্রিকা সানডে মিরর এবং ডেইলি মেইলে প্রকাশিত হয়েছে।

২৭০. বিএনপি নির্জলা অসত্য কথায় পারদর্শী যা আওয়ামী লীগের পক্ষে অসম্ভব।

২৭১. মিরর পত্রিকার মাধ্যমে যে বক্তব্য বিরোধী দলের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে তা সংসদ কার্যবাহ থেকে এক্সপাঞ্জ করার অনুরোধ।

২৭২. সরকারি বিলের পাশাপাশি বেসরকারি সদস্য হিসেবে অনেক বিল জমা দিলেও তার অগ্রগতি নেই ।

২৭৩. ওয়াশিংটন টাইমসে বেগম খালেদা জিয়া কোন আর্টিক্যাল লেখেননি। জিএসপি বন্ধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান ও নিরাপত্তার কথা তুলেই যুক্তরাষ্ট্র জিএসপি সুবিধা বন্ধ করেছে। তাই এ নিয়ে পরস্পরের বিরোধিতা করে কোন লাভ নেই।

২৭৪. প্রথম আলো পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে ‘স্পিকারের অবাক সিদ্ধান্ত’। এখানে কতগুলো মন্তব্য করা হয়েছে যা সংসদের জন্য অবমাননাকর।

২৭৫. গত কয়েকদিন যাবৎ টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা এবং পূর্বে ইন্টারনেটে হেফাজতে ইসলামের আমীর আহমেদ শফী নারী বিরোধী যে বক্তব্য দিয়েছেন তা অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ, অমানবিক এবং ঘৃণ্য। নারীর ক্ষমতায়নের ওপর এটি হস্তক্ষেপ।

২৭৬. সিটি কর্পোরেশনে বিজয়ী মেয়রদের দুর্নীতিবাজ, অসৎ ও সন্ত্রাসী উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা।

২৭৭. সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতা অনুযায়ী ৭টি দাবীর উপর আনীত ছাঁটাই-প্রস্তাবের ওপর আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং বাকীগুলোর ওপর আলোচনা হবে না। কিন্তু ৫টি দাবীর উপর আনীত ছাঁটাই-প্রস্তাবের উপর আলোচনা পর গিলোটিন করা হয়।

২৭৮. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য গোলাম আযমের ৯০ বছর সাজা ঘোষণা করা হয়েছে।

১৯ তম অধিবেশনঃ

২৭৯. সংবিধান অনুযায়ী আগামী ২০১৪ সালের ২৪ জানুয়ারির মধ্যে যে কোন সময় নির্বাচনের প্রসঙ্গে।

২৮০. বাজেটে পুরাতন গাড়ির ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্যমূলক অপচয়ন শুল্কায়ন মূল্য বৈষম্য অসঙ্গতিপূর্ণ কনসলিটেড অপচয়ন পদ্ধতির পরিবর্তে বছরভিত্তিক অপচয়ন পদ্ধতি যখন প্রবর্তন প্রসঙ্গে।

২৮১. অনতিবিলম্বে ভোলায় যদি বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা না হয় এবং ব্লক ফেলে ভোলাকে যদি নদী ভাঙ্গার হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা না হয় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি ভোলা শহরও নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।

২৮২. নির্বাচনী ইশতেহারে বিদেশে যারা অবস্থান করছেন তাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ।

২৮৩. বিরোধী দলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়ার সমালোচনা, বিরোধী দলীয় নেতা কর্তৃক সংসদে না এসে রংপুর ও রাজশাহীর জনসভায় জনগণকে নির্বাচন প্রতিহত করা ও যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তির দাবির আহবান।

২৮৪. তারকাচিহ্নিত প্রশ্নে যে তথ্য দেয়া হয়েছে, তার সঙ্গে তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্নের জবাবের কোন মিল নেই। মন্ত্রণালয় যদি ভুল তথ্য দেয়, তাহলে সংসদ সদস্যরা কোথায় আস্থা রাখবেন।

২৮৫. সংসদ জাতির সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি বেসরকারি সদস্য হিসেবে জাতির প্রয়োজনে কয়েকটি বেসরকারি বিল সংসদে এনেছেন। তার মধ্যে পিতা-মাতার ভরণ পোষণ বিল, ২০১০ গত ২ বছর পূর্বে বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটিতে পাসের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন দিয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি বিলটি দিনের কার্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তাই অধিবেশনে উক্ত বিলটি দিনের কার্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ।

২৮৬. গ্রাম পুলিশগণ এখন পর্যন্ত তাদের এলাকায় সবচেয়ে বেশি খবর সংগ্রহ করতে পারে। এখনও পুলিশবাহিনীকে তাদের উপর নির্ভর করতে হয়। অথচ সেই গ্রাম পুলিশ-দফাদারের বেতন ২১০০ টাকা এবং মহল্লাদারের বেতন ১৯০০ টাকা। সরকার তাদের জন্য ২০১১ সালের ২ জুলাই একটি কর্মচারী বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। তার আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগ একটি বিল পেশ করেছে মন্ত্রিসভায় এবং সেখানে গ্রাম পুলিশকে ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের মত সুযোগ-সুবিধা দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

২৮৭. বর্তমানে সংসদ-কক্ষে ইয়ারফোন ছাড়া মাননীয় সংসদ-সদস্যদের কোন কথা শুনতে পারা যায় না। পূর্বে যে সাউণ্ড সিস্টেম ছিল সেটা এর চেয়ে ভাল ছিল।

২৮৮. আগামী ঈদ ও পূজা সামনে রেখে হাতিয়ায় অতিরিক্ত র‍্যাব, কোস্টকার্ড ও পুলিশবাহিনী প্রেরণ করে নিরাপত্তা জোরদার করার প্রসঙ্গে।

২৮৯. প্রত্যেক সংসদ-সদস্যের নির্বাচনী এলাকায় ৩টি করে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করার প্রসঙ্গে।

২৯০. তথাকথিত মাদ্রাসার নামে গ্রেনেড উৎপাদন ও বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে।

২৯১. আগামী জাতীয় নির্বাচনকে নিয়ে সমগ্র জাতি উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। একদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বলছে নির্বাচন হবেই অন্যদিকে বিরোধী দল একে প্রতিহত করার আহবান জানাচ্ছে।

২৯২. বিরোধী দলীয় নেতা বার বারই বলছেন, যে কোন মূল্যে নির্বাচনকে ঠেকাতে হবে। তিনি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটাররা যাতে না আসতে পারে বা নির্বাচন কমিশন সংবিধান অনুযায়ী যে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবে সেটাকে তারা বাধাগ্রস্ত করতে চান।

২৯৩. জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচন করে জাতীয় সংকট থেকে উত্তরণের জন্য আহবান।

২৯৪. সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে।

২৯৫. বিরোধী দলকে সাংবিধানিকভাবে, গণতান্ত্রিকভাবে একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশকে অগ্রসর করার জন্য আহ্বান।

২৯৬. হরতালকে কেন্দ্র করে গত দুই দিনে ১১ জন লোক মারা গেল তার দায়ভার বিরোধী দলীয় নেতাকেই নিতে হবে।

২৯৭. দেশে ৭১ আবার ফিরে এসেছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের অস্তিত্ব থাকবে কী থাকবে না সে বিষয়টি জাতির সামনে বড় প্রশ্ন।

২৯৮. বিরোধী দলীয় নেতার প্রদত্ত প্রস্তাব সংবিধান পরিপন্থী।

২৯৯. বিরোধী দল হরতালের নামে দেশে আজ নানা ধরনের নৈরাজ্য ও নাশকতা সৃষ্টিসহ বিচারপতিদের বাসায় বোমা হামলা, হত্যা, গুম, অপহরণ, গাড়ী ভাংচুর, ট্রেনে আগুন দিয়ে জনগণের মধ্যে ভয়-ভীতির পায়তারা চালাচ্ছে।

৩০০. বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী বিএনপির হরতালের কারণে পরীক্ষা দিতে পারল না। চলন্ত যানবাহনে আগুন দিয়ে মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করা হচ্ছে।

৩০১. গতকাল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতা বিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত দুইজন আসামীর ফাঁসির রায় হয়েছে।

৩০২. ৭ই নভেম্বর জাতির ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় দিন। কেউ কেউ বলেন, সিপাহী জনতার বিপ্লব। আসলে এটা সিপাহী জনতার বিপ্লব ছিল না। এটা ছিল পাকিস্তানপন্থীদের একটি বিপ্লব।

৩০৩. সংবিধানকে সমুন্নত রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন, গঠিত হয়েছে সর্বদলীয় সরকার।

৩০৪. ক্ষমতা হস্তান্তর ও গণতন্ত্র উত্তরণের একমাত্র পথ হচ্ছে নির্বাচন।

পরিশিষ্ট ১৩: সংসদের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন

অধিবেশন	স্পিকার	ডেপুটি স্পিকার	সভাপতি প্যানেল	মোট
প্রথম	৯৬ ঘন্টা ৪৩ মিনিট (৬৬.৫%)	৪৩ ঘন্টা ১৩ মিনিট (২৯.৭%)	০৫ ঘন্টা ২৬ মিনিট (৩.৭%)	১৪৫ ঘন্টা ২২ মিনিট

অধিবেশন	স্পিকার	ডেপুটি স্পিকার	সভাপতি প্যানেল	মোট
দ্বিতীয়	৫৬ ঘন্টা ৩৬ মিনিট (৬৫.৬%)	৩০ ঘন্টা ০৩ মিনিট (৩৩.২%)	০৩ ঘন্টা ৪২ মিনিট (৪%)	৯০ ঘন্টা ২১ মিনিট
তৃতীয়	৫০ ঘন্টা ০৪ মিনিট (৭১.৬%)	১৯ ঘন্টা ১৬ মিনিট (২৭.৬%)	৩৬ মিনিট (০.৮%)	৬৯ ঘন্টা ৫৬ মিনিট
চতুর্থ	৯৫ ঘন্টা ০১ মিনি(৭৫.৬%)	২৬ ঘন্টা ২৭ মিনিট (২১%)	০৪ ঘন্টা ১৫ মিনিট (৩.৩%)	১২৫ ঘন্টা ৪৩ মিনিট
পঞ্চম	৩৪ ঘন্টা ৩২ মিনিট(৩৫%)	৫২ ঘন্টা ১০ মিনিট (৫৩%)	১১ ঘন্টা ৪২ মিনিট	৯৮ ঘন্টা ২৪ মিনিট
ষষ্ঠ	১৯ ঘন্টা ৫০ মিনিট(৬০.৩%)	১০ ঘন্টা ১৭ মিনিট (৩১.২%)	০২ ঘন্টা ৪৭ মিনিট (১২%)	৩২ ঘন্টা ৫৪ মিনিট
সপ্তম	১২ ঘন্টা ১২ মিনিট(৭৮%)	৩ ঘন্টা ২৬ মিনিট (২২%)	-	১৫ ঘন্টা ৩৮ মিনিট
অষ্টম	৩৬ ঘন্টা ৫২ মিনিট (৩৫.৪%)	৫৬ ঘন্টা (৫৪%)	১১ ঘন্টা ০৯ মিনিট (১০.৭%)	১০৪ ঘন্টা ৮ মিনিট
নবম	৫০ ঘন্টা ৩১ মিনিট (৫১%)	২৬ ঘন্টা (২৬.২%)	২২ ঘন্টা ৩৯ মিনিট (২৩%)	৯৯ ঘন্টা ১৭ মিনিট
দশম	৪ ঘন্টা ২৫ মিনিট (৪৪.৩%)	৫ ঘন্টা ১৫ মিনিট (৫২.৭%)	১৮ মিনিট (৩%)	৯ ঘন্টা ৫৬ মিনিট
একাদশ	১০ ঘন্টা ৩৯ মিনিট (৩১%)	২০ ঘন্টা ০৯ মিনিট (৫৮.৬%)	৩ ঘন্টা ৩৫ মিনিট (১০.৪%)	৩৪ ঘন্টা ২৩ মিনিট
দ্বাদশ	৩৭ ঘন্টা ৩৬ মিনিট (৩৭.৮%)	৫২ ঘন্টা ৪৭ মিনিট (৫৩%)	৯ ঘন্টা ১০ মিনিট (৯.২%)	৯৯ ঘন্টা ৩৩ মিনিট
ত্রয়োদশ	৩২ ঘন্টা ২৪ মিনিট (৩২.৭%)	৫৪ ঘন্টা ০৯ মিনিট (৫৪%)	১২ ঘন্টা ৩৯ মিনিট (১২.৭%)	৯৯ ঘন্টা ৩৭ মিনিট
চতুর্দশ	১০ ঘন্টা ৪৫ মিনিট (৩৫.৭%)	১৮ ঘন্টা ১৪ মিনিট (৬০.৬%)	১ ঘন্টা ০৬ মিনিট (৪%)	২৯ ঘন্টা ৩৯ মিনিট
পঞ্চদশ	১২ ঘন্টা ৩৮ মিনিট (৪৮%)	১৩ ঘন্টা ০১ মিনিট (৫০%)	২৫ মিনিট (২%)	২৬ ঘন্টা ০৪ মিনিট
ষষ্ঠদশ	১২ ঘন্টা ৪৩ মিনিট (১৮%)	৪৫ ঘন্টা ২৮ মিনিট (৬০%)	১৬ ঘন্টা ২৮ মিনিট (২২%)	৭৫ ঘন্টা ৫৯ মিনিট

অধিবেশন	স্পিকার	ডেপুটি স্পিকার	সভাপতি প্যানেল	মোট
সপ্তদশ	-	১৬ ঘন্টা ৩৫ মিনিট (৯৮%)	১৭ মিনিট ২৫ মিনিট (২%)	১৬ ঘন্টা ৫২ মিনিট
অষ্টাদশ	৮৯ ঘন্টা ৪৩ মিনিট (৮৬%)	১৪ ঘন্টা ১৫ মিনিট (১৩.৭%)	-	১০৩ ঘন্টা ৫৮ মিনিট
ঊনবিংশতিতম	৪৮ ঘন্টা ১৯ মিনিট (৮৮%)	৬ ঘন্টা (১১%)	-	৫৪ ঘন্টা ১৯ মিনিট
মোট	**৭১২ ঘন্টা ৫৪ মিনিট (৫৩%)**	**৫১২ ঘন্টা ৪৬ মিনিট (৩৮.৪%)**	**১০৬ ঘন্টা ১৪ মিনিট (৮%)**	**১৩৩১ ঘন্টা ৫৪ মিনিট**